পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 35 Sunday, 4 January, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ✻ ১৯ পৌষ ১৪৩২, রবিবার, ৪ জানুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

নদিয়ায় জাতীয় সড়কে মুখোমুখি বাইক সংঘর্ষ

নিজস্ব সংবদদাতা, পুলিয়া, ৩ জানুয়ারি ঃ নদিয়ার শান্তিপুর থানার ফুলিয়া প্রফুল্লনগর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে শনিবার সকালে এক ভয়াবহ পথদুর্ঘটনা ঘটেছে। মুখোমুখি সংঘর্ষে দু'টি বাইক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে এবং দু'জনের প্রাণহানি হয়েছে। আহত আরও দু'জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফুলিয়া প্রফুল্লনগরের কাটা রুটটি বহু বছর ধরে দুর্ঘটনার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ বলে পরিচিত। ওই রুট দিয়ে বাইক এবং ছোট যানবাহন মেন রোডে উঠেন। শনিবার সকালে একটি বাইক ওই কাটা রুট ধরে মেন রোডে উঠছিল। ঠিক সেই সময় বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতিতে আসছিল অন্য একটি বাইক। কাটা রুট থেকে মেন রোডে উঠতে গিয়ে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। সংঘর্ষের ধাক্কায় উভয় বাইক ছিটকে পড়ে এবং চার জন বাইক আরোহী রাস্তায় ছিটকে পড়ে। প্রাথমিকভাবে ঘটনাস্থলেই একজনের মৃত্যু হয়য়। আহত আরও তিনজনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে আরও একজনের মৃত্যু হয়। অবশিষ্ট দু'জন এখনও আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। নিহতদের মধ্যে একজনের নাম পরিচয় নিশ্চিত হয়েছে। তিনি হলেন উত্তম রাজবংশী (৫৮), শান্তিপুর থানার বেলঘরিয়ার বাসিন্দা। দ্বিতীয় নিহত যুবকের পরিচয় এখনও সঠিকভাবে জানা যায়নি। আহতদের মধ্যে একজনও অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, বাইক দুটির ধাক্কা এতই শক্তিশালী ছিল যে, সংঘর্ষের পাঁচ হাত দূরেও বাইক আরোহীরা ছিটকে পড়ে যান। বাইক দুটো সম্পূর্ণ দুমড়ে-মুচড়ে যায় এবং রাস্তার উপর রক্ত ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, সংঘর্ষ এত ভয়াবহ ছিল যে চার জন রাস্তায় ছটফট করতে লাগলেন। মৃত উত্তমকে আমরা চিনতে পেরেছি, কিন্তু অপরজনকে চেনা সম্ভব হয়নি। বাইকের ধাক্কা এতই তীব্র ছিল যে ঘটনাস্থল থেকে কয়েক হাত দূরে আরোহীরা ছিটকে পড়ে। স্থানীয়রা দুর্ঘটনার পর আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালে পাঠায়। পুলিশও দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। শান্তিপুর থানার পুলিশ জানিয়েছে, কাটা রুট ও দ্রুতগতির বাইকের কারণে সংঘর্ষের সম্ভাবনা বেড়েছিল। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, উভয় বাইক আরোহীই রাস্তায় নজর দিতে পারেননি। পুলিশ দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখতে এবং নিহতের পরিচয় নির্ধারণ করতে তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ স্থানীয়দেরও সতর্ক করেছেন, এই রুটে গতিরোধী ব্যবস্থা এবং নিরাপত্তা না থাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করতে। এছাড়াও পুলিশ স্থানীয় বাসিন্দাদের আর্জি জানিয়েছেন, দুর্ঘটনা এড়াতে রাস্তায় সতর্কভাবে চলাফেরা করুন। ফুলিয়া প্রফুল্লনগরের কাটা রুটটি দীর্ঘদিন ধরে ঝুঁকিপূর্ণ বলে পরিচিত। ছোট পথগুলো থেকে হঠাৎ মেন রোডে উঠতে গিয়ে অনেক সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। স্থানীয়রা জানান, রাস্তায় যথাযথ সাইনবোর্ড বা সতর্কীকরণ নেই।

মালদহ রাজনীতিতে নতুন মোড়

দিল্লিতে কংগ্রেসের ঘরে ফিরলেন মৌসম নূর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ ছাব্বিশের আগে মালদহের রাজনীতিতে আবারও বড় খবর। তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসে ফের যোগদান করলেন রাজ্যসভার সাংসদ মৌসম বেনজির নূর। দিল্লির কংগ্রেস দপ্তরে শনিবার তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দলের সঙ্গে যোগদান করেছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মালদহের কংগ্রেস এবং গণিখান চৌধুরী পরিবার আবার একজোট হয়ে উঠেছে। দলে যোগদানের পরে মৌসম বেনজির নূর বলেন, কংগ্রেসকে ধন্যবাদ জানাই আমাকে গ্রহণ করার জন্য। আমরা পরিবারগতভাবে কংগ্রেস পরিবারের সদস্য। কয়েক বছর তৃণমূলের সঙ্গে কাজ করেছি। অনেক সুযোগ পেয়েছি, কিন্তু এবার আবার পরিবারে ফিরে এসেছি। সোমবার রাজ্যসভার পদত্যাগ করব। যেভাবে দল আমাকে দায়িত্ব দেবে, আমি সেই অনুযায়ী কাজ করব। কংগ্রেসের মূল মন্ত্র হচ্ছে সেক্যুলারিজম, ডেভেলপমেন্ট এবং পিস, সেভাবেই কাজ করব। এমনকি তিনি স্পষ্ট করে বললেন, রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে পরিবারগতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। মালদহ রাজনীতিতে গণিখান পরিবারের একজোট তা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এখন সেই ঐক্য আবার কংগ্রেসে দৃশ্যমান। মৌসম নূরের রাজনৈতিক পরিচিতি মূলত গণিখান চৌধুরী পরিবার থেকে এসেছে। ২০০৯ সালে কংগ্রেস প্রতীকে মালদহ উত্তরে তিনি জয়লাভ করেছিলেন। ২০১৪ সালেও ' প্রতীকে সাংসদ নির্বাচিত হন। কিন্তু ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে ঘটেছিল অঘটন। হাত ছেড়ে ঘাসফুল প্রতীকে প্রার্থী হওয়ায় মালদহ উত্তরের আসন হারান তিনি। ত্রিমুখী লড়াইয়ে বিজেপির খগেন মুর্মু জয়ী হন। এরপর তাঁকে তৃণমূল রাজ্যসভার সাংসদ মনোনীত করে। কিন্তু ২০২৪ সালের নির্বাচনে আর তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনের সময়ও তাঁর প্রার্থীতা নিয়ে জল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত টিকিট পাননি। মালদহ রাজনীতিতে গণিখান চৌধুরী পরিবার এখনও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক শক্তি। মৌসম নূরের রাজনৈতিক পরিচিতি মূলত পরিবারের কারণেই। পরিবারের বাইরে তিনি নিজের রাজনৈতিক জমি তৈরি করতে পারেননি। বর্তমানে পরিবারের আরেক সদস্য ঈশা খান চৌধুরী কংগ্রেসের টিকিটে দক্ষিণ মালদহ থেকে সাংসদ। মৌসমের কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তনের ফলে গণিখান পরিবারের একতা আবার দৃশ্যমান হয়েছে। দল এবং পরিবারের এই মিলিত অবস্থান মালদহের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে। মৌসম নূরের যোগদানে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ দলে কিছুটা উদ্দীপনা এসেছে। তবে দলের অভ্যন্তরে এখনও আছে প্রশ্ন, আদৌ তাঁর যোগদান কি বড় রাজনৈতিক উপকার বয়ে আনবে কি না। অন্যদিকে তৃণমূলের দিক থেকে এই ঘটনা নিয়ে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়নি। তৃণমূলের মনে হচ্ছে, মৌসমের দলত্যাগ বড় রাজনৈতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে না। মালদহের রাজনীতিতে মৌসম নূরের প্রত্যাবর্তন কংগ্রেসের জন্য সম্ভাব্য ভোট ভাঙন রোধ এবং পারিবারিক একতা প্রদর্শনের একটি সুযোগ। মালদহ উত্তর ও দক্ষিণের রাজনৈতিক প্রভাব গণিখান পরিবারের সঙ্গে সংযুক্ত। তাই মৌসমের যোগদান কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকায় নতুন শক্তি যোগ করতে পারে। অন্যদিকে, তৃণমূলের জন্য এটি এক ধরনের সতর্কবার্তা। যদিও তারা বড় কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাচ্ছে না, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা মনে করছেন, নির্বাচনকে সামনে রেখে এই ধরনের পরিবারগত মিশ্রণ প্রভাব ফেলতে পারে। মৌসম বেনজির নূরের কংগ্রেসে ফিরে আসা কেবল একটি ব্যক্তিগত রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নয়। এটি মালদহের রাজনীতিতে একটি বড় সাংগঠনিক ও পারিবারিক একতার প্রতীক। দলের প্রতিশ্রুতি, পারিবারিক ঐক্য এবং রাজনৈতিক আগ্রহ মিলিত হলে আগামী নির্বাচনে মালদহে কংগ্রেসের প্রভাব আরও দৃঢ় হতে পারে। ছাব্বিশের আগে এই রাজনৈতিক ফেরার ঘটনা মালদহ এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিতে নজরকাড়া মোড় তৈরি করেছে।

'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির জনসভায়

আলিপুরদুয়ারে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় ঘোষণা

চা শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার চেষ্টা করবেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে এবার আরেকটি বড় ঘোষণা করলেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের চলতি 'আবার জিতবে বাংলা' কর্মসূচির অংশ হিসেবে আলিপুরদুয়ারে এক জনসভা থেকে তিনি জানিয়ে দেন, যদি তৃণমূল চতুর্থবারের জন্য ক্ষমতায় আসে, তবে তিনি চা বাগান শ্রমিকদের দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার প্রচেষ্টা করবেন। এই ঘোষণা তৃণমূলের কর্মসূচি এবং আলিপুরদুয়ারের চা বাগান শ্রমিকদের জন্য এক ব। আশার সঞ্চার করেছে। শনিবার আলিপুরদুয়ারে তৃণমূলের রণসংকল্প সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সভায় উপস্থিত হাজার হাজার মানুষের মধ্যে তিনি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পাশাপাশি আগামী দিনে আরও অনেক কাজ করার পরিকল্পনা তুলে ধরেন। তার বক্তৃতায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিল চা বাগান শ্রমিকদের জন্য তার দেওয়া প্রতিশ্রুতি। অভিষেক বলেন, আমি আপনাদের আশ্বাস দিতে চাই, আগামী নির্বাচনে যদি দিদির সরকার আবারও নির্বাচিত হয়, তাহলে আলিপুরদুয়ারে আমাদের প্রথম কাজ হবে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য মজুরি বৃদ্ধি করা। আমরা চেষ্টা করব, তাদের দৈনিক মজুরি কমপক্ষে ৩০০ টাকা করার। চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দাবি উঠেছিল। পশ্চিমবঙ্গের চা বাগানগুলোতে কাজ করা লক্ষাধিক শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা প্রায়ই সংকটাপন্ন থাকে। তাদের দৈনিক মজুরি অনেক কম হওয়ায় জীবনযাত্রার মানও খুবই নিম্নস্তরের। এর মধ্যে গরমকালে তাদের কাজের চাপ বৃদ্ধি পায়, এবং অনেক সময় তারা পর্যাপ্ত বেতন পান না। এই পরিস্থিতিতে চা বাগান শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবি পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলির দীর্ঘদিনের দাবি। তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণা অনেকেই চা শ্রমিকদের জন্য এক নতুন আশার আলো হিসেবে দেখছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে করা এই ঘোষণা চা শ্রমিকদের মধ্যে একটি ব। প্রভাব ফেলেছে। বিভিন্ন চা শ্রমিক সংগঠনও এতে স্বস্তি প্রকাশ করেছেন। শ্রমিকরা আশা করছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হলে তাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মান অনেক উন্নত হবে। অনেক শ্রমিক এও বলছেন, আমরা দীর্ঘদিন ধরে যে দাবি জানাচ্ছি, সেই দাবি যদি বাস্তবায়িত হয়, তবে আমাদের জীবন বদলে যাবে। এক চা শ্রমিক জানান, যদি মজুরি ৩০০ টাকা হয়, তবে আমাদের পরিবার নিয়ে আরও ভালোভাবে বাঁচতে পারব। এখন যা মজুরি পাই, তা দিয়ে বড় কোনো কিছু করা সম্ভব হয় না। কিন্তু মজুরি বেড়ে গেলে আমরা একটু ভালো ভাবে চলতে পারব।

পশ্চিমবঙ্গের আগামী নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তৃণমূল কংগ্রেস বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। এই প্রচারের অংশ হিসেবে গত কিছু দিন ধরে আবার জিতবে বাংলা কর্মসূচি পালন করছে দলটি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিভিন্ন জেলার রণসংকল্প সভায় অংশ নিচ্ছেন, যেখানে তিনি রাজ্য সরকারের নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে বক্তব্য রাখছেন।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন আলিপুরদুয়ারে উপস্থিত জনসাধারণকে বলেন, আমরা একটানা ৩ দফায় বাংলার উন্নতি করেছি। কিন্তু এখনো অনেক কাজ বাকি। মানুষের জন্য আরও বেশি কাজ করতে হবে। যদি চতুর্থবার ক্ষমতায় আসি, তবে আমাদের প্রথম লক্ষ্য হবে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি নাগরিকের উন্নয়ন।

অভিষেকের এই ঘোষণার পর, রাজ্য বিজেপি নেতারা তার বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছেন।

বিজেপির দাবি, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের ঘোষণার মাধ্যমে ভোট ব্যাংক রাজনীতি করছেন এবং চা শ্রমিকদের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। বিজেপির নেতা বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এখন চা শ্রমিকদের মজুরি বাড়ানোর কথা বলছেন, অথচ তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় থাকাকালে চা বাগান শ্রমিকদের জন্য পর্যাপ্ত কাজ বা মজুরি বৃদ্ধি করা হয়নি। বিজেপি নেতারা আরও বলেন, এটা এক ধরনের নির্বাচনী স্টান্ট, যেটি মানুষের ভাবাবেগকে ব্যবহার করার চেষ্টা মাত্র। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই ঘোষণা, শুধু আলিপুরদুয়ার কিংবা চা শ্রমিকদের জন্য নয়, বরং গোটা রাজ্যের জন্য একটি বড় প্রতিশ্রুতি। তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মসূচি ২০২৬ সালের নির্বাচনকে ঘিরে একটি বড় রাজনৈতিক চাপ তৈরি করতে পারে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, তার নেতৃত্বে রাজ্য সরকারের কাজের ধারার মধ্যে আরো দ্রুত পরিবর্তন আসবে এবং আরও ভালো সুযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করা হবে। এখন, রাজ্যের জনগণ এই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন দেখতে মুখিয়ে আছে। সবকিছু নির্ভর করছে আগামী দিনে ভোটের ফলাফলের উপর। তবে চা শ্রমিকরা যে এবার তাদের দাবি পূরণ হতে পারে, সেই আশা রাখছেন তা স্পষ্ট। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চা শ্রমিকদের জন্য দৈনিক মজুরি ৩০০ টাকা করার প্রতিশ্রুতি এক বড় রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে। এ বার চা বাগান শ্রমিকদের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষও চাইছেন এই পরিবর্তন। রাজ্যের নির্বাচনী রাজনীতিতে এই বিষয়টি নিয়ে এখন চর্চা তুঙ্গে, এবং এটি আগামী দিনগুলিতে আরও বেশি গুরুত্ব পাবে। অভিষেক যখন বক্তব্য রাখছিলেন, সেই সময় তাঁর কাছে চিরকুটে প্রশ্ন পাঠানো হয়। কুমারগ্রামের চা বাগান শ্রমিক রাজেশ ওরাওঁ প্রশ্ন করেছিলেন, 'কাজে রেট কম, আমাদের মজুরি বাড়ানোর জন্য সরকার কী করছে?' সেই প্রশ্ন শোনার পরেই রাজেশকে মঞ্চে ডেকে নেন অভিষেক। আর কী কী সমস্যা রয়েছে, সেটা খুলে বলতে বলেন তিনি। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সামনে পেয়ে একের পর এক সমস্যার কথা জানান রাজেশ। তিনি বলেন, '১৪ দফা দাবির কথা বলা ছিল। কিছুই হচ্ছে না। জঙ্গলের কাঠ পাচ্ছি না। জঙ্গলে আমাদের যেতে দেয় না। পাকা ঘর নেই। কোনও কোনও বাগানে শুধুমাত্র পলিথিন টাঙিয়ে শ্রমিকদের থাকতে হচ্ছে। চিকিৎসার সুবিধা নেই, বাগানের হাসপাতালে সামান্য ওষুধও মিলছে না। টেট ভ্যাক্সিনও মিলছে না। পাহাড় এলাকায় এমন বাগান আছে, যেখানে ইমার্জেন্সির জন্য অ্যাম্বুল্যান্সও নেই। গরিব লোককে নিজের মজুরি দিয়ে বা টাকা ধার করে অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া দিতে হয়। স্কুল, শিক্ষা, পানীয় জল পাওয়া যায় না।'এ দিনের সভায় অভিষেকের বক্তব্য জুড়ে ছিল শুধুই চা বাগান। বাগান শ্রমিকদের পিএফ না পাওয়া নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। স্বাস্থ্য পরিষেবা ও শিক্ষা নিয়ে কাজ করার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।

দিলীপ ঘোষের মন্তব্যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন উত্তাপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্যে নির্বাচনী উত্তাপ ক্রমশ বাড়ছে। এই আবহেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন বিজেপির প্রবীণ নেতা দিলীপ ঘোষ। আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে বুথের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি নতুন করে তুলে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি করলেন তিনি। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের ঠিক আগেই দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য রাজ্যের ভোট-রাজনীতিতে নতুন জল্পনা উসকে দিয়েছে। শনিবার সকালে ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, অতীতের অভিজ্ঞতা থেকে বিজেপি বারবার দেখেছে যে শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী নামালেই সুষ্ঠু ভোট নিশ্চিত হয় না। তাঁর অভিযোগ, আগের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকলেও বহু জায়গায় ভোটাররা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেননি। দিলীপ ঘোষের স্পষ্ট বক্তব্য, আমরা বহুবার দাবি করেছি যে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে বুথের ভিতরে রাখতে হবে। বাহিনী রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকে, আর বুথের ভিতরে ভোট লুঠ হয়ে যায়। এটা আমরা একাধিক নির্বাচনে দেখেছি। তিনি আরও বলেন, যদি নির্বাচন কমিশন এবার ভিন্নভাবে পরিকল্পনা করে এবং বুথের ভিতরে বাহিনী মোতায়েন করা হয়, তাহলে সাধারণ মানুষ ভয়মুক্ত হয়ে ভোট দিতে পারবেন। দিলীপের দাবি, ভোট যদি শান্তিপূর্ণ ও নিরপেক্ষ হয়, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেসের টিকে থাকা কঠিন হয়ে যাবে। তাঁর এই মন্তব্যে শাসক দলকে সরাসরি নিশানা করা হয়েছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা। বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি এখানেই থামেননি। আগের নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, পর্যাপ্ত বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তাদের সঠিকভাবে কাজে লাগানো হয়নি। পঞ্চায়েত ভোটেও যথেষ্ট বাহিনী ছিল। কিন্তু ভোট বুথে হচ্ছিল, আর বাহিনী বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। অনেকেই নাকি হজরদুয়ারিতে বেড়াতে গিয়েছিলেন, কটাক্ষ করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর মতে, বাহিনীর উপস্থিতি তখন কার্যকর না হয়ে কেবল প্রতীকী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এছাড়াও ভোটার পরিচয়পত্র যাচাই নিয়ে কড়া অবস্থান নেন বিজেপি নেতা। তিনি বলেন, নতুন ভোটার আইডি কার্ড ছাড়া কাউকে বুথে ঢুকতে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সক্রিয়ভাবে বুথের ভিতরে নজরদারি করতে হবে। বুথের ভিতরে কী হচ্ছে, বাহিনী নিজের চোখে না দেখলে নিরপেক্ষ ভোট সম্ভব নয়, বলেন তিনি। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের তাৎপর্য আরও বেড়েছে সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে বৈঠকের আগে। ওই বৈঠকে কেন্দ্রীয় বাহিনীর মোতায়েন এবং নির্বাচনী নিরাপত্তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে বলে জানা যাচ্ছে। বিজেপি আশাবাদী, নির্বাচন কমিশন তাদের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখবে।অন্যদিকে, তৃণমূল কংগ্রেস দিলীপ ঘোষের মন্তব্যকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তৃণমূলের কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তী বলেন, কেন্দ্রীয় বাহিনী হোক বা অন্য কোনও বাহিনী-কিছুতেই ফল বদলাবে না। মানুষ তৃণমূলের সঙ্গেই আছে। তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, শাসক দল এই দাবিকে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবেই দেখছে।প্রসঙ্গত, সাম্প্রতিক নির্বাচনে বাংলায় বিজেপির ফল আশানুরূপ হয়নি। জোরদার প্রচার সত্ত্বেও বারবার ধাক্কা খেতে হয়েছে গেরুয়া শিবিরকে। তাই আসন্ন নির্বাচনকে তারা ' লড়াই' হিসেবে দেখছে। দলীয় নেতৃত্বের তরফে কর্মীদের কাছে বার্তা, ২০২৬ সালের নির্বাচন বিজেপির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বিজেপির সমস্যা কেবল বাহিনী মোতায়েন বা নির্বাচন ব্যবস্থায় সীমাবদ্ধ নয়। রাজ্য নেতৃত্বের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংগঠনের দুর্বলতা এবং দক্ষ সংগঠকের অভাব বিজেপির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর পাশাপাশি এসআইআর ইস্যুও দলের জন্য 'বুমেরাং হয়ে উঠেছে বলে মত পর্যবেক্ষকদের।

'মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক'-ইরানের রাজপথে বিস্ফোরক ক্ষোভ

৩ জানুয়ারি ঃ সাড়ে চার দশক আগের দৃশ্য যেন আবার ফিরে এসেছে ইরানে। ১৯৭৯ সালে রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে উত্তাল হয়েছিল তেহরানের রাজপথ। সেই গণবিপ্লবের পথ ধরেই ইরানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল ইসলামিক শাসনব্যবস্থা। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, আজ সেই ইসলামিক শাসনের বিরুদ্ধেই পথে নেমেছেন লাখ লাখ ইরানবাসী। রাজধানী তেহরান থেকে শুরু করে দেশের নানা প্রান্তে শোনা যাচ্ছে একটাই স্লোগান- 'মোল্লাতন্ত্র নিপাত যাক', ' মৃত্যু চাই'। গত ২৮ ডিসেম্বর তেহরানে প্রথম বিক্ষোভ শুরু হয়। প্রথমে বাজার এলাকার ব্যবসায়ীরা পথে নামেন। তাঁদের অভিযোগ-চরম মূল্যবৃদ্ধি, ব্যবসা ধসে যাওয়া এবং জাতীয় মুদ্রা রিয়ালের নজিরবিহীন পতন তাঁদের পথে বসিয়েছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই এই আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে আলবোর্জ, কারমানশাহ, মারকাজ, এসফাহান, হামেদান-সহ একাধিক প্রদেশে। পরে আন্দোলনে যোগ দেন পড়ুয়ারা এবং সাধারণ মানুষ। ডলারের তুলনায় রিয়ালের মূল্য তলানিতে ঠেকেছে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য, পকেট ফাঁকা, ফ্রিজে খাবার নেই, বহু এলাকায় পানীয় জলের সংকট তীব্র। এই চরম দুরবস্থার জন্য সরাসরি দেশের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতোল্লা আলি খামেনেইকেই দায়ী করছেন বিক্ষোভকারীরা। গত কয়েক দিনের আন্দোলনে অন্তত সাত জনের মৃত্যুর খবর মিলেছে। মৃতদের মধ্যে এক জন নিরাপত্তাবাহিনীর সদস্যও রয়েছেন। বিভিন্ন জায়গায় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ হয়েছে। সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কঠোর অবস্থান নিলেও ক্ষোভ থামার কোনও লক্ষণ নেই। ২০২২ সালে পুলিশি হেফাজতে মাহসা আমিনি নামে এক তরুণীর মৃত্যুর পর হিজাব-বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল হয়েছিল গোটা ইরান। সেই সময় নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে শত শত মানুষের মৃত্যু হয়েছিল বলে দাবি উঠেছিল। তিন বছর পর ফের রাজপথে নামলেন ইরানবাসী, যদিও এবারের ক্ষোভের মূল কারণ অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকারত্ব এবং পানীয় জলের অভাব। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই আর্থিক সংকটের পেছনে বড় ভূমিকা রয়েছে পশ্চিমি নিষেধাজ্ঞার। গত বছর ইজরায়েলের সঙ্গে সংঘর্ষ এবং আমেরিকার সামরিক হস্তক্ষেপের পর ইরানের উপর একাধিক নিষেধাজ্ঞা আরোপ হয়। যুদ্ধ থামলেও সেই অর্থনৈতিক ধাক্কা সামাল দিতে পারেনি খামেনেই প্রশাসন। এই আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ বিশেষভাবে নজর কেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই গণতান্ত্রিক অধিকার ও নারী স্বাধীনতা দমনের অভিযোগ রয়েছে ইরান সরকারের বিরুদ্ধে। বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই পুরনো ক্ষোভই যেন নতুন করে মাথাচাড়া দিয়েছে। অনেক মহিলা বিক্ষোভকারী ইসলামিক বিপ্লবের আগের ইরানের কথা স্মরণ করাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, একসময় হিজাব ছিল ব্যক্তিগত পছ ঃদ, বাধ্যবাধকতা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে মেয়েদের উপস্থিতি বাড়ছিল, আধুনিক পোশাক পরার স্বাধীনতা ছিল, সামাজিক জীবন ছিল অনেক বেশি খোলামেলা।১৯৭৯ সালের গণবিপ্লবে ক্ষমতাচ্যুত হয়েছিলেন শাসক রেজা শাহ পাহলভি। নির্বাসন কাটিয়ে দেশে ফিরে ক্ষমতা দখল করেন আয়াতোল্লা রুহুল্লা খোমেইনি। তাঁর হাত ধরেই ইরানে প্রতিষ্ঠা পায় কট্টর ইসলামিক শাসন এবং বাধ্যতামূলক হিজাব-নীতি। নারীরা সেই সময়ও প্রতিবাদে নেমেছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় দমন-পী।নের সামনে সেই আঃেদালন টেকেনি। পরে নীতিপুলিশ ' গঠন করা হয়, যার অত্যাচারের শিকার হয়েছিলেন মাহসা আমিনিও। যদিও সাময়িকভাবে এই বাহিনী প্রত্যাহারের কথা বলা হয়েছিল, বাস্তবে পরিস্থিতি বদলায়নি বলেই অভিযোগ। এবারের আন্দোলনে সরাসরি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে স্লোগান উঠছে-খামেনেইয়ের মৃত্যু চাই, একনায়ক নিপাত যাক।

ঝাঁপ দিয়েও রক্ষা হল না, বাংলাদেশে উন্মত্ত হামলায় মৃত হিন্দু ব্যক্তি

ঢাকা, ৩ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর হামলার অভিযোগ ফের নতুন করে উদ্বেগ বাড়াল। ২০২৫ সালের শেষ দিনে আক্রান্ত হয়ে শনিবার মৃত্যু হল খোকন দাস নামে এক হিঃদু ব্যক্তির। প্রাণ বাঁচাতে পুকুরে ঝাঁপ দিয়েও শেষ পর্যন্ত রক্ষা হল না তাঁর। এই ঘটনা বাংলাদেশে হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ধারাবাহিক হামলার অভিযোগের মধ্যে চতুর্থ বলে জানা গিয়েছে। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৫০ বছর বয়সি খোকন দাস নিজের বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকাই একদল উগ্রপন্থী জনতা তাঁর উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ। তাঁকে মারধর করা হয় এবং গুরুতরভাবে আহত করা হয়। পরিস্থিতি থেকে বাঁচতে খোকন দাস নিকটবর্তী একটি পুকুরে ঝাঁপ দেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হয়েছিল, তিনি হয়তো প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন। কিন্তু আঘাতের মাত্রা এতটাই গুরুতর ছিল যে তাঁকে দ্রুত ঢাকার একটি সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। খোকন দাসের মৃত্যুতে পরিবার ও স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে। খোকন দাসের স্ত্রী কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি জানি না কারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত। আমার স্বামী খুব সহজ-সরল মানুষ ছিলেন। কারও সঙ্গে তাঁর কোনও শত্রুতা ছিল না। আমরা শুধু ন্যায়বিচার চাই। পরিবারের দাবি, এই হামলার পিছনে ধর্মীয় বিদ্বেষ কাজ করেছে এবং দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক। খোকন দাসের মৃত্যু কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলে অভিযোগ উঠছে। গত কয়েক সপ্তাহে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর একের পর এক হামলার খবর সামনে এসেছে। জানা গিয়েছে, গত ২৪ ডিসেম্বর কালিমোহর ইউনিয়নের হোসেনডাঙ্গা এলাকায় ২৯ বছরের অমৃত মণ্ডল নামে এক যুবককে মারধরের পর মৃত্যু হয়। তারও আগে, ১৮ ডিসেম্বর ময়মনসিংহের

ভালুকা উপজেলায় ২৫ বছরের দীপুচন্দ্র দাসের মৃত্যুকে ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযোগ ওঠে, তাঁকে মারধর করার পর হত্যা করা হয়। এই পরপর ঘটনাগুলির জেরে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠছে। বাংলাদেশে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের আমলে সংখ্যালঘুদের উপর হিংসার অভিযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে বলে দাবি করছে একাধিক মানবাধিকার সংগঠন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন এই ঘটনাগুলির নিন্দা করেছে এবং সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসনের কাছে সক্রিয় পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছে। তাদের বক্তব্য, বারবার একই ধরনের ঘটনা ঘটলে তা আর বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। বরং এটি একটি বড় সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। দীপুচন্দ্র দাসের মৃত্যুর পর ভারতের তরফে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছিল। ভারতের বক্তব্য ছিল, প্রতিবেশী দেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। যদিও বাংলাদেশের প্রশাসনের তরফে দাবি করা হয়েছে, দেশে সংখ্যালঘুরা নিরাপদ এবং এই ধরনের ঘটনা বিচ্ছিন্ন। কিন্তু সাম্প্রতিক পরপর মৃত্যুর ঘটনায় সেই দাবিকে ঘিরে প্রশ্ন আরও জোরালো হচ্ছে। এই ঘটনার পর থেকে স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। অনেকেই বলছেন, রাতে বাইরে বেরোতে ভয় লাগছে। কেউ কেউ আবার এলাকা ছাড়ার কথাও ভাবছেন। এক স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, আমরা এখানে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে থাকছি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, শুধুমাত্র ধর্মের কারণে আমাদের লক্ষ্য করা হচ্ছে। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন। এখনও পর্যন্ত এই ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের গ্রেপ্তারের বিষয়ে স্পষ্ট কোনও তথ্য মেলেনি। ফলে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। মানবাধিকার কর্মীদের মতে, দ্রুত তদন্ত ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হলে এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোখা কঠিন হবে। খোকন দাসের মৃত্যু বাংলাদেশের সংখ্যালঘু পরিস্থিতিকে ফের আন্তর্জাতিক আলোচনার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। পরপর হামলার ঘটনায় স্পষ্ট, বিষয়টি আর উপেক্ষা করার মতো নয়। পরিবার ন্যায়বিচার চায়, সংখ্যালঘুরা নিরাপত্তা চায়, আর মানবাধিকার সংগঠনগুলি চাইছে দায়বদ্ধতা। এখন দেখার, বাংলাদেশ প্রশাসন এই ঘটনার পর কী পদক্ষেপ নেয় এবং আদৌ কি সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে আস্থা ফেরানো সম্ভব হয়।

মাঘ পূর্ণিমায় হরিদ্বারে গঙ্গার ঘাটে পূণ্যার্থীদের ঢল

হরিদ্বার, ৩ জানুয়ারি ঃ মাঘ পূর্ণিমা উপলক্ষে শনিবার হরিদ্বারে আস্থার মহাস্রোত লক্ষ্য করা যায়। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত লক্ষাধিক পুণ্যার্থী হর কি পৌরি ব্রহ্মকুণ্ডসহ গঙ্গার বিভিন্ন ঘাটে পবিত্র স্নান করেন। কনকনে শীত উপেক্ষা করেই গঙ্গায় আস্থা ও ভক্তির ডুব দেন তাঁরা।ভোর থেকেই হরি কি পৌরি ব্রহ্মকুণ্ড ও আশপাশের ঘাটগুলিতে উপচে পড়া ভিড় দেখা যায়। গঙ্গাস্নানের পর পুণ্যার্থীরা দেবদর্শন, দান, শ্রাদ্ধ ও তর্পণ কর্ম সম্পন্ন করেন। ধর্মীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, মাঘ পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান মোক্ষদায়ী এবং এদিন দান-পুণ্য করলে অশ্বমেধ যজ্ঞের সমান ফল লাভ হয়।তীর্থ পুরোহিতদের মতে, মাঘ পূর্ণিমায় সূর্যের সান্নিধ্যে গঙ্গাস্নানের বিশেষ মাহাত্ম্য রয়েছে। এদিন ভগবান নারায়ণের আরাধনা, দান ও তপস্যা পিতৃশান্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে বলে বিশ্বাস। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ও ব্যবস্থাপনায় নজরদারি রাখা হয়।

মুদ্রাস্ফীতি-নিষেধাজ্ঞার চাপে ইরানে সরকারবিরোধী আন্দোলন তীব্র

তেহরান, ৩ জানুয়ারি ঃ তীব্র অর্থনৈতিক সংকট, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা ও লাগামছাড়া মুদ্রাস্ফীতির জেরে ইরানে সরকার ও সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লা আলি খামেনেইয়ের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। ২৮ ডিসেম্বর শুরু হওয়া এই আন্দোলন রাজধানী তেহরান-সহ দেশের বিভিন্ন শহরে আরও জোরালো রূপ নিয়েছে।জানা গেছে, শুক্রবার রাতে তেহরানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশে, পাশাপাশি মাশহাদ, কোম ও জাহেদানের মতো শহরে রাস্তায় নামেন বিক্ষোভকারীরা। জাহেদানে জুমার নামাজের পর খামেনেই-বিরোধী স্লোগান ওঠে। মাশহাদ, কাজভিন, হামদান ও তেহরান মিলিয়ে বহু শহরে আন্দোলন চলাকালীন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষ ও গ্রেফতারের ঘটনাও ঘটেছে।প্রতিবাদকারীরা কট্টর মৌলবাদী শাসনের অবসান ও রেজা পাহলভির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবি তুলেছেন। ইতিমধ্যেই ২২টি প্রদেশের ৪৬টি শহর এবং প্রায় ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পা।ছে। বহু ব্যবসায়ী দোকানপাট বন্ধ রেখে সমর্থন জানিয়েছেন।ম ানবাধিকার সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত অন্তত ৭ জন নিহত, ৩০ জনের বেশি আহত এবং ১১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতির মধ্যেই ইরানের মুদ্রা সর্বনিম্ন স্তরে নেমেছে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ডিসেম্বরে মুদ্রাস্ফীতি ৪২.২ শতাংশে পৌঁছেছে, খাদ্যপণ্যের দাম বেড়েছে ৭২ শতাংশ।এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিক্ষোভকারীদের ওপর দমন হলে হস্তক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। পাল্টা জবাবে ইরানও মার্কিন সামরিক ঘাঁটিকে লক্ষ্যবস্তু করার হুমকি দিয়েছে, ফলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

শীতে জবুথবু উত্তর প্রদেশ

লখনউ, ৩ জানুয়ারি ঃ কনকনে ঠান্ডায় কাঁপছে উত্তর প্রদেশ। জৌনপুর, আগ্রা, প্রয়াগরাজ, মোরাদাবাদ সর্বত্রই জমজমাট ঠান্ডা। তীব্র শীতে রীতিমতো জমে যাচ্ছে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন জেলা। এরইমধ্যে ভোগান্তি বাড়াচ্ছে ঘন কুয়াশা। কুয়াশার ঘনঘটায় শনিবার সকালে অনেকস্থানেই কমেছে দৃশ্যমানতা। ফলে বিঘ্নিত হয়েছে যানবাহন চলাচল। দিনের আলো ফুটছে দুপুরের দিকে, ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত চারিদিকে শুধুই কুয়াশা দেখা সকাল থেকে সারাদিন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

দূষিত নলবাহিত জলে প্রাণহানি ইন্দোরে, নিজ দলকেই কাঠগড়ায় তুলে তীব্র আক্রমণ উমা ভারতীর

ইন্দোর, ৩ জানয়ারি ঃ দেশের অন্যতম পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে পরিচিত মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে দূষিত নলবাহিত জল পান করে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় অসুস্থ হয়ে পড়েছেন আরও বহু মানুষ। পরিস্থিতির ভয়াবহতায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা রাজ্য জুড়ে। ঘটনার দায় নিয়ে যখন প্রশাসনের তরফে নানা প্রশ্ন উঠছে, ঠিক সেই সময়ে নিজের দল বিজেপি ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেই সরব হলেন বিজেপি নেত্রী তথা মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী উমা ভারতী।শুক্রবার এই ইস্যুতে সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বিস্ফোরক বার্তা দেন উমা ভারতী। তিনি স্পষ্ট ভাষায় লেখেন, ২০২৫ সালে দাঁড়িয়ে দূষিত জল পান করার কারণে সাধারণ মানুষের মৃত্যু শুধু একটি দুর্ঘটনা নয়, এটি রাজ্য, সরকার এবং গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থার জন্য চরম লজ্জার ও অপমানজনক ঘটনা। তাঁর কথায়, যে শহরকে বছরের পর বছর ধরে দেশের সবচেয়ে পরিচ্ছন্ন শহর হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে, বাস্তবে সেই শহরই যদি নোংরা ও বিষাক্ত জলের ফাঁদে সাধারণ মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে গভীর ব্যর্থতার প্রতিফলন।উমা ভারতী আরও উল্লেখ করেন, ইন্দোরের এই

ঘটনার ফলে যে প্রাণহানি হয়েছে, তার সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। বিষয়টি আরও উদ্বেগজনক হয়ে উঠছে কারণ দূষিত জল পান করার ফলে অসুস্থ মানুষের সংখ্যা এখনও বাড়ছে বলে খবর। প্রশাসনের গাফিলতি ও অব্যবস্থাপনাকেই এর মূল কারণ হিসেবে দায়ী করেন তিনি। তাঁর মতে, এই ধরনের ঘটনা কোনওভাবেই ' দুভাগ্যজনক দুর্ঘটনা' বলে এড়িয়ে যাওয়া যায় না, বরং এটি দীর্ঘদিনের অবহেলা ও দায়িত্বহীনতার ফল।এই ঘটনার পর মৃতদের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণাও যথেষ্ট নয় বলে কড়া ভাষায় মন্তব্য করেছেন উমা ভারতী। তিনি লেখেন, একটি মানুষের জীবনের মূল্য কখনওই ২ লক্ষ টাকা হতে পারে না। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনকে হারিয়েছেন, সেই পরিবারগুলিকে সারাজীবন শোক ও যন্ত্রণার ভার বইতে হবে। কোনও অর্থই সেই শূন্যতা পূরণ করতে পারে না। তাই শুধু ক্ষতিপূরণের অঙ্ক ঘোষণা করে দায় ঝেড়ে ফেললে চলবে না।প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, এই ঘটনার জন্য উপর থেকে নিচ পর্যন্ত যাঁরা দায়ী, তাঁদের সকলকেই চিহ্নিত করে সর্বোচ্চ শাস্তি দিতে হবে। তিনি একে ' পাপ বলে উল্লেখ করে বলেন, এই অপরাধের জন্য ক্ষমা চাইতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও শহরে এমন ঘটনা না ঘটে। প্রশাসনিক স্তরে কঠোর আত্মসমালোচনা এবং জবাবদিহি না থাকলে পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হবে না বলেও মন্তব্য করেন তিনি।উমা ভারতী তাঁর বার্তায় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবের দিকেও ইঙ্গিত করেছেন। তিনি লেখেন, এই সময়টা মোহন যাদবের জন্য এক কঠিন পরীক্ষা। একজন মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে এই সংকট তিনি কীভাবে সামলান, তার উপরই রাজ্য সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা অনেকটাই নির্ভর করবে। নিজের এই বার্তায় তিনি বিজেপির অফিসিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল এবং মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদবকে ট্যাগ করে বিষয়টিকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলেছেন।ইন্দোরে দূষিত নলবাহিত জল নিয়ে এই মৃত্যুর ঘটনা শুধু একটি শহরের সমস্যা নয়, বরং গোটা রাজ্যের জল সরবরাহ ব্যবস্থা, পরিকাঠামো ও নজরদারি ব্যবস্থার দুর্বলতাকে সামনে এনে দিয়েছে। একদিকে যখন প্রশাসনের তরফে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার আশ্বাস দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে দলেরই এক প্রবীণ নেত্রীর এমন প্রকাশ্য ক্ষোভ রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে চাপ বাড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের প্রশ্ন, এত বড় ঘটনার পর আদৌ কি দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে, নাকি সবকিছু আবার সময়ের সঙ্গে চাপা পড়ে যাবে-এই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে ইন্দোর থেকে ভোপাল পর্যন্ত।

পশ্চিমবঙ্গকে 'পশ্চিম পাকিস্তান' বানানোর চেষ্টা, বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতির অভিযোগ মিঠুন চক্রবর্তীর

কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গেও বাংলাদেশের মতো পরিস্থিতি তৈরির চেষ্টা করা হয়েছিল-এই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ালেন অভিনেতা তথা বিজেপি নেতা মিঠুন চক্রবর্তী। কোচবিহারে এক জনসভা থেকে রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানান তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।জনসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মিঠুন চক্রবর্তী কাশ্মীরের উদাহরণ টেনে আনেন। উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি প্রশ্ন করেন, তাঁরা কি ' কাশ্মীর ফাইলস' ছবি দেখেছেন এবং কিভাবে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের ঘরছাড়া করা হয়েছিল, সেই ইতিহাস তাঁদের মনে আছে কি না। এরপরই তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গেও ধীরে ধীরে একই ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করার চেষ্টা চলছে। তাঁর অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে রাজ্যের চরিত্র বদলে পশ্চিমবঙ্গকে ' পশ্চিম

পাকিস্তান'-এ পরিণত করার চক্রান্ত চলছে।মিঠুনের বক্তব্য অনুযায়ী, শুধু পশ্চিমবঙ্গই নয়, বাংলাদেশে যে ধরনের অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, সেরকমই ছবি এখানেও তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি অভিযোগ করেন, প্রতিবাদ জানাতে নামলেই পুলিশ নির্মমভাবে আন্দোলনকারীদের উপর আক্রমণ করছে। দীপু দাসের ঘটনার বিরুদ্ধে যারা প্রতিবাদে নেমেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ১৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি। তাঁর কথায়, রাজ্যে এমন এক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ জানানোর অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হচ্ছে।বিজেপি নেতার আরও অভিযোগ, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার ঘটনা ঘটলেও পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য সরকার সেই ঘটনার প্রতিবাদ না করে উল্টে এখানকার হিন্দুদের উপর দমনমূলক আচরণ করছে। এই প্রসঙ্গে তিনি সরাসরি রাজ্য সরকারের দিকে আঙুল তোলেন এবং বলেন, এই ধরনের দ্বিচারিতা আর সহ্য করা যায় না।তবে মিঠুন চক্রবর্তী তাঁর বক্তব্যে রাজ্য সরকারের সব প্রকল্পকে একযোগে খারাপ বলতেও চাননি। তিনি বলেন, লক্ষ্মীর ভান্ডার প্রকল্প খারাপ নয় এবং সাধারণ মানুষের এই প্রকল্পের সুবিধা নেওয়া উচিত, কারণ এটি জনগণের নিজস্ব অর্থ থেকেই আসছে। কিন্তু একইসঙ্গে তিনি কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর না হওয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন।বিশেষ করে আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প প্রসঙ্গে মিঠুন চক্রবর্তীর অভিযোগ, সারা দেশের মানুষ যখন এই স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, তখন পশ্চিমবঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবে এই প্রকল্প চালু করছেন না। তাঁর দাবি, শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নাম প্রচার হবে-এই আশঙ্কাতেই রাজ্য সরকার আয়ুস্মান ভারত কার্যকর করতে দিচ্ছে না।রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন নিয়েও তীব্র সমালোচনা করেন মিঠুন চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, বাংলায় বর্তমানে চাকরি নেই, নতুন কারখানা নেই, শিল্প নেই, উন্নয়নের কোনও স্পষ্ট ছবি নেই। এর বদলে রাজ্যজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে দুর্নীতি ও প্রশাসনিক অচলাবস্থা। এই পরিস্থিতির জন্য সরাসরি রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেন তিনি। কোচবিহারের এই সভা থেকে মিঠুন চক্রবর্তীর বক্তব্য স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত দিচ্ছে, আসন্ন রাজনৈতিক লড়াইয়ে তিনি আরও আক্রমণাত্মক ভূমিকায় নামতে চলেছেন। তাঁর মন্তব্য যে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে বিতর্ক ও মেরুকরণ তৈরি করবে, তা বলাই বাহুল্য। এখন দেখার, এই অভিযোগগুলির জবাবে রাজ্য সরকার ও শাসকদল কীভাবে পাল্টা প্রতিক্রিয়া দেয়।

জোরজবরদস্তি করের কবল থেকে নাগরিককেন্দ্রিক সংস্কারঃভারতের ২০২৫-এর মোড় ঘোরানো কর ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃ১৯৩০-এ মহাত্মা গান্ধী লবণ কর না দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে বোঝা যায়, জোরজবরদস্তি কর কিভাবে দেশ থেকে নাগরিকদের বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে। এটা মনে রাখতে হবে যে, যখন কর হয় বিতর্কিত অথবা বাড়তি তখন আস্থা এবং সামাজিক বন্ধনও কমে। চার দশক পরে ভারত দেখলো আরেকটি চূড়ান্ত পর্ব, যখন ইন্দিরা গান্ধী আয়করের মাত্রা বাড়িয়ে করলেন চমকে দেওয়ার মতো ৯৭.৫।এই পরম্পরা করদাতা এবং দেশের মধ্যে অবিশ্বাসের আবহকে গভীর করে তোলে। দশকের পর দশক ধরে কর সম্পর্কে একটি আতঙ্ক তাড়া করে ফিরতো। ফলে, স্বেচ্ছায় কর দেওয়ার বদলে কর এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। এই পরিপ্রেক্ষিতে মোদী সরকারের কর সংস্কার, ৮ বছর আগে যা শুরু হয়, তা নির্দিষ্টভাবে চূড়ান্ত হলো ২০২৫-এ। অতীতের থেকে স্পষ্টতই অন্যরকম।এই পরিবর্তনের পিছনে আছে ল্যাফার কার্ভের লজিক। তার অর্থ, করের কম হারে রাজস্ব বৃদ্ধি পায় এবং করের আওতা বাড়ে। ভারতের ২০২৫-এর সংস্কার তাই শুধুমাত্র আর্থিক পরিবর্তন নয়, একটা দার্শনিক পরিবর্তন। জোরজবরদস্তি থেকে সহযোগিতা এবং দেশ এবং নাগরিকদের মধ্যে অনাস্থার বদলে সামাজিক যোগাযোগের পুনঃস্থাপন।জিএসটি-পূর্ব বাস্তবতা ঃ বিচ্ছিন্নতা, অপচয় এবং অবিশ্বাস ।ভিএটি অর্থাৎ ভ্যাটের সময়ে নানা ধরনের পরোক্ষ কর বিশাল ধোঁয়াশা তৈরি করতো। অনেক রাজ্যই বার বার ভ্যাটের হারের পরিবর্তন ঘটাতো, একইরকম ০, ৪ এবং ১২.৫-এর অভিন্ন হারের বদলে।বস্তুত স্পষ্ট সতর্কীকরণ সত্ত্বেও রাজ্যগুলি অতিরিক্ত মাশুল লাগুর বিরুদ্ধে সিএজি-র ২০১০-এর রিপোর্টে করা নির্দিষ্ট পরামর্শগুলি মানেনি। ফলে, চুঙ্গিকর এবং স্থানীয় সারচার্জ চলতেই থাকে। এতে বাড়ে ধোঁয়াশা এবং বিচ্ছিন্নতা। কারণ প্রত্যেকটি রাজ্যই আলাদা আলাদা করে নিজের মতো বিধি, জরিমানা এবং প্রক্রিয়া স্থির করতো।ফল হয় মারাত্মক। নজরদারির ফাঁক এবং রূপায়ণে ঢিলেমি কর এড়ানোকে প্রশ্রয় দেয়। প্রত্যেক ২ জন ডিলারের মধ্যে ১ জন কর ফাঁকি দিতে চেষ্টা করতো এবং মাত্র একটি ঘটনায় দেখা গেছে যথাযথ কাগজপত্র না থাকা সত্ত্বেও ৭ জন ডিলারকে ছাড় দেওয়া হয়েছে ১,০২৬ কোটি টাকা।পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার (২০২৫) ঃকৌশল হিসেবে সরলতা।২০১৭-য় জিএসটি শুরুর ঘটনা ঐতিহাসিক। এটি ভারতকে একটি মাত্র বাজারে পরিণত করে। শেষ হয় নানা ধরনের করের জমানা। স্বচ্ছ, পরোক্ষ কর ব্যবস্থার ভিত স্থাপিত হয়। তবে, করের হার এবং শ্রেণীবিভাগের জটিলতার জন্য বিরোধেও সৃষ্টি হয় এবং কোনো সন্দেহ নেই যে কর মানার বাধ্যবাধকতার পাশাপাশি নথিভুক্তিকরণও ছিল বড় বিষয়। নমুনা স্বরূপ, বস্ত্র ক্ষেত্রটিকে বেছে নেওয়া যাক। জব ওয়ার্ক সার্ভিসেস-এর অঙ্গ হিসেবে ৫ শতাংশ কর বসানো হতো ধোয়াধুয়ি এবং রং করার পরিষেবার উপর। অথচ ব্লিচিং, প্রিন্টিং এবং কেমিকেল ট্রিটমেন্টের মতো প্রক্রিয়ায় ছিল ১৮। এতে, শ্রেণীবিভাগ নিয়ে মারাত্মকভাবে ধোঁয়াশা বাড়ে, যা কর নিয়ে বিরোধে পরিণত হয়।এইসব সমস্যা অনুভব করেই মোদী সরকার ২০২৫-এ পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার করে। ফলে, জিএসটি-র সূচনার পর এবারেই হয় অর্থপূর্ণ সরলীকরণ। পরিষ্কার দুটি ভাগে ব্যবস্থাটিকে ভাগ করে দেওয়া হয়। ৫ এবং ১৮। একই সঙ্গে, শ্রেণীবিভাগের বিষয়টি স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, মান্যতাকেও সহজ করে দেওয়া হয় এবং নথিভুক্তিকরণও হয় সহজ।গত ৮ বছরে সরকার মন দিয়ে শুনেছে বণিক মহল এবং রাজ্যগুলির কথা। রূপায়ণের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে সহঅংশীদার হিসেবেই বেছে নেওয়া হয়েছে। এই সমন্বিত কাজ করার পদ্ধতিতে সংস্কারগুলির সুষ্ঠু সূচনা সম্ভব হয়েছে।২০২৫-এর জিএসটি-র সংস্কার কর সরলীকরণের থেকেও আরও বেশি কিছু করেছে এগুলি সরাসরি একাধিক ক্ষেত্রে চাহিদা বৃদ্ধি করেছে।ভারত দিওয়ালিতে ৬.০৫ ট্রিলিয়ন টাকার বিক্রয় রেকর্ড করেছে, যা গতবছরের তুলনায় ২৫ বেশি এবং গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছে এবারের নবরাত্রিতে। ২০২৫-এর অক্টোবরে গাড়ি বিক্রির সংখ্যাও বেড়ে হয়েছে ৪০.৫ যা সর্বকালীন রেকর্ড।যেসমস্ত সমালোচকরা বলতেন জিএসটি-র সরলীকরণ এবং করের হারের সাধারণীকরণে করবাবদ রাজস্ব কমবে, তাঁরাও ভুল প্রমাণিত হয়েছেন। জিএসটি-র হার কমা সত্ত্বেও ২০২৫-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরে মোট জিএসটি বাবদ সংগ্রহ ২০২৪-এর একই সময়ের তুলনায় ২.৮ বেশি।জিএসটি-র হারে হ্রাস এবং আয়কর সীমায় ছাড়ে পরিবারগুলিকে বছরে ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা বাঁচাতে সাহায্য করবে। ব্যক্তিগত জীবন এবং স্বাস্থ্য বীমার প্রিমিয়ামে কোনো জিএসটি নেই, যদিও আগে তা ছিল ১৮। অর্থা এর অর্থ আগে ২০,০০০ টাকার প্রিমিয়ামে ৩,৬০০ টাকা জিএসটি (১৮) লাগতো, ফলে দিতে হতো ২৩,৬০০ টাকা। এখন ছাড়ের পরে দিতে হচ্ছে ২০,০০০ টাকাই। সরাসরি সাশ্রয় হচ্ছে ৩,৬০০ টাকার।জিএসটি-পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কারের ফলে একেকটি পরিবারের মুদির দোকানের খরচ এবং দৈনিক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের খরচে ১৩ সাশ্রয় হচ্ছে। অন্যদিকে, ছোট গাড়ির ক্রেতা বাঁচাতে পারছেন ৭০,০০০ টাকা। এসি কিনলে সাশ্রয় হচ্ছে ২,৮০০ টাকা। কারণ, এইসব জিনিসের জিএসটি-র হার ২৮ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ১৮।জিএসটি স্তরের সাধারণীকরণ এবং প্রয়োজনীয় ও শখের এই দুই জিনিসের উপর করের বোঝা হালকা করে সরকার এমন একটি পরিবেশ তৈরি করেছে যেখানে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে খরচ করা যায় এবং বাজারে চাহিদাও বজায় থাকে।মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য ইতিবাচক কর।ভারতের আয়করযাত্রায় প্রতিফলন ঘটে তার অর্থনৈতিক বিবর্তনের। ইন্দিরা গান্ধীর যুগে ছিল জোরজবরদস্তির করের আমল। করের হার ছুঁয়েছিল ৯৭.৫। ফলে, বেড়েছিল কর ফাঁকি দেওয়া এবং অবিশ্বাসের পরিমণ্ডল। কয়েক দশক পরে উদারীকরণ সত্ত্বেও ছাড় ছিল খুবই কম। ২০১৪-য় আয়কর ছাড়ের সীমা সীমিত ছিল ২ লক্ষ টাকায়, যা শহুরে অর্থনীতির পক্ষে যথেষ্ট ছিলনা।মোদী সরকার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর করের বোঝা নিয়মিত সহজ করেছে। পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপের তুলনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে নীতিগত ধারাবাহিকতায়। গত এক দশকে ২০১৪-র আয়কর ছাড়ের সীমা ২ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০২৫-এ করা হয়েছে ১২ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ ৬ গুণ ছাড় দেওয়া হয়েছে।বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য ৭৫ হাজার টাকার স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ধরে বছরে ১২.৭৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনো কর দিতে হবে না।নতুন আমলে একজন করদাতা যার ১২ লক্ষ টাকা আয় তিনি করবাবদ ৮০,০০০ টাকার সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি যে ব্যক্তির আয় ১৮ লক্ষ টাকা তিনি করে ৭০,০০০ টাকা সুবিধা পাবেন।লবণ কর থেকে জোরজবরদস্তি আয়কর আদায় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাসে দেখা যাচ্ছে দুর্বল কর ব্যবস্থা আরও দুর্বল করেছে বিশ্বাস এবং বৃদ্ধিকে। মোদী সরকারের ২০২৫-এর কর সংস্কার অতীতের থেকে নিশ্চিতভাবে মুক্তির প্রতিফলন। সরলতা, ন্যায্যতা এবং স্বচ্ছতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে দেশ কর দেওয়ার প্রবণতাকে বাড়ানোর পাশাপাশি খরচ করতে উৎসাহিত করছে।২০২৫-এ ভারতের কর ব্যবস্থা এখন আর নিয়ন্ত্রণের একটি উপায় বলে ভাবা হচ্ছে না। এটি এখন অংশীদারিত্ব। যেখানে স্বীকার করে নেওয়া হয় যে, যখন নাগরিকদের বিশ্বাস করা হয় এবং পদ্ধতি হয় সরল তখন অর্থনীতি বৃদ্ধি পায়।

সাবিত্রীবাই ফুলের জীবন সর্বদা দেশ গঠনে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবেঃঅমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃনারী শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের অগ্রদূত সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এক্স মাধ্যমে তিনি সাবিত্রীবাই ফুলে-কে স্মরণ করে লেখেন, সাবিত্রীবাই ফুলের জীবন সর্বদা দেশ গঠনে আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে।অমিত শাহ আরও জানান, সাবিত্রীবাই ফুলে নারীদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারের সঙ্গে সংযুক্ত করে নারীর ক্ষমতায়নের এক নতুন দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন। সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই

করে তিনি দেশের প্রথম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং সমাজ সংস্কারের চেতনা জাগ্রত করেছিলেন। তাঁর অনুপ্রেরণামূলক জীবন সর্বদা দেশ গঠনে একটি পথপ্রদর্শক আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে বলে জানা গিয়েছে আজ।

মার্কিন সংস্থা বোয়িং থেকে ১৪টি বিমান কিনবে বাংলাদেশ

ঢাকা, ৩ জানুয়ারিঃবিমান বহর সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে মার্কিন বহুজাতিক সংস্থা বোয়িং থেকে ১৪টি বিমান কেনার বিষয়ে নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। বেসামরিক বিমান পরিবহণ সংস্থা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স (বিবিএ)-এর বার্ষিক সাধারণ সভায় এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।জানা গেছে, প্রস্তাবিত তালিকায় রয়েছে আটটি বোয়িং ৭৮৭-১০ ড্রিমলাইনার, দুটি বোয়িং ৭৮৭-৯ ড্রিমলাইনার এবং চারটি বোয়িং ৭৩৭-৮ ম্যাক্স বিমান। সভায় বিবিএ-র বোর্ড চেয়ারম্যান এবং বিমান ও পর্যটন উপদেষ্টা শেখ বশির উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।বিমান বাংলাদেশের মহাব্যবস্থাপক (জনসংযোগ) বোসরা ইসলাম জানান, টেকনো-ফিনান্স কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী মূল্য ও অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে বোয়িং বিমানের ক্রয়ে নীতিগত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলে বোয়িং-এর সঙ্গে চূ।ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে।সংস্থার তরফে জানা গেছে, বোয়িং ৭৮৭ ড্রিমলাইনার দীর্ঘপাল্লার আন্তর্জাতিক রুটের জন্য উপযোগী বিমান। আর বোয়িং ৭৩৭-৮ ম্যাক্স স্বল্প দৈর্ঘ্যের যাত্রা ও আঞ্চলিক রুটে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের বিমান পরিষেবার মানোন্নয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিমান পরিবহণ সহযোগিতা আরও জোরদার করবে বলে আশা করা হচ্ছে জানা যায়।

রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে সম্মানিত কারগিল যুদ্ধের সৈনিক তপন কুমার ঘোষ, গর্বে আবেগাপ্লুত বসিরহাট

বসিরহাট, ৩ জানয়ারি ঃ দরিদ্র পরিবার থেকে উঠে এসে দেশের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা এক বাঙালি সৈনিকের অসামান্য কর্মজীবনের স্বীকৃতি মিলল রাষ্ট্রপতি পুরস্কারে। উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট পুরসভার ১৮ নম্বর ওযার্ডের দাসপাড়ার বাসিন্দা, কারগিল যুদ্ধের সৈনিক তপন কুমার ঘোষ রাষ্ট্রপতি বিশেষ সম্মানে ভূষিত হলেন। রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন।তপন কুমার ঘোষের বাবা সন্তোষ ঘোষ ছিলেন এক ক্ষুদ্র কাঠের দোকানের মালিক। চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও ছোটবেলা থেকেই দেশের জন্য কিছু করার স্বপ্ন দেখতেন তপনবাবু। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে ১৯৮৫ সালে তিনি বিএসএফে কনস্টেবল হিসেবে যোগ দেন। দীর্ঘ ৩৯ বছরের কর্মজীবনে সততা, নিষ্ঠা ও অদম্য ইচ্ছাশক্তির জোরে তিনি ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হন। কাশ্মীরের

এলওসি, পাঞ্জাব সহ দেশের একাধিক সীমান্তে দায়িত্ব পালন করেছেন। সামনে থেকে কারগিল যুদ্ধে অংশ নিয়ে সাহসিকতার পরিচয় দেন।নতুন প্রজন্মের বিএসএফ জওয়ানদের প্রশিক্ষণ দিয়েও তিনি দেশরক্ষার আদর্শ তুলে ধরেছেন। ২০২৫ সালের ৩১ জানুয়ারি অবসর নিলেও তখন রাষ্ট্রপতির হাত থেকে পুরস্কার নেওয়া সম্ভব হয়নি। এবার সেই সম্মান হাতে পেয়ে গোটা ঘোষ পরিবার ও গ্রামবাসীরা গর্বিত। তপনবাবু জানান, সততা ও দেশপ্রেম নিয়েই সবাইকে দেশের সেবায় এগিয়ে আসতে হবে।

মেক্সিকোতে ৬.৫ তীব্রতার ভূমিকম্প মৃত দুই, ভেঙে পড়ল বাড়ি

মেক্সিকো সিটি, ৩ জানুয়ারি ঃভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মেক্সিকো। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৬.৫। জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের। অনেক বাড়ি ভেঙে পা।ছে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার মেক্সিকোর রাজধানী এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় উপকূলের একটি পর্যটন কেন্দ্রে ৬.৫ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এতে অন্তত দু'জন নিহত হন এবং ভূমিকম্পের উপকেন্দ্রের কাছের একটি ছোট শহরে মাঝারি ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হয়।মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি একটি প্রধান বন্দর ও সমুদ্রসৈকত শহর আকাপুলকোর কাছে সকাল ৮টার কিছু আগে অনুভূত হয়। ভূমিকম্পটি প্রায় ৪০০ কিলোমিটার (২৫০ মাইল) উত্তরে মেক্সিকো সিটিতেও অনুভূত হয়েছিল, যেখানে সাইরেনের শব্দ শুনে মানুষ নিরাপত্তার জন্য রাস্তায় ছুটে আসেন এবং ছুটির দিনের সপ্তাহান্তের কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে।স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে,

২০২৬ সালে ক্রীড়াঙ্গনে যত গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল ও ক্রিকেট টুর্নামেন্ট, কবে কখন শুরু হবে

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারিঃ ২০২৬ সালটি ক্রীড়াপ্রেমীদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ ফুটবল ও ক্রিকেটের বিভিন্ন শীর্ষস্থানীয় ক্রীড়া টুর্নামেন্ট এই বছরেই হবে। ক্রিকেট ও ফুটবলের কী কী টুর্নামেঃট থাকছে।অনূর্ধ্ব ১৯ আইসিসি পুরুষদের বিশ্ব কাপঃআইসিসি আন্ডার-১৯ পুরুষদের ক্রিকেট বিশ্বকাপ ১৫ জানুয়ারি থেকে ৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠিত হবে। এই প্রতিযোগিতায় ১৬টি দল অংশ নেবে। ৫০ ওভারের টুর্নামেন্ট। আইসিসি পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্ব কাপ ক্রিকেট ঃক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত ইভেন্ট গুলোর মধ্যে একটি হলো আইসিসি পুরুষদের টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬, যা ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এটি ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হবে। মোট ২০টি দল অংশ নেবে। ফরম্যাটে গ্রুপ স্টেজ, সুপার ৮ ও তারপর সেমি-ফাইনাল ও ফাইনাল থাকবে।আইসিসি মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্ব কাপঃমহিলাদের ক্রিকেটের গ্লোবাল ইভেন্ট আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপ ২০২৬। চলবে ১২

জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ড ও ওয়েলসে। এতে মোট ১২টি দল খেলবে এবং ফাইনাল হবে ৫ জুলাই লর্ডস ক্রিকেট গ্রাউন্ডে।ফিফা বিশ্বকাপ ২০২৬ঃফুটবল বিশ্বের সবচেয়ে ব। ইভেন্ট ফিফা বিশ্বকাপ। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে। এটি আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো মিলিয়ে তিনটি দেশে অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল ম্যাচ ১৯ জুলাই অনুষ্ঠিত হবে।ফিফা অনূর্ধ্ব ২০ মহিলা বিশ্বকাপঃইউথ ফুটবলে বড় একটি আসর হচ্ছে ফিফা অনূর্ধ্ব ২০ মহিলা বিশ্বকাপ। ৫ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত হবে। এতে ২৪টি দল অংশগ্রহণ করবে।

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি অত্যন্ত ইতিবাচক এবং উসাহব্যঞ্জক দিন হবে। আপনি আপনার চারপাশের মানুষদের সঙ্গে একটি মানসিক সংযোগ অনুভব করবেন, যা আপনাকে সুখ এবং সন্তুষ্টি এনে দেবে। শুভ দিন হবে।
বৃষঃকাজে এবং ঘরে কিছু চাপ আপনাকে খিটখিটে করে তুলবে। অপ্রত্যাশিত রসিদগুলি আর্থিক বোঝা বাড়িয়ে তুলবে। সামাজিক জীবনেও অবহেলা করবেন না।
মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং দিন হতে পারে। আপনার শক্তি কম মনে হতে পারে, যা আপনাকে উদ্বিগ্ন এবং নিরাপত্তাহীন বোধ করাতে পারে।
কর্কট রাশি ঃব্যস্ত সময়সূচী সত্ত্বেএ স্বাস্থ্য সু ঃদর থাকবে। আজকে করা বিনিয়োগ আপনার সমৃদ্ধি এবং আর্থিক নিরাপত্তা বাড়িয়ে তুলবে।
সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। যেহেতু এই সময়ে নক্ষত্রের অবস্থান আপনার জীবনের গতিপথকে প্রভাবিত করছে, তাই এই সময়ে আপনি আপনার সম্পর্ক এবং সামগ্রিক জীবনে কিছু উত্থান-পতনের সম্মুখীন হতে পারেন।।
কন্যাঃআপনার দানী মনোভাব গোপন আশীর্বাদ হতে পারে কারণ আপনি সম্ভবত অনেক বিষয় থেকে মুক্তি পাবেন যেমন সন্দেহ নিরুসাহ বিশ্বাসের অভাব লোভ অঙ্গীকার অহংকার এবং ঈর্ষা। শুভ দিন হবে
তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চ্যালেঞ্জিং সময়। এই দিনের পরিবেশে আপনাকে ভারসাম্য এবং ধৈর্য বজায় রাখতে হবে। আপনার চারপাশের পরিবেশ অনিয়ম এবং ওঠানামায় পূর্ণ থাকতে পারে, যা আপনার মানসিক চাপের কারণ হতে পারে। শুভ রং লাল।
মকরঃ নিজেকে সুস্থ এবং সু ন্দর রাখতে উচ্চ ক্যালোরির খাবার এড়িয়ে চলুন। আজ, আপনার পিতা-মাতার একজন আপনাকে অর্থ সাশ্রয়ের গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তৃতা দিতে পারেন। আপনার তাদের খুব মনোযোগ সহকারে শুনতে হবে, অন্যথায় আপনি আসন্ন সময়ে সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। আপনার বাচ্চাদের সমস্যার মোকা।
বৃশ্চিকঃ যারা বিবাহিত তাদের আজকের বাচ্চাদের লেখাপড়ার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। সংসারে শান্তি বজায় থাকবে
ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি চমকার দিন হবে। আপনার শক্তি এবং ইতিবাচকতা আপনাকে অনেক নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দেবে। এই দিন আপনি আপনার চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখতে সক্ষম হবেন।।
কুম্ভঃ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি চ্যালেঞ্জে ভরা দিন হতে পারে। আপনার জীবনের সাধারণ পরিস্থিতি কিছুটা অস্থির থাকতে পারে। বিবাহের যোগ হবে
মীনঃবাইরের ক্রিয়াকলাপ আজ ক্লান্তিকর এবং ধকলসাধ্য হবে। প্রাচীন জিনিস এবং গয়নায় বিনিয়োগ লাভ এবং সমৃদ্ধি আনবে। সংসারে শান্তি ফিরে আসতে পারে।

আবহাওয়া

জমজমাট শীতের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গের জন্য মন খারাপের খবর। তবে, উত্তরবঙ্গের জন্য সুখবর, দার্জিলিং-এ তুষারপাতের সম্ভাবনার কথা জানালো আলিপুর আবহাওয়া দফতর। মূলত পশ্চিমী ঝঞ্ঝার জন্যই তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গে। আগের দিনের তুলনায় শনিবারই সামান্য বে।ছে নূন্যতম তাপমাত্রা। রবিবার পর্যন্ত ধীরে ধীরে উর্ধ্বমুখী হবে তাপমাত্রা, তারপর দুই-তিন দিন একই রকম থাকবে আবহাওয়া।আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ওড়িশার উপকূলে বিপরীত ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে, এর প্রভাবে জলীয় বাষ্প ঢুকবে। কুয়াশার ঘনঘটা বাড়বে রাজ্যে। দক্ষিণবঙ্গে কুয়াশার সম্ভাবনা বাড়বে। কলকাতা ছাড়াও উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান এবং বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ সহ-সংলগ্ন এলাকায় বাড়বে কুয়াশা। এদিকে, দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গের চার জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। দার্জিলিং-এর পার্বত্য উঁচু এলাকায় তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। দার্জিলিং জেলা সহ-সংলগ্ন পার্বত্য এলাকায় তাপমাত্রা সর্বনিম্ন ৪ থেকে ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকবে। শনিবার সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৯টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫০মনিট। **ভাটা**-বিকেল ০৩টা ৫০মনিট এবং ভোর ০৪টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ০৪মিনিটে হতে পারে।

রামপুরহাটে অভিষেক ব্যানার্জির মঞ্চের মাঠ পরিদর্শনে কাজল শেখ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কয়েকমাস পর রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। সেই বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা নেত্রীরা রাজনৈতিক সমাবেশে জোড় দিচ্ছেন। সেই মতো বছরের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক জনসভা করে জনসংযোগ করতে চলেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ৬ই জানুয়ারি বীরভূমের রামপুরহাটে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠে তিনি জনসভা করবেন বলে জানা যাচ্ছে। সম্ভাব্য ৬ই জানুয়ারি হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের বিশাল জনসভা। এই জনসভায় বীরভূম থেকে তিন লক্ষ থেকে পাঁচ লক্ষ মানুষের সমাগম হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে। অভিষেক ব্যানার্জির সেই সভা মঞ্চের মাঠের কাজ খতিয়ে দেখতে আজ বিনোদপুর মাঠে উপস্থিত হন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। এছাড়াও মাঠে উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পিকার তথা স্থানীয় বিধায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা।পুরো মাটি ঘুরে দেখেন তিনি। কাজল শেখ জানান আগামী ৬ তারিখ যুবরাজ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের যে বার্তা দেবেন সেই বার্তাই অনুসরণ করে আমরা চলবো। পাশাপাশি অভিষেক ব্যানার্জীর যে সভা মঞ্চটি তৈরি করা হবে সেই জায়গাটিও ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেন। জেসিবি দিয়ে পুরো মাঠটিকে সমান করার কাজ চলছে। পাশাপাশি মাঠের মধ্যে পড়ে থাকা আবর্জনা গুলোকেও পরিষ্কার করা হচ্ছে। এমনকি মাঠের মধ্যে থাকা গর্তগুলো মাটি দিয়ে সমান করা হচ্ছে। এরপর তিনি হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে পরিদর্শনে যান।

ফলতায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল পেন কারখানা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ফলতা ঃ ফলতায় ভোররাতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ভোররাতে আগুন পুড়ে ছাই হয়ে গেল পেন কারখানা। আর এই অগ্নিকাণ্ডের জেরে শনিবার ভোরবেলায় চাঞ্চল্য ছড়াল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ফলতা থানার দিঘিরপাড় বাজার এলাকায়। ভোর রাতে ভয়াবহ আগুনে ভস্মীভূত ফলতার পেন কারখানা। জানা যায়, এলাকারই একবাসিন্দা সুজিত সরদারের পেন কারখানায় গভীর রাতে আগুন লেগে যায়। এরপরেই মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা গিলে নেয় গোটা কারখানা। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকল ও ফলতা থানার পুলিশ। দমকল বাহিনী গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। তবে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ডের জেরে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে গিয়েছে পেন কারখানাটি। আগুনের জেরে আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট-সার্কিট থেকে আগুন লাগতে পারে। ঘটনায় লক্ষাধিক টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ফলতা থানার পুলিশ ও দমকল ।

আই.এস.এফ. ও তৃণমূলের সংঘর্ষে আহত মহিলা সহ অনেকে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ভাঙড়ঃ ভাঙড়ে আই.এস.এফ. ও তৃণমূলের সংঘর্ষ, আহত এক মহিলা-সহ একাধিক।শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়-১ ব্লকের মাধবপুর থানা এলাকার অন্তর্গত বিবিরআইটে।বিধানসভা ভোটের আগে ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। রাস্তায় গাড়িকে পাস দেওয়া নিয়ে আই এস এফ ও তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে বচসা বাধে। সেই বচসা গড়ায় হাতাহাতিতে। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভাঙড়-১ ব্লকের মাধবপুর থানা এলাকার অন্তর্গত বিবির আইট এলাকায়। মারামারিতে এক মহিলা জ্জ(চ কর্মী সহ দুই দলেরই একাধিক কর্মী সমর্থক আহত হয়েছেন। স্থানীয় খবর, শুক্রবার রাতে একটি বোলেরো গাড়িতে চড়ে আই এস এফ-এর কয়েকজন কর্মী যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে বিবির আইট এলাকায় তৃণমূলের কয়েকজন কর্মী দাঁড়িয়ে ছিলেন। অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা দাঁড়িয়ে থাকায় গাড়িটি এগিয়ে যেতে পারছিল না। তৃণমূল কর্মীদের রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার কথা বলা হলে তাঁদের সঙ্গে গাড়িতে থাকা আই এস এফ কর্মীদের বচসা বাধে। সেই বচসাই গড়ায় হাতাহাতিতে।আই এস এফ-এর কর্মীরা অভিযোগ করেন, তৃণমূল কর্মীরা তাঁদের উপরে হামলা করেন। খবর পেয়ে মাধবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আহতদের উদ্ধার করে নলমুড়ি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। গাড়িতে থাকা এক মহিলা আই এস এফ কর্মীর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

রিষড়া হিন্দুমিলন মন্দিরের বাৎসরিক ও ত্রিশূল পূর্ণিমা মহোৎসব

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, রিষড়া ৩ জানুয়ারি, শনিবার,রিষড়া পশ্চিম পাড়ে স্বামী প্রণবানন্দ সরণী তে ভারত সেবাশ্রম সংঘ অনুমোদিত রিষড়া হিন্দু মিলন মন্দিরে আয়োজিত হলো ৩৮ তম বাৎসরিক ও ত্রিশূল পূর্ণিমা মহোৎসব। তিন দিনব্যাপী এই মহোৎসবের প্রাথমিক পর্বে ছিল অঙ্কন প্রতিযোগিতা ও হস্তলিপি প্রতিযোগিতা এই প্রতিযোগিতা সর্বসাধারণ মান পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া ছিল শঙ্খ ধ্বনি, উলুধ্বনি, মোমবাতি, প্রজ্জ্বলন, প্রতিযোগিতা যা বিশেষত মহিলাদের জন্য অনুষ্ঠিত হয়। বিকেলে ছিল ওঁধ্বনি উচ্চারণের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ এবং পরম দিব্য সত্তাকে আহবানের এক শান্তি বহনকারী অনুষ্ঠান এবং তৎসহ শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দ জী মহারাজের জীবনের ওপর প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা। দ্বিতীয় পর্বে চলে গীতা সম্মেলন, অংশগ্রহণকারী সদস্যদের নাম নথিভুক্তকরণ ও প্রসাদের কুপন সংগ্রহ। এরপর গৈরিক পতাকা ডঙ্খ তোলন প্রদীপপ্রজ্জ্বলন ও আচার্যবরণ, গীতা সম্মেলনের আগত পূজনীয় স্বামীজিদের ও অতিথিবরণের মাধ্যমে এক বিশেষ হৃদয় স্পর্শ কারী অনুষ্ঠান এ ছাড়া প্রদীপপ্রজ্জ্বলন আশীর্বাদ প্রদান অধ্যায় যা পূজ্যপাত শ্রীমৎ স্বামী বিশ্বনাথানন্দজি মহারাজ এর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তী অধ্যায়ে পূজনীয় স্বামীজীর আশীর্বাদ ও উপদেশ বাণী ও গীতা সম্মেলনের শুভারম্ভ ও গীতা আরতি বিশেষভাবে আয়োজিত করা হয় ,এছাড়া অভিষেক ও গুরু পূজা আরতি দ্বারা সুসম্পন্ন হয়। মধ্যাহ্নভোজন ছিল সকলের জন্য। এরপর পুনরায় বিভিন্ন মিলন মন্দির এবং সংস্থা থেকে আগত মাতৃমণ্ডলী দ্বারা গীতা পাঠ অনুষ্ঠান ও গীতা পাঠের পর সম্মেলনের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়। তৃতীয় অধ্যায় শোভাযাত্রা সহকারে গঙ্গায় ত্রিশূল স্নান ও গঙ্গা বাড়ি আনায়ন করা হয় এছাড়া চলে গুরুপূজা আরতি। অতঃপর একশ জন দুস্থদের মধ্যে কম্বল ও বস্ত্র বিতরণ সুসম্পন্ন হয় এরপর মিলন মন্দির ভক্তবৃন্দের দ্বারা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের বহুমুখী কর্মযোজনার ওপর লিখিত বক্তব্য পাঠ শুরু হয়। পরবর্তী অনুষ্ঠানে ছিল বিচিত্রা অনুষ্ঠান এবং সান্ধ্য অনুষ্ঠানে ছিল ভজন কীর্তন ও গুরু পূজার আরতি ও প্রসাদ বিতরণ। সেইস অধ্যায়ে ধর্মীয় সাধন উপদেশ ও দীক্ষাদান অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয় দীক্ষা দান করেন শ্রীমৎ স্বামী শিবময়ানন্দ জী মহারাজ স্বয়ং। অতঃপর আচার্য বরণ ও গুরু বন্দনা হে এছাড়া সংগীতানুষ্ঠান ও মাতৃ মন্ডলী দ্বারা শ্রীমৎ ভগবত গীতা পাঠ শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ করে চলে মহা অভিষেক ও বিশেষ গুরু পূজারোতী এবং মহা প্রসাদ বিতরণ পূজনীয় সন্ন্যাসী , অতিথিবরণ ও সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠান এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। হিন্দু ধর্ম শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্মেলন যার মূল বিষয় ছিল ভারত সেবাশ্রম সংঘের উদ্দেশ্য। বহুমুখী কর্মকাণ্ড সকল অনুষ্ঠান শেষে বৈদিক বিশ্ব শান্তি যোগ্য শ্রী শ্রী গুরু মহারাজের বীর ভাবদ্দীপক গুরুপূজারিত ও পূজা ও প্রসাদ বিতরণ সুসম্পন্ন হয় ।এই সকল অনুষ্ঠান সম্পর্কে মন্দিরের সেক্রেটারি ডাক্তার তা পি কে ঘোষ এবং শ্রীমতি স্বপ্না সরকার মহাশয়া এবং শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সুবল চন্দ্র সরকার যিনি এই সংঘের সভাপতি পদে আসীন আছেন তার বক্তব্যে বলেন আমরা বিশ্বশান্তি উপলক্ষে আমাদের এই বাৎসরিক উৎসবে সকলকে আহ্বান জানিয়েছি প্রতিবছর এ বছরও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। জগৎবাসীর শান্তির ও হিংসা বিদ্বেষ বিধরিত করে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে থাকার বিশেষ ঐক্যতা বাণী র প্রসার উপলক্ষে আমাদের এই বিশেষ অনুষ্ঠান যা আগামী বছরগুলোতেও অব্যাহত থাকবে।

বিহার সাফ, এবার বাংলা। শুরুতেই রাজ্যকে আক্রমণ করে হুংকার শুভেন্দুর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদাঃ বিহার সাফ। এবারে বাংলা। কলিঙ্গ অঙ্গ হয়েছে এবার বঙ্গ। শুরুতেই রাজ্য কে আক্রমণ করে হুংকার শুভেন্দুর। খগেন মুর্মুর উপর আক্রমণ নিয়ে সরব। বদলার জন্য বদল আনতে হবে। মহকুমা শাসক কে আক্রমণ। সরকার যাওয়ার পর দেখা হবে। লিখিত নিয়ে অনুমতি বাতিল করেছে মহকুমা শাসক।এপ্রিল মাসের পর হিসাব হবে। ধর্মীয় কর্মসূচিতে বাধা দানের অভিযোগ। সহরাবর্দি এবং জিন্নার সঙ্গে রাজ্য সরকারকে তুলনা। মোথাবাড়ি নিয়ে সরব। ধুলিয়ান সামসেরগঞ্জ ইস্যু নিয়েও রাজ্য সরকারকে আক্রমণ। দিপু দাসের প্রসঙ্গ টেনে সামসেরগঞ্জের বাবা ছেলের খুনের তুলনা। সিদ্দিকুল্লাহ ফিরহাদের বিরুদ্ধে উস্কানির অভিযোগ। চাঁচল মহকুমার চার তৃণমূল বিধায়ক কেও আক্রমণ। দেশ ভাগের প্রসঙ্গ উত্থাপন। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী এবং প্রনবানন্দ জি মহারাজকে স্মরণ। মালদার ভারত ভুক্তির ইতিহাস উত্থাপন। সু-শাসন এবং সুরক্ষার অঙ্গীকার। মালদায় পূর্বে বিভিন্ন নির্বাচনে তৃণমূলের ফলাফল নিয়ে খোঁচা। লোকসভার ফলাফল নিয়েও কটাক্ষ। মমতাকে মালদার মানুষ পছন্দ করে না। তৃণমূল সরকার মালদার অনেক ক্ষতি করেছে। আবাসের টাকা লুঠ নিয়ে আক্রমণ। বাংলাদেশী নাগরিকের অভিযোগ ওঠা লাভলি খাতুনের প্রসঙ্গ নিয়েও সরব। ৫৪ হাজার কোটি বিহার বাংলাদেশের লোক টাকা তুলে নিয়ে গেছে। বিজেপি এলে ২০০ দিনের কাজ। আবাসের জন্য ৩ লাখের বাড়ি। পানীয় জল সমস্যা নিয়ে সরব। নল আছে জল নায় বলে আক্রমণ। জেলা তৃণমূল সভাপতিকে আক্রমণ। বাবার নাম ঠিক থাকলে কলম বাগানে আই। আইসিডিএস এর চাকরি বিক্রির অভিযোগ। আমি মালদার দায়িত্বে আসার পর কেউ তাকে নিতে চায়নি। দেড় বছর ধরে গাড়ির দরজা খোলে আর বন্ধ। রহিমকে মালতিপুরে জিততে দেবো না। তাজমুল হোসেনকেও আক্রমণ। উত্তর মালদায় হিন্দু আদিবাসী জোট। উত্তর মালদাকে দেখুক গোটা রাজ্যে। নন্দীগ্রামে ৭২ শতাংশ এক হয়েছে। এসআইঙ্খআর নিয়ে সরব। প্রসূন ব্যানার্জিকে আক্রমণ। চরিত্রহীন বলে আক্রমণ। রবীন্দ্রনাথ ছবি পোড়ানো প্রসঙ্গে সরব। আইসি কেও আক্রমণ। এপ্রিল মাসের পড়ে বুঝতে পারবেন। অভিষেক বলছে এই ভোটার লিস্ট মানি না। পড়ে সবাই বলবে। ধর্ম যার যার রক্ষা করার দায়িত্ব তার তার। কংগ্রেসের নেতাদের প্রশংসা। ইয়াসিনকে নিয়ে লুঠ করতে গেছিল ফলাফলের কেন্দ্র সরকার রেল লাইনের জন্য জমি চেয়েছিল। কিন্তু দেয়নি। ট্রেন যদি চান বিজেপিকে আনুন। পুরসভা ইস্যু নিয়েও আক্রমণ। দেউলিয়া সরকার করতে পারবে না পুরসভা। বিজেপি এলে মেধা অনুযায়ী চাকরি হবে। পরিযায়ীদের অন্য রাজ্যে যেতে হবে না। দাঙ্গাবাজদের ছাড়বো না। পেটে ভাত, হাতে কাজ, মাথায় ছাদ থাকলে বিজেপ্‌কি আনুন। হীরক রাণী বাইবাই।

ভোটের মুখে আচমকা সক্রিয় দিলীপ ঘোষ, বুথের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে জল্পনা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আর মাত্র কয়েক মাস পরেই রাজ্যে নির্বাচন। সেই নির্বাচন ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জোর চর্চা ও চাপানউতোর। ঠিক এই আবহেই আচমকা রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠলেন প্রাক্তন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। সক্রিয় হতেই ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে নতুন করে সুর চড়ালেন তিনি। তাঁর স্পষ্ট দাবি, এবারের নির্বাচনে বুথের ভিতরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে হবে। সোমবার জাতীয় নির্বাচন কমিশনে কেন্দ্রীয় বাহিনী সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক রয়েছে। তার ঠিক আগের মুহূর্তে দিলীপ ঘোষের এই বক্তব্য স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনার জন্ম দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, তবে কি ভোটের আগে বিজেপি নতুন কৌশলে নামছে? শনিবার সকালে কলকাতার ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমণের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দিলীপ ঘোষ এই প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, ‘আমরা বারবার দাবি করেছি যাতে বুথের ভিতর বাহিনী থাকে। ওরা দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তায়। ভোট লুটপাট হয় বুথের ভিতরে। আমাদের সামনেই এই ঘটনা অনেকবার ঘটেছে। এবার যদি সত্যিই অন্যরকম কিছু হয় তাহলে মানুষ নিশ্চিন্তে ভোট দিতে যাবে। তাহলে তৃণমূলের টেকা মুশকিল।’ বাহিনীর বিরুদ্ধে দায়িত্বে গাফিলতির অভিযোগ করে দিলীপের বিস্ফোরক দাবি, ত্বাহিনী যথেষ্ট সংখ্যক আসে। পঞ্চায়েত ভোটেও পর্যাপ্ত বাহিনী এসেছিল। ভোট হচ্ছে বুথে। আর বাহিনী বাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেকে আবার হাজারদুয়ারি দেখতে গিয়েছিল। আমাদের বক্তব্য নতুন ভোটার আই কার্ড ছাড়া কাউকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। বুথে কি হচ্ছে সেটাও বাহিনী দেখবে। তাহলেই নিরপেক্ষ ভোটাধিকার সম্ভব।দ সোমবারই জাতীয় নির্বাচন কমিশনে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে বৈঠক। তার আগে ভোটমুখী বাংলায় দিলীপের এই দাবি যে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। যদিও শাসক শিবিরের কেউ দিলীপের দাবিকে গুরুত্ব দিতে চান না। তৃণমূল কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীর দাবি, ‘শুধু কেন্দ্রীয় বাহিনী কেন, অন্য যেকোনও জায়গার বাহিনীর নিরাপত্তায় ভোট হলেও কিছু হবে না। কারণ, জনসমর্থন সঙ্গে রয়েছে তৃণমূলের।’ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, গত কয়েকটি নির্বাচনে বাংলায় বিজেপি আশানুরূপ ফল করতে পারেনি। আসন্ন নির্বাচন তাদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বিজেপি নেতৃত্ব একাধিক জনসভা থেকে বারবার কর্মীদের মনে করিয়ে দিচ্ছেন, আসন্ন ভোট একটি ‘প্রেস্টিজ ফাইট’। তবে রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, শুধুমাত্র প্রচারেই সীমাবদ্ধ বিজেপি। বাস্তবে ভোটের প্রস্তুতিতে তারা অনেকটাই পিছিয়ে। দলের শীর্ষ নেতৃত্বের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল এখনও পুরোপুরি মেটেনি। তার উপর দক্ষ সংগঠকের অভাবও প্রকট। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর ইস্যু। এই প্রক্রিয়া বিজেপির কাছে কার্যত ‘ব্যুমেরাং’ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি আবারও কেন্দ্রীয় বাহিনী ইস্যুকে সামনে এনে ভোট বৈতরণী পার হওয়ার চেষ্টা করছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের।

তৃণমূলে ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব’ বলে যতই অপপ্রচার ওরা করুক, চতুর্থবার শপথ নেবেন মমতাই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ তৃণমূলে ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব’ বলে যতই অপপ্রচার ওরা করুক, বিরোধীরা জেনে রাখুন চতুর্থবারের জন্য বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবেন মমতাই। বালিতে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ কর্মসূচিতে এসে দাবি বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জির। প্রসঙ্গত রাজ্যে মা মাটি মানুষ সরকারের জমানায় গত দেড় দশকে বাংলায় শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, নারী সুরক্ষা থেকে গ্রামীণ পরিকাঠামো কোন কোন ক্ষেত্রে কি সাফল্য এসেছে তার খতিয়ান এবার মলাটবন্দি হয়ে বা লিফলেট আকারে এসে গিয়েছে সাধারণ মানুষের সামনেও। কয়েকদিন আগেই নবান্ন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয় রাজ্য সরকারের সেই রিপোর্ট কার্ড ‘উন্নয়নের পাঁচালি’। প্রসঙ্গত এই ‘উন্নয়নের পাঁচালি’তে নারী ক্ষমতায়ন, সামাজিক সুরক্ষা, স্বাস্থ্যসাথী, কৃষক উন্নয়ন, শিল্পায়ন, সংখ্যালঘু কল্যাণ, পর্যটন সহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও এতে রয়েছে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের ব্যয়ের হিসেব এবং উপভোক্তাদের পরিসংখ্যান। শনিবার সকালে হাওড়ার বালিতে বিধায়ক ডা রানা চ্যাটার্জি বেলুড়ের ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো এবং আরতি করে ‘উন্নয়নের পাঁচালি’র খতিয়ান কার্ড নিয়ে বেলুড় স্টেশন রোডে সাধারণ মানুষের হাতে তুলে দেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলর পল্টু বণিক, প্রাণকৃষ্ণ মজুমদার, বেবি জানা সহ দলীয় কর্মীরা। এদিন সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে ডা রানা চ্যাটার্জি বলেন, ‘আজ দিনভর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। বেলুড় স্টেশন রোডের প্রাচীন ধর্মরাজ মন্দিরে পুজো দিয়ে উন্নয়নের পাঁচালি কর্মসূচি শুরু করলাম। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসে এই ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ কার্ড (লিফলেট) হাতে নিয়েছেন। এরপর আমরা মসজিদে যাব। সেখানে ‘উন্নয়নের সংলাপ’ দ্বিতীয় কর্মসূচির সূচনা হবে। এইভাবে দিনভর কর্মসূচি চলবে’। তৃণমূলের ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব’ প্রসঙ্গে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ‘বিরোধীদের আসলে কোনও কাজ নেই। কোনও কর্মসূচি নেই। ওরা আমাদের বিরুদ্ধে শুধু অপপ্রচার করে বেড়ায়। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রেই পাঁচজনকে নিয়ে তিনটি করে টিম তৈরি করে দেওয়া হয়েছে এই ‘উন্নয়নের পাঁচালি’ কর্মসূচিতে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা বিভিন্ন সময়ে একই কর্মসূচি পালন করছেন। এরমধ্যেও যদি বিরোধী দল যদি এটা আমাদের ‘গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব’ ভেবে আনন্দ পায় ওরা আনন্দ করুক। ওনারা জেনে রাখুন, চতুর্থবারের জন্য মা মাটি মানুষের সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই শপথ নেবেন।’

সন্দেশখালিতে এবার আক্রান্ত পুলিশ, একজন অফিসার সহ তিন পুলিশকর্মী যখম

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ন্যাজাট থানা রাজবাড়ী আডঙ্খটপোস্টের পুলিশ আধিকারিক মুসা মোল্লা নামে এক ব্যক্তির এড়িয়ে জমি সংক্রান্ত বিবাদ কে কেন্দ্র করে হুলো পাড়ায় গিয়েছিলেন । ভেড়ি সংক্রান্ত ব্যাপারে অনেকদিন আগে বসিরহাট মহকুমা আদালত স্তগিতাদেশ দিয়েছিল। কিন্তু সেটি তিনি আদালতের নির্দেশ কোনমতে মানছিলেন না। তারপর ন্যাজাট থানার পক্ষ থেকে একাধিকবার তাকে নোটিশ করা হয় তাকে ডাকাডাকি করা হয় তারপরে তিনি আসছিলেন না । তারপর এই মুসা মোল্লার নামে মামলা রুজ করে গতকাল যখন পুলিস আধিকারিকরা তার বাড়িতে যায় খুঁজতে । বাড়িতে পেয়ে মুসা মোল্লাকে রাজবাড়ী ফাঁড়িতে নিয়ে নিয়ে আসার কথা বলেন। তখনই তিনি তার অনুগামীদের ডেকে পাঠায় তারপর পুলিশকে মারধর করা হয় । ঘটনাস্থলে আসেন রাজবাড়ি পুলিশ ফাঁড়ির আধিকারিক। একজন অফিসার সহ তিন জন পুলিশ কর্মী যখম হয়। এরপর বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থল থেকে ৯ জনকে গ্রেফতার করে। এই হুলো পাড়া বয়ারমারি দু'নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও উপপ্রধান কে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। গ্রেফতার করা নয়জনকে আজ বসিরহাট মহাকুম আদালতে পাঠানো হবে।

সীমান্তে সোনা পাচারকারীকে গ্রেপ্তার বিএসএফ-এর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নদিয়া জেলার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে একটি বড় অভিযান বিএসএফের । সীমান্তের ৩২ নম্বর ব্যাটালিয়নের বিএসএফের জওয়ানরা কৃষ্ণগঞ্জের গেদে সীমান্ত চৌকি থেকে একজন ভারতীয় পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে এবং প্রায় ১ কোটি টাকা মূল্যের ৭০০ গ্রাম ওজনের ছয়টি সোনার বিস্কুট বাজেয়াপ্ত করেছে। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে, সকালে বিএসএফ জওয়ানরা আন্তর্জাতিক সীমান্ত বেড়ার কাছে উত্তরপাড়া গেদে গ্রামের কাছে এক সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ঘোরাফেরা করতে দেখে বিএসএফ ঝগড়া তাকে দাঁড়াতে বললে অভিযুক্ত ব্যক্তি পালানোর চেষ্টা করে । কর্তব্যরত বিএসএফ ঝান্ডা তাকে দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেলে। তল্লাশির পর তার কাছ থেকে সোনার বিস্কুটগুলো ডঙ্খদ্ধার করা হয়। বিএসএফ সূত্রে জানা গেছে জিজ্ঞাসাবাদের সময় অভিযুক্ত ব্যক্তি জানায় যে, সোনাগুলো একজন বাংলাদেশি পাচারকারী তাকে দিয়েছিল এবং সেগুলো অন্য একজন ভারতীয় পাচারকারীর কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি এবং বাজেয়াপ্ত জিনিসপত্র পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে গিয়ে পুলিশ আক্রান্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেআইনি নির্মাণ বন্ধ করতে গিয়ে উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটের ন্যাজাট এলাকায় হিংসাত্মক ঘটনার মুখে পড়ল পুলিশ। ইট-পাটকেলের আঘাতে একাধিক পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। পুলিশের একটি গাড়িতেও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পাশাপাশি, বয়ারমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান-সহ আরও কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গোটা এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বসিরহাটের ন্যাজাট থানার অন্তর্গত বয়ারমারি ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের চুঁচুড়া এলাকায়। একটি জমিতে বেআইনি নির্মাণের অভিযোগ পেয়ে তা রুখতে যায় পুলিশ। ন্যাজাট থানা সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই জমিতে আদালতের নির্দেশে ১৪৪ ধারা জারি রয়েছে। অভিযোগ, সেই নির্দেশ অমান্য করে জেলবন্দি শেখ শাহজাহানের অনুগামীরা সেখানে নির্মাণ করার চেষ্টা করেন। বিষয়টি জানাজানি হতেই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং অবিলম্বে নির্মাণকাজ বন্ধের নির্দেশ দেয়। কিন্তু পুলিশের নির্দেশ মানতে অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা। শুরু হয় বচসা, যা দ্রুত উত্তপ্ত পরিস্থিতির রূপ নেয়। অভিযোগ, পুলিশের সঙ্গে বাকবিতণ্ডার মধ্যেই আচমকাই অভিযুক্তরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ও পাটকেল ছোড়া শুরু করে। এতে বেশ কয়েকজন পুলিশকর্মী আহত হন। পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে যখন পুলিশের একটি গাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই এলাকা কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নেয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পরে অতিরিক্ত পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়। দীর্ঘ চেষ্টাঙ্খর পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আরও কয়েকজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে পুলিশ তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে এই ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। উল্লেখ্য, এই এলাকায় এর আগেও উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সাক্ষী হয়েছে প্রশাসন। ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে সন্দেশখালিতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ইডি আধিকারিকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছিল। সেই ঘটনাতেও শেখ শাহজাহানের অনুগামীদের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ সামনে আসে। এবার ফের তাঁর অনুগামীদের বিরুদ্ধেই পুলিশের উপর হামলার অভিযোগ উঠল। স্বাভাবিকভাবেই আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস ঠান্ডা কমার সম্ভাবনাই নেই

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে ঠান্ডা অনেকটাই কমে গেল শিলিগুড়িতে তবে সন্ধ্যার পর ঠান্ডা রোজই বাড়ছে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস একেবারে ঠান্ডা কমে যাওয়ার কোন সম্ভাবনাই এখনো নেই। ঠান্ডা আরো বাড়বে, এর সাথে বাড়বে বৃষ্টিপাতের আশঙ্কা। মাঝারি থেকে ভারী ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিপাত হবার সম্ভাবনা আছে।। শিলিগুড়ি সহ গোটা উত্তরবঙ্গ জুড়ে সন্ধ্যার পর থেকে ঠান্ডা বাড়ছে অনেকটা। আজকেও তার ব্যতিক্রম নয়। ঠান্ডা বাড়ার সাথে সাথে, বাইরে বেরিয়ে পড়ছেন শহর শিলিগুড়ির মানুষ। ঠান্ডা আরো বাড়বে, আবহাওয়া দপ্তরের এই ঘোষণায় খুশি পর্যটক এরাও।

দঃ হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মসূচিতে নন্দিতা-সৈকত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দক্ষিণ হাওড়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের ‘উন্নয়নের সংলাপ’ কর্মসূচিতে অংশ নিলেন নন্দিতা-সৈকত, ৩১৭টি বুথেই চলবে ওই কর্মসূচি। কয়েকদিন আগেই ‘ভার্চুয়াল’ মিটিংয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের দ্বিতীয় কর্মসূচি ‘উন্নয়নের সংলাপ’ এর ঘোষণা করেছিলেন দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার থেকে ধারাবাহিকভাবে সেই কর্মসূচি শুরু হলো দক্ষিণ হাওড়াতেও। এদিন ৩৮ (৪৪) নং ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ হাওড়ার বিধায়িকা নন্দিতা চৌধুরী, ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সৈকত চৌধুরী, যুব সভাপতি পূর্ণেন্দু ঘোষ, দলের জেলা সদরের সম্পাদক অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায় সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। দ্বিতীয় ধাপের এই প্রচার কর্মসূচিতে বুথে বুথে কেন্দ্রীয় বঞ্চনা এবং রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রচার চালাবে তৃণমূল। বুথভিত্তিক প্রচার হবে বলে জানা গেছে। এদিনের ওই কর্মসূচি সম্পর্কে ব্লকের সভাপতি সৈকত চৌধুরী বলেন, ‘এদিন ৩৮নং ওয়ার্ডে এই কর্মসূচি আমরা শুরু করলাম। বুথ ভিত্তিক ৩-৪টে করে মিটিং হবে। বাংলায় গত ১৫ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরা হবে সেখানে। মানুষের অভাব, সমস্যা জেনে তার সমাধানও করা হবে। দক্ষিণ হাওড়ার মোট ৩১৭টি বুথেই আগামী দিন এই কর্মসূচি চলবে।’

মজিলপুর পৌরসভার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে কর্মবিরতিতে স্বাস্থ্য কর্মীরা

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর ঃ পৌর স্বাস্থ্য কর্মীদের সরকারি স্বীকৃতি, ফিক্সড অনারিয়াম বৃদ্ধি, কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীর পরিবারকে ৫ লক্ষ টাকা সহায়তা, ইন্সেটিভ সহ অন্যান্য বকেয়া টাকা দ্রুত মেটানোর দাবিতে গত ২৩শে ডিসেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছে রাজ্যের স্বাস্থ্য কর্মীরা। পশ্চিমবঙ্গ পৌর স্বাস্থ্যকর্মী ইউনিয়নের উদ্যোগে এই কর্ম বিরতি কর্মসূচি চলছে রাজ্যের প্রতিটা স্বাস্থ্য কেন্দ্রে। শনিবার জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার মাতৃমঙ্গল শিশু মঙ্গল স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এই কর্ম বিরতিতে অংশ নেন পৌরসভার স্বাস্থ্যকর্মীরা। তারা এই দিন বলেন, তাদের দাবি গুলো যতাযত ভাবে পালন করুক সরকার। না হলে আগামী দিনে আমাদের এই আন্দোলন বৃহত্তর আকার নেবে।

সুন্দরবনের লোকালয়ে বাঘের আগমন আটকাতে ফিসিং সেন্সর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কুলতলি ঃ সুন্দরবনের নদী তীরবর্তী লোকালয়ে বাঘের আগমন আটকাতে বন দফতর ফিসিং সেন্সর লাইট লাগানোর ব্যবস্থা করলো। শীতের তীব্রতা বাড়ার সাথে সাথে সুন্দরবনের কুলতলি, মৈপীঠের গভীর জঙ্গলের বাঘ লোকালয় সংলগ্ন জঙ্গল ও গ্রাম গুলিতে চলে আসে প্রায় সময়।আর তাই আগামী দিনে জঙ্গল সংলগ্ন গ্রাম গুলিতে বাঘের উৎপাত কমাতে বনদপ্তর ফিসিং সেন্সর লাইট লাগানোর ব্যবস্থা করলো। জঙ্গল সংলগ্ন খাল খাড়ির পাশে নেটের উপরে লাগানো হচ্ছে ৩০০ টি এরকম লাইট। বিশেষ করে যে সমস্ত জায়গাগুলি বাঘের পায়ের মার্ক বা বাঘের গতিবিধি লক্ষ্য করা যায় বা বাঘ লোকালয়ে আসার জায়গা গুলিতে চিহ্নিত করে সেখানেই এই লাইট গুলি লাগানো হচ্ছে।আগামী দিনে গভীর জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধান কিম্বা মৎস্যজীবীদের কাটা জালের ফাঁক থেকে বাঘ আর আসবেনা গ্রামে এমনই ধারণা বন দপ্তরের আধিকারিকদের।গতবছর ৩৮ বার জঙ্গল সংলগ্ন লোকালয়ে বাঘ ঢুকেছিলো।তবে এবারে এখনো পর্যন্ত দুই বার বাঘ চলে এসেছে লোকালয়ের গ্রামে। তিন শতাধিক এই লাইট লাগানোর ফলে সহজেই গ্রামে আর আসবে না বাঘ।শীতের দিনগুলিতে সুন্দরবনের কুলতলি মৈপীঠ জঙ্গল সংলগ্ন গ্রামের মৎস্যজীবি সাধারণ মানুষরা কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকতে পারবে এবার।

‘বাংলাদেশি’ অভিযোগে বিএলওকে জুতোপেটার অভিযোগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন বা এস আই আর প্রক্রিয়া ঘিরে ডানকুনিতে চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। পাশের বুথের এক ভোটারকে ‘বাংলাদেশি’ বলে অভিযোগ তুলে বিডিওর কাছে নালিশ জানানোই কাল হলো এক বিএলও-র। অভিযোগ, সেই ঘটনার জেরেই তাঁকে প্রকাশ্যে জুতোপেটা ও মারধর করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ডানকুনির ৬ নম্বর বুথ এলাকায়। গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ডানকুনি থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। ঘটনার কেন্দ্রে রয়েছেন ডানকুনির ৫ নম্বর বুথের বিএলও বিমলি টুডু হাঁসদা। তাঁর অভিযোগ, পাশের ৬ নম্বর বুথের এক ভোটার আবদুল রহিম গাজি বাংলাদেশি নাগরিক। বিমলির দাবি, ওই ব্যক্তি মিথ্যা পরিচয় দিয়ে এসআইআর প্রক্রিয়ায় এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করেছেন। বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্ট বুথের বিএলও এবং গোটা এস আই আর প্রক্রিয়ার তদারকির দায়িত্বে থাকা বিডিওকেও জানিয়েছিলেন। এই অভিযোগ জানানোর পরেই পরিস্থিতি ঘোরালো হয়ে ওঠে বলে দাবি বিমলির। তাঁর বক্তব্য, গাজির ‘বাংলাদেশি’ পরিচয় ফাঁস হওয়ার কথা জানতে পেরে তিনি ওই বিএলও-র উপর চড়াও হন। তাঁকে জুতোপেটা, ঘুসি মারা হয় বলে অভিযোগ। মারধরের খবর পেয়ে স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে গিয়ে সেই অশান্তি থামিয়েছেন। এরপর ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ আসরাফ হোসেন বিষয়টি মীমাংসার চেষ্টা করেন। দু'পক্ষকে ডেকে কথা বলতে চান। কিন্তু বিএলও বিমলি টুডু হাঁসদা সেই ডাকে সাড়া দেননি বলে জানিয়েছেন কাউন্সিলর। তিনি ডানকুনি থানায় অভিযোগ করেন। বিষয়টি নিয়ে বিএলও-র দাবি, আবদুল রহিম গাজির নাম ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় ছিল না। ওরা বর্ধমান থেকে কিছু মিথ্যা প্রমাণ জোগাড় করে, কাউকে একটা বাবা-মা সাজিয়ে এসআইআরের ফর্ম ফিলআপ করেছে। আমি সেটা বিডিও ম্যাডামকে জানিয়ে দিয়েছিলাম। তাই আমার উপর গাজি চড়াও হয়। গালে জুতো দিয়ে মারে, ঘুসি মারে। পাড়া প্রতিবেশী না থাকলে আমার কী হতো কে জানে! ওরাই আমাকে বলল যে বিষয়টা থানায় জানাতে। স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর শেখ আসরাফ হোসেনও বিষয়টি নিয়ে নিজের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, তকে বাঙ্খংলাদেশি আর কে ভারতীয়, সেটা দেখার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। কোনও বিএলও নিজে থেকে কাউকে বাংলাদেশি বলতে পারেন না। এছাড়া বিমলি টুডু হাঁসদার বিরুদ্ধেও অভিযোগ রয়েছে;তিনি নাকি কিছু বাড়ির মেয়েদের ডেকে নিয়ে কাজে লাগাচ্ছেন। সেক্ষেত্রে সেই বাড়ির লোকজন প্রশ্ন তুলতেই পারে। তাই মারধরের অভিযোগ উঠলেই সেটাকে একপেশে ভাবে দেখা ঠিক নয়।দ

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৫ সংখ্যা, রবিবার, ১৯ পৌষ ১৪৩২

‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’-এ জীবনী, দর্শন ও লোকসাহিত্যের অনন্য মিলন

১৮৮২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সঙ্গে মহেন্দ্রনাথ গুপ্তের প্রথম সাক্ষাৎ বাঙালি মননের ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ মুহূর্ত। এই সাক্ষাৎ শুধু দু'জন মানুষের পরিচয় ছিল না, বরং তা ছিল এক মহান আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতার সূচনা, যার ফলশ্রুতি হিসেবে জন্ম নেয় ‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’। ঠাকুরের সান্নিধ্যে কাটানো দিনগুলিকে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত-যিনি আমাদের কাছে ‘মাস্টারমশাই বা ‘শ্রীম নামে সমধিক পরিচিত-নিজের দিনলিপির আকারে লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তীকালে সেই দিনলিপিই রূপ নেয় এক মহাগ্রন্থে, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মুখনিঃসৃত বাণী অবিকৃতভাবে ধরা পড়েছে। বাহ্যত জীবনী সাহিত্যের আঙ্গিকে রচিত হলেও, প্রকৃত অর্থে ‘‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’ এক অনন্য লোকসাহিত্য-যেখানে জীবন, দর্শন ও সংস্কৃতি মিলেমিশে এক আশ্চর্য রসসৃষ্টি করেছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের একটি একটি উক্তি নিয়ে যে অসংখ্য শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত হতে পারে-এমনই বিশ্বাস করেছিলেন স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ‘ দেখেছিলেন বহু সাধনধারার এক মহান মিলনক্ষেত্র হিসেবে, আর শ্রীঅরবিন্দ একে অভিহিত করেছিলেন অনন্তের স্রোতধারার সঙ্গে তুলনা করে। এইসব মহামানবের মূল্যায়ন থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায়, ‘‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’’ কেবল একটি ধর্মগ্রন্থ বা জীবনী নয় এটি এক জীবন্ত অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণকে আমরা যতটা প্রাণোচ্ছল, হাস্যোজ্জ্বল ও মানবিক রূপে ‘ পাই, তেমনভাবে অন্য কোথাও যেন পাওয়া যায় না। জীবনী সাহিত্য পাঠের সময় পাঠক সাধারণত যে প্রত্যাশা রাখে, তা হল-সংশ্লিষ্ট মানুষটির জীবনকাহিনি, তার দৈনন্দিন আচরণ, হাসি-কান্না, সুখ-দু ঃখের সঙ্গে একান্ত পরিচয়। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই সেই প্রত্যাশা পূরণ হয় না পরিবর্তে পাঠককে ভারাক্রান্ত করে তোলে অহেতুক তত্ত্বকথা ও বিশ্লেষণের ভার। এই দিক থেকে বিচার করলে ‘রামকৃষ্ণ কথামৃত’ একেবারেই ব্যতিক্রমী। এখানে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন উঠে এসেছে অত্যন্ত স্বাভাবিক ও জীবন্ত ভঙ্গিতে-মানুষ হিসেবে তাঁর আনন্দ-বেদনা, সরলতা ও গভীরতা মিলেমিশে এক পরিপূর্ণ মানবমূর্তি গড়ে তুলেছে। জাগতিক উচ্চতম আদর্শের যে ভাবসম্পদ আমরা এই গ্রন্থে পাই, তা সমকালের বহু ধর্মগ্রন্থেই অনুপস্থিত। সেই কারণেই ধর্মীয় সাহিত্য হিসেবে জনপ্রিয়তার বিচারে ‘কথামৃত’কে যদি ‘রামায়ন বা ‘মহাভারত’র সঙ্গে তুলনা করা হয় তবে তা অতিশয়োক্তি বলে মনে হয় না। যেমন ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’ উপনিষদের সারসত্য নিহিত, তেমনই ‘ সৃষ্টির আদিকাল থেকে মানবমনের যাবতীয় প্রশ্ন ও সংশয়ের সহজ, অথচ শাস্ত্রসম্মত সমাধান পাওয়া যায়। আশ্চর্যের বিষয়, এই গভীর দর্শন কোনও জটিল ভাষায় নয়, বরং অত্যন্ত সরল ও প্রাঞ্জল কথোপকথনের মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত। ছোট ছোট বাক্যে গাঁথা গল্প, হাস্য-পরিহাসে ভরা উপমা ও দৃষ্টান্ত-সব মিলিয়ে ‘ এমন এক গ্রন্থ, যা পড়ে যেমন জ্ঞান লাভ হয়, তেমনই মনের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার ঘটে। ঘরোয়া মজলিশের কথাবার্তার ভেতর দিয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তা লোকসাহিত্যের স্বাদ এনে দেয়। সেখানে লৌকিক দেব-দেবী, বিড়ালছানা, গিন্নির হাঁড়ি, সাপ-ব্যাঙ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনিও সমান স্বাভাবিকভাবে উপস্থিত। ঠাকুরের বলা গল্প শেষ হলে যে নিস্তব্ধতা নেমে আসে, সেই নীরবতার মধ্য দিয়েই আমরা গল্পটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য উপলব্ধি করি। সংলাপধর্মী রচনাশৈলীর কারণে ‘ গান, গল্প ও ছড়ার এক অপূর্ব সমাবেশ লক্ষ করা যায়-যা লোকসাহিত্যের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্রীরামকৃষ্ণদেব কঠিন ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করার সময়ও গল্প ও ছড়ার আশ্রয় নিয়ে শ্রোতাদের হাসিয়েছেন, আনন্দ দিয়েছেন। ফলে সেই তত্ত্ব কখনও শ্রান্তিকর হয়ে ওঠে না। শ্রীম তাঁর প্রিয় গৃহীশিষ্যের দায়িত্ব ও নিষ্ঠার সঙ্গে ঠাকুরের প্রত্যক্ষ উক্তিগুলিকে সহজ-সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যও মনে হয় না যে এগুলি কল্পনাপ্রসূত বরং প্রতিটি শব্দ যেন জীবনের গভীর সত্য থেকে উঠে এসেছে। ‘কথামৃত’ লোকসাহিত্যের আর-একটি বড় বৈশিষ্ট্য হল প্রবাদ-প্রবচনের স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার। যেমন-‘তেল মেখে কাঁঠাল ভাঙলে হাতে আঠা লাগে না’ কিংবা ‘গায়ে হলুদ মেখে জলে নামলে কুমীরের ভয় থাকে না’। ঈশ্বরলাভের জন্য যে সর্বপ্রকার বন্ধন ছিন্ন করা দরকার, তা বোঝাতে ঠাকুর বলেছেন-‘লজ্জা ঘৃণা ভয় তিন থাকতে নয়’। আবার ভগবানই যে একমাত্র আশ্রয়, তা প্রকাশ পেয়েছে ‘নাহং নাহং, তুহু তুহু’ উক্তিতে। মন্ত্র নয়, মনই যে আসল-এই গভীর তত্ত্বকে তিনি প্রকাশ করেছেন সহজ কথায় ‘মন্তর নয়, মন তোর।’ লোকসংগীতের মধ্য দিয়েও লোকশিক্ষার দৃষ্টান্ত আমরা ‘কথামৃত’ পাই, যা গ্রন্থটিকে আরও আপন করে তোলে।১৮৮২ সালের মার্চ থেকে ১৮৮৬ সালের এপ্রিল-এই প্রায় চার বছরে সংঘটিত মোটামুটি পঞ্চাশটির কিছু বেশি সাক্ষাতের বিবরণ নিয়েই গঠিত ‘ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পূর্ণাঙ্গ জীবনী নয়। তবু পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা এতটাই বিপুল যে, অল্প সময়ের মধ্যেই একাধিক সংস্করণ ও পুনর্মুদ্রণ করতে হয়েছে।

শ্রীশ্রী মা সারদা

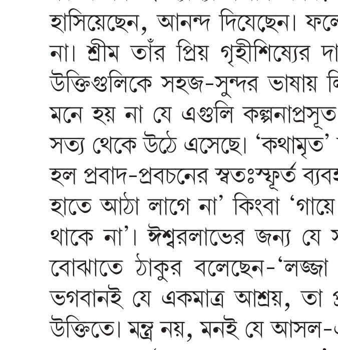

দক্ষিণেশ্বরে এসে মা সারদা দেবী দেখলেন এক অনন্য জীবনধারা। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনা, তাঁর সহজ-সরল ভাব, আর সকল মানুষের প্রতি সমান ভালোবাসা-এসবের মধ্যেই ধীরে ধীরে গড়ে উঠল তাঁর নিজের আদর্শ। তিনি কখনও নিজেকে বড় করে দেখাতে চাননি। নীরবে সংসারের কাজ করেছেন, অতিথিদের সেবা করেছেন, আর সকলের দু ঃখ-কষ্ট মন দিয়ে শুনেছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মহাপ্রয়াণের পর অনেকেই ভেঙে পড়েছিলেন। সেই সময় মা সারদা দেবী যেন আশ্রয়ের প্রদীপ হয়ে উঠলেন। সন্ন্যাসী হোক বা গৃহী-যে-ই তাঁর কাছে আসত, তাকেই তিনি সন্তানের মতো গ্রহণ করতেন। তাঁর মুখে বিশেষ বড় বড় উপদেশ শোনা যেত না, কিন্তু দুটি কথা তিনি প্রায়ই বলতেন-সবাই আমার সন্তান এবং মনকে পবিত্র রাখো। এই সরল বাক্যেই লুকিয়ে ছিল গভীর জীবনদর্শন। একবার এক দুঃখী নারী তাঁর কাছে এসে কাঁদতে কাঁদতে নিজের দুর্দশার কথা বলেছিল। মা সারদা দেবী মন দিযে.সব শুনলেন। বিদাযের সময.সেই নারীর হাতে সামান্য প্রসাদ দিয়ে বললেন, মনে জোর রেখো মা, ঈশ্বর কখনও কাউকে একা রাখেন না। সেই কথায় নারীর চোখের জল থেমে গিয়েছিল। সে বুঝেছিল, কেউ একজন সত্যিই তার পাশে আছে। মা সারদা দেবীর জীবনে কোনও জাঁকজমক ছিল না। ছিল অসীম ধৈর্য, ক্ষমা আর মমতা। তিনি নিজেকে দেবী বলে দাবি করেননি, কিন্তু মানুষের হৃদয়ে তিনি মা হয়েই বাস করেছেন। আজও তাঁর জীবনকথা আমাদের শেখায়-নিঃশব্দ সেবা, নিঃস্বার্থ ভালোবাসা আর অটুট বিশ্বাস দিয়েই মানুষের জীবন আলোকিত করা যায়।

ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী

কেবল পুঁথিগত বিদ্যা নয়, চরিত্রবান মানুষ গড়াই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। তাই তিনি পরিবার, সমাজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-সব ক্ষেত্রেই নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। ঠাকুরের বাণীতে সমাজভাবনাও অত্যন্ত স্পষ্ট। তিনি বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তির উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। স্বার্থপরতা ও বিভেদ সমাজকে দুর্বল করে, আর সহযোগিতা ও শৃঙ্খলা সমাজকে শক্তিশালী করে। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা রক্ষা, পারিবারিক বন্ধন ও সামাজিক দায়িত্ব পালনের ওপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা, ঠাকুর অনুকুলচন্দ্রের বাণী মানুষকে আশাবাদী হতে শেখায়। তিনি মানুষকে ভয় বা অন্ধ বিশ্বাসে নয়, বরং যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও আত্মশুদ্ধির পথে চলতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাঁর বাণীর মূল সুর একটাই-নিজেকে গড়ে তোলো, দায়িত্বের সঙ্গে বাঁচো, আর সমাজ ও মানবতার কল্যাণে কাজ করো।

সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ছাত্রজীবনে সাধারণতঃ রাতেই প্রদীপের আলোয় যা কিছু পড়াশোনা করবার সেসব করতেন

বিশেষ প্রতিবেদকঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁর ছাত্রজীবনে সাধারণতঃ রাতেই প্রদীপের আলোয় যা কিছু পড়াশোনা করবার সেসব করতেন এবং তাঁর দিনের বেলা কাটত বন্ধুদের সাহচর্যে। বস্তুতঃ বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়া তিনি কখনোই নিজের সমগ্র জীবনের খুব একটা সময় কাটান নি। আর তাঁর বন্ধুরাও ছিলেন বাছা-বাছা। তাঁর সময়ে সেযুগের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা তাঁর অন্তরঙ্গ সুহৃদ ছিলেন।

১৯১১ সাল নাগাদ দুই ভাই-পশুপতি ও গিরিজাপতি ভট্টাচার্যের বা।তিতে তিনি এত সময় কাটিয়েছিলেন যে, সেসময়ে তাঁদের বাড়ি প্রায় তাঁর নিজের বাড়িতেই পরিণত হয়ে গিয়েছিল। বৃটিশ কলকাতার হরলাল মিত্র স্ট্রিটে এই বাড়ি বিজ্ঞানী সত্যেঃদ্রনাথ বসুর কোনো অহং বোধ ছিল না, তিনি সকলের বন্ধু ছিলেনটি অবস্থিত ছিল। এই ভট্টাচার্যরা শিক্ষিত, রুচিবান ও সঙ্গীতপ্রিয় মানুষ ছিলেন। তাঁদের প্রচুর বই ছিল। আর এই বাড়িতেই সত্যেদ্রনাথের সঙ্গীতে হাতেখড়ি হয়েছিল, এবং এখানেই তিনি একটি এসরাজ উপহার পেয়েছিলেন। এই দুই ভাইয়ের মধ্যে পশুপতির গানের গলা ভাল ছিল বলে, এসরাজে নানারকম পর্দার এদিক ওদিক করে সত্যেন্দ্রনাথ তখন নতুন নতুন রাগ ও সুর সৃষ্টি করতেন, অন্যদিকে পশুপতি তাতে কথা রচনা করতেন। এভাবেই কাব্য ও সঙ্গীত চর্চা করে এই বাড়িতে তিনি তখন নিজের বহু সময় অতিবাহিত করেছিলেন। এমনকি অনেক সময়ে এই বাড়ির ছাদে বসে তাঁরা কাব্য ও সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে করতে অনেক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ করে ফেলেছিলেন। এখানে তাঁর জন্য প্রায় নিয়মিত জলখাবার হিসেবে লুচি ও হালুয়ার ব্যবস্থা থাকত।

সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর ছাত্রজীবনে নিজের বাড়ির থেকে এখানেই বেশি সময় কাটিয়েছিলেন। আর যুক্তিসঙ্গত কারণেই মনে হয় যে, এই বাড়ির পরিশীলিত আবহাওয়া তখন তাঁর মানসিক গঠনকেও প্রভাবিত করেছিল। এছাড়া তাঁর মধ্যে যোগ্য বন্ধুকে আকর্ষণ করবার একটা সহজাত প্রবণতা ছিল। আর সম্ভবতঃ এরফলেই খুব শীঘ্রই তাঁর চারপাশে নীরেন্দ্রনাথ রায়, হারীতকৃষ্ণ দেব, হরিশ সিংহ, হরিপদ মাইতি প্রমুখ ব্যক্তিরা এসে জমায়েত হয়েছিলেন। এসময়ে বিখ্যাত শিল্পী যামিনী রায় এই বাড়ির কাছাকাছি বাগবাজারেই থাকতেন। পশুপতির সঙ্গে তাঁর আগে থেকেই বন্ধুত্ব ছিল, এবং সেই সুবাদে এই বাড়িতে তাঁর যথেষ্ট যাতায়াতও ছিল। এছাড়া তখন এখানে পূর্ণচন্দ্র সেন নামে সত্যেন্দ্রনাথের আরেকজন সহপাঠীও আসতেন, যিনি পরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিলেন। এঁরা ছাড়া তাঁদেরই বয়সী আরেকটি তরুণ তখন এই বাড়িতে থাকতেন, তাঁর নাম ছিল ভূপালভূষণ ভট্টাচার্য। যদিও তিনি এই পরিবারের আত্মীয় ছিলেন না, কিন্তু তবুও তিনি প্রায় এই পরিবারেরই একজন সদস্য ছিলেন। এই ভূপালভূষণ কবিতা লিখতে ভালোবাসতেন, এবং ছন্দ নিয়ে নানারকমের পরীক্ষা করাই তাঁর খেয়াল। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এটা হচ্ছে সেযুগের কথা, যখন রবীন্দ্রনাথ সবে বাংলা ছন্দদকে সংস্কৃত ভাষার বন্ধন মুক্ত করে যুক্তবর্ণকে একমাত্রা ধরে কবিতা রচনা করতে শুরু করেছিলেন। এর আগে সংস্কৃত ভাষায় যুক্তবর্ণকে দুইমাত্রা ধরা হত বলে বাংলাতেও এই একই রীতি অনুসৃত হত। তাই রবীঃদ্রনাথ যখন সাহস করে প্রথম এই নিয়ম ভেঙেছিলেন, তখন সমকালীন সাহিত্যপ্রেমিকরা তাঁর এই প্রয়াসকে সোল্লাসে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ একি সন্ন্যাসী

বিশ্বময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে-

ফলে রবীন্দ্রনাথ রচিত এসব পংক্তিগুলি তখন সাহিত্যপ্রেমীদের মুখে মুখে ফিরতে শুরু করেছিল। আর এসময়ে পশুপতি-পরে যিনি রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এসেছিলেন, তিনিও কিছু লেখবার চেষ্টা করেছিলেন। তাই নিজের এই প্রচেষ্টার অঙ্গ হিসেবে রবীন্দ্রনাথের ‘ ও রৌদ্র’ গল্পটির একটি সমালোচনা লিখে তিনি সত্যেন্দ্রনাথকে সেটি পড়তে দিয়েছিলেন। তাঁর এই লেখাটি তখন নিশ্চিতভাবেই তরুণ সত্যেনের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছিল কারণ, এর ঠিক কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি অন্যদের কাছে একটি হাতেলেখা পত্রিকা বের করবার প্রস্তাব করেছিলেন। এরপরে সকলে মিলে ঠিক করেছিলেন যে, সত্যেনই হবেন এর পত্রিকার সম্পাদক এবং এই পত্রিকাটির নাম ‘মনীষা’ রাখা হবে বলে ঠিক হয়েছিল।

এর কিছু সময় পরে, সত্যেন্দ্রনাথ যখন কলেজে তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ছিলেন, তখন এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যাটি প্রকাশিত হয়েছিল। এতে সম্পাদক সত্যেনন্দ্রনাথ নিজে একটি ধারাবাহিক কাহিনী লিখেছিলেন। এই কাহিনী ছিল, আসামের জঙ্গলে যেখানে তাঁর পিতা কর্মরত ছিলেন, সেখানে তিনি বিভিন্ন ছুটিছাটায় গিয়ে যেসব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন, সেসব অভিজ্ঞতার কাহিনী। আর যদিও এই লেখায় তিনি নিজের যথেষ্ট মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও দু ঃখের বিষয় হল যে, কিছু সময় ধরে চলবার পরে পত্রিকাটি মাঝপথে বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে তাঁর কাহিনীটিও অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল। এছাড়া আরো পরিতাপের বিষয় হল যে, এই পত্রিকাটির সব ক'টি সংখ্যাই হারিয়ে যাওয়ার কারণে পরবর্তীসময়ে কেউ আর এটির কোন খোঁজ পাননি। তবে তখন এই পত্রিকাটির সঙ্গে যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁদের স্মৃতিচারণ থেকে একথাই মনে হয় যে, এটি একটি সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বেশ উঁচুদরেরই ছিল।

হরলাল মিত্র স্ট্রিটের এই বাড়িটি ছাড়া তকালীন কলকাতার কর্নওয়ালিশ স্কোয়ার, যা এখন সাধারণভাবে হেদুয়া নামে পরিচিত

(বর্তমান সময়ের সরকারি নাম-আজাদ হিন্দ বাগ), এটা তখন সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের আরেকটি প্রিয় আড্ডার জায়গা ছিল। এখানে তখন কলেজের ক্লাস শেষ হওয়ার পরে সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা নিয়মিতভাবে মিলিত হতেন। তবে এখনকার মত সেযুগে এখানে কোন সাঁতার কাটার ক্লাব ছিল না, আর এই জায়গাটিতে তখন এখনকার মত অত ভিড়ও হত না। এজন্য এই নিরালায় বসে হারীতকৃষ্ণ তখন সত্যেন্দ্রনাথসহ নিজের অন্যান্য বন্ধুদের একের পর এক রবীনন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে শোনাতেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, এসময়ের প্রায় ষাট বছর পরে, সত্যেন্দ্রনাথের আশি বছরের জন্মদিনে কলকাতার আকাশবাণী থেকে তাঁকে সম্মান জানানোর জন্য যে বিশেষ অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল, তাতে ছাত্রবয়সে যেসব গান সত্যেন্দ্রনাথের প্রিয় ছিল, সেসব গান বাজিয়ে শোনানো হয়েছিল এর উদ্দেশ্য ছিল বৃদ্ধ সত্যেন্দ্রনাথকে একটা চমক দেওয়া।

সেই নবজাগরণের যুগ থেকেই বাঙালিদের আড্ডা দেওয়ার অভ্যাস ইতিহাসে অত্যন্ত সুবিদিত। আর সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর নিজের ক্ষেত্রে এই অভ্যাসটি চর্চার দ্বারা আরো বৃদ্ধি করেছিলেন। যদিও এযুগে অনেকের কাছে এটা বৃথা সময়ক্ষেপ ছা।। অন্য কিছুই নয়, কিন্তু তবুও অনেকের কাছে আজও আড্ডা যথেষ্ট চিন্তা ও বুদ্ধির খোরাক। তবে সত্যেঃদ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুদের অবশ্য কলেজের পরে হেদুয়ার খোলা হাওয়ার আড্ডাতেও মন ভরত না বলে তাঁরা প্রায়শ ঃই হারীতকৃষ্ণের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হতেন। হারীতকৃষ্ণের পিতা অসীমকৃষ্ণ সেযুগের একজন স্নেহশীল ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর পুত্রের বন্ধুরা গান শুনতে ভালবাসত বলে তিনি তাঁদের জন্য একটি অর্গ্যানও কিনে নিজের বাড়িতে রেখেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর বন্ধুরা ছাড়া এই বা।তিতে তখন নিয়মিতভাবে প্রমথ চৌধুরী, অমৃতলাল বসু প্রমুখ গুণিজনের সমাগমও ঘটত।

এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরী তখন পেশাগতভাবে একজন ব্যারিস্টর হলেও অন্যদিকে একজন সাহিত্য-প্রেমী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশেষ করে সঙ্গীত ও ফরাসি সাহিত্যের একনিষ্ঠ একজন অনুরাগী ছিলেন। সেযুগে তিনি ‘সবুজপত্র’ নামের যে সাহিত্য পত্রিকাটি বের করেছিলেন, সেটাকে ঘিরে বাংলায় তখন এক বুদ্ধিদীপ্ত লেখকগোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। যখন প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকাটির কাজে হাত দিয়েছিলেন, তখন বাংলা সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষার কাল চলছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, প্রমথ চৌধুরীই প্রথম বাঙালি সাহিত্যিক ছিলেন, যিনি চলিত ভাষাকে সাহিত্যের অঙ্গনে যথাযথভাবে উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর রচনাভঙ্গী ছিল সরস, পরিমার্জিত ও রুচিসম্পন্ন আর একারণেই তিনি বাংলা সাহিত্যে এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করতে পেরেছিলেন। এমনকি রবীন্দ্রনাথকেও এই সবুজপত্রগোষ্ঠী তখন কিছুটা হলেও প্রভাবিত করতে পেরেছিল।

আর এসময় থেকেই সত্যেন্দ্দ্রনাথ, এর আগে যেভাবে বিভিন্ন উদ্দেশ্যহীন আড্ডায় নিজের সময় কাটিয়েছিলেন, সেসব থেকে ক্রমে সরে এসে এরকম উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আলোচনাচক্রে যোগ দিতে আরম্ভ করেছিলেন। অন্যদিকে সবুজপত্র গোষ্ঠীর পক্ষেও তখন তাঁকে নিজেদের দলে পাওয়া রীতিমত পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার ছিল। কিন্তু যদিও সত্যেন্দ্রনাথ এই গোষ্ঠীর সবধরণের আলোচনাতেই স্বচ্ছন্দভাবে যোগ দিয়েছিলেন, কিন্তু তবুও কখনো সবুজপত্রের জন্য এক লাইনও লেখেননি। আসলে তাঁর চরিত্রে কিছু আপাত বৈপরীত্য ছিল-যা পরবর্তীসময়ে তাঁর বহু অনুরাগীকেও বিভ্রান্ত করেছিলেন। এমনকি স্বয়ং প্রমথ চৌধুরীও সত্যেন্দ্রনাথের এই দিকটা লক্ষ্য করে একসময়ে বলেছিলেন-

সম্ভবত উনি ব্ল্যাকবোর্ডের সামনেই বেশি স্বচ্ছ ন্দ বোধ করেন।

যাই হোক, তখন কলকাতার ব্রাইট স্ট্রিটে প্রমথ চৌধুরীর বাড়িতে এই সবুজপত্র গোষ্ঠী নিয়মিতভাবে মিলিত হত। সেযুগে এই দলে সুধীরচরণ সিংহ, সোমনাথ মৈত্র, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, কিরণশঙ্কর রায়, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, মাণিকলাল দে, বরদাচরণ গুপ্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ছিলেন।

তবে সবুজপত্র গোষ্ঠীর আড্ডায় শুধু সাহিত্য নিয়ে নয়, বরং দর্শন, অর্থনীতি, ইতিহাস, সমাজবিজ্ঞান, রাজনীতি, ভাষাতত্ত্ব, বিজ্ঞান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় নিয়েও তর্ক-বিতর্ক চলত। আরে সেযুগের শ্রেষ্ঠ সুধীরা এসব আলোচনায় যোগ দিতেন। এছাড়া নতুন কি কি বই প্রকাশিত হচ্ছে-এসব নিয়েও তাঁরা আলোচনা করতেন, এবং নতুন প্রকাশনগুলি সংগ্রহ করে প।বার চেষ্টাও করতেন। তবে এঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীই তখন অবশ্য সবথেকে বেশি বই কিনতেন, আর অন্যরা তাঁর কাছ থেকে নিয়ে এগুলি পড়তেন। এসময়ে সত্যেন্দ্রনাথকে লেখা একটি চিঠিতে প্রমথ চৌধুরী সবুজপত্র গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন-

পরস্পরের ভাব আদান-প্রদানে যে আনন্দ পাওয়া যায় শুধু তাই নয়, শিক্ষাও পাওয়া যায়। আমাদের নতুন মনোভাব সব অবশ্য আমরা সকলেই বই থেকেই পেয়েছি, কিন্তু সেই সব বইয়ের কথা প্রতি লোকের ভিতর থেকে অল্প বিস্তর নতুন মূর্তি ধারণ করে বেরিয়ে আসে। যেন মরা জিনিস জ্যান্ত হয়ে ওঠে। মুখের কথার ভিতর যে প্রাণ ও বৈচিত্র্য আছে তা লেখার কথায় সচরাচর পাওয়া দুর্ঘট। এই কারণেই আমি নিজে বকতে ও পরের কথা শুনতে এত ভালবাসি। তাছাড়া যাঁরা পড়েছেন তাঁদের আমি লেখাতে চাই। কেননা বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের দিকটা আজ পর্যন্ত ফাঁক রয়ে গেছে। আর যতদিন বাংলা সাহিত্যে জ্ঞানের ভাণ্ডার না হবে ততদিন উঁচুদরের কাব্য ও সমালোচনার জন্যেও আমাদের দু'-একটি প্রতিভাশালী লেখকের মুখাপ্রেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এক বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের লেখা বাদ দিয়ে বাংলা সাহিত্যে এমন কিছু থাকে না যা ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যায়-তা নিয়ে গৌরব করা ত দূরের কথা। আর বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ যে যুগে যুগে জন্মাতে বাধ্য প্রকৃতির এমন কোন বাঁধা-ধরা নিয়ম নেই। সাহিত্যের গ্লানি হলে এ ভূ-ভারতে প্রতিভাশালী লেখক অবতীর্ণ হতে বাধ্য, এ কথা শাস্ত্রেও লেখে না। সুতরাং আমাদের মত প্রতিভাহীন লোকেদের পক্ষে আমরা যেটুকু জ্ঞান-বিজ্ঞান সঞ্চয় করেছি-তার ভাগটা দেশের লোককে দেওয়াটা কর্তব্য। এই কারণে আমি আপনাকে সবুজপত্রের আসরে নামাতে চাই।

যদিও অধ্যাপনার কাজ নিয়ে ঢাকা চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত এই গোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথের যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ছিল, কিন্তু তবুও তিনি ঢাকা চলে যাওয়ার পরেও এই যোগসূত্র একেবারে ছিন্ন হয়ে যায়নি।

এছাড়া রবীন্দ্রনাথ পরিচালিত ‘বিচিত্রা’র আসরেও কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ মাঝে মাঝেই উপস্থিত থাকতেন। তবে সেখানে তিনি খুব একটা মুখ খুলতেন না, এখানে তাঁর ভূমিকা শুধু নীরব একজন শ্রোতার ছিল।

তবে এর অনেক পরে ‘পরিচয়’ নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্য তাঁকে একপ্রকার বাধ্য হয়ে কলম ধরতে হয়েছিল। বাংলা সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে সবুজপত্রের ঐতিহ্যবাহী এই পত্রিকা আধুনিক ও উদারপন্থী ছিল। তবে সবুজপত্র যেখানে অনেকটা সনাতনপন্থী ছিল, সেখানে পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গী সর্বাংশে ইউরোপীয় ছিল। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সত্যেঃদ্রনাথ ‘ সংকট’ নামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন এরপরে এতেই তিনি আইনস্টাইনের উপরে নিজের দ্বিতীয় প্রবন্ধটি লিখেছিলেন। এই ‘ পত্রিকাটি প্রথম পাঁচ বছর ধরে একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হওয়ার পরে মাসিকপত্রে পরিণত হয়েছিল। প্রমথ চৌধুরীর সবুজপত্রের মতোই এই পরিচয় গোষ্ঠীও প্রায় নিয়মিতভাবে নিজের সম্পাদকের গৃহে মিলিত হতেন। এই পত্রিকার সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-ও সত্যেন্দ্রনাথের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাই এসময়ে ছুটিতে কলকাতা এলেই সত্যেন্দ্রনাথ পরিচয়ের আড্ডায় যে কোন ভাবে যোগ দিতেন। এমনকি এজন্য দরকার পড়লে তিনি শহরের অন্য প্রান্ত থেকে হেঁটে সুধীন্দ্রনাথের বা।তিতে পৌঁছাতেও কোন দ্বিধা করতেন না।

তবে সত্যেন্দ্রনাথ নিজেও যেখানে যেতেন, সেখানেই অতি সহজেই নিজের চারপাশে গুণি-জ্ঞানীদের একটা আড্ডা গড়ে তুলতে পারতেন। আর একারণেই ঢাকায় থাকবার সময়ে তিনি স্থানীয় বন্ধুদের সাথে মিচিলিতভাবে ‘বারোজনা’ নামের একটি ক্লাব শুরু করেছিলেন। এর সদস্য ছিলেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, চারু বন্দ্যোপাধ্যায়, মাহমুদ হোসেন, আর্থার হিউজেস, পুণ্যেন্দ্রনাথ মজুমদার, সতীশরঞ্জন খাস্তগীর, ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, সর্বাণীসহায় গুহ সরকার, এবং বীরেন্দ্রলাল দে। এছাড়া সত্যেন্দ্দ্রনাথ ঢাকায় থাকবার সময়ে ঐতিহাসিক সুশোভন সরকার সেখানে তাঁর প্রতিবেশী ছিলেন। কিন্তু বারোজনা গঠিত হওয়ার আগেই তিনি অবশ্য কলকাতায় চলে এসেছিলেন।

স্বাধীনতা আন্দোলনের অচেনা এক নায়ক

তিনি অনেকভাবে পরিচিত ... কেউ তাঁকে মনে রেখেছেন দুর্ধর্ষ আলিপুর বোমা মামলার বিপ্লবী হিসেবে, কারুর কাছে তিনি প্রেসিডেন্সির চোখধাঁধানো সেই কেমিস্ট্রির ছাত্র, যিনি ভারতবিদ্বেষী প্রোফেসরকে জুতোপেটা করার জন্য কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। শুধু পড়াশুনোয় মেধাবী নন, যেমন গাইতে পারেন, তেমন সবাইকে মাতিয়ে রাখতে। নিজের ফাঁসির সাজা শুনে আলিপুর আদালতে যখন উদাত্তকণ্ঠে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়ে উঠেছিলেন, তখন ইংরেজ জাজের চোখও শুকনো থাকেনি। হা হা করে হেসে উঠে গেয়েছেন, বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান..! কেউ আবার মনে রেখেছেন, কীভাবে আন্দামানের সেলুলার জেলে চরম অত্যাচারে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছিলেন! বছরের পর বছর বন্দি থেকেছেন মাদ্রাজের পাগলাগারদে। কিন্তু যার নামেই ‘ তাঁকে কাবু করতে পারে, এমন কি কেউ থাকতে পারে?

তিনি উল্লাস! উল্লাসকর দত্ত। কারুর কাছে ডাকাবুকো দেশপ্রেমিক, কারুর কাছে গানকবিতাপ্রেমী, কারুর কাছে কিছুটা হঠকারী প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক অদম্য মনোবলের মানুষ।

কিন্তু আমার কাছে? আমার কাছে তিনি সবার ওপরে এক উত্তাল প্রেমিক! যেমন প্রেমিকের স্বপ্ন প্রতিটি মেয়ে লালন করে। বিপিন পালের কন্যা লীলার সঙ্গে বহুবছরের প্রেম। প্রেমিকার জন্য কত কী যে করেছেন! শিবপুরের বাড়ি থেকে খেজুর রসের হাঁড়ি মাথায় করে নিয়ে টানা হেঁটে গেছেন লীলাদের সুকিয়া স্ট্রিটের বাড়িতে, টাটকা খেজুর গুড় খেতে মেয়েটা বড় ভালবাসে যে!

ফাঁসির আদেশ সেলুলার জেলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে যখন বদলে গেল, আন্দদামানের জাহাজে ওঠার আগে তিনি লীলাকে জিজ্ঞেস করলেন, অপেক্ষা করবে তো? যাবজ্জীবন থাকতে হবে না, দেখবে আমি ঠিক ছাড়া পাব। আমরা কিন্তু স্বাধীন ভারতবর্ষে বিয়ে করবই! এগ্রিকালচারের উঁচুক্লাসের ছাত্রী লীলা বলেছিলেন, আমি অপেক্ষা করব। দিনের পর দিন কেটেছে। মাসের পর মাস। বছরের পর বছর। সেলুলার জেলে অমানুষিক অত্যাচারে, ইলেক্ট্রিক শকে, শত লাঞ্ছনা, অর্ধাহার, অনাহারেও নুয়ে যায়নি উল্লাসকরের মেরুদণ্ড। লীলার চিঠি এসেছে। তিনিও চিঠি লিখেছেন। স্বপ্ন দেখেছেন, কোন একদিন লীলা তাঁর হবে। হবেই। লীলাও লন্ডন গেছে। ফিরে এসে একাধিক চাকরি নিয়েছে। বয়স ত্রিশ পেরিয়েছে। সে বিয়ে করেনি।

কিন্তু এখানেও খলনায়ক ব্রিটিশ কূটনীতি। ইন্দুভূষণের জেলের মধ্যেই আত্মহত্যার পর রাতারাতি উল্লাসকরকে মাথা খারাপের দোহাই দিয়ে সকলের অগোচরে পাঠিয়ে দেওয়া হল মাদ্রাজের পাগলাগারদে..

কেউ জানল না সেই খবর। না উল্লাসকরের সহবন্দীরা, না বাড়ির লোক। সেলুলার জেলে চিঠি গেলে ফেরত চলে আসে। জেলারকে প্রশ্ন করে চিঠি লিখলে উত্তর আসে না। সবাই ভাবল, উল্লাস বোধহয় আর বেঁচে নেই। শত শত সেলুলার জেলের বিপ্লবীদের মত তাকেও মেরে ফেলা হয়েছে। রিক্ত, ক্লান্ত লীলা ততদিনে অনাথ, একা। চল্লিশে পৌঁছে বিয়ে করে নিতে বাধ্য হচ্ছে বোম্বাইবাসী নৃপেন বসুকে।সুস্থ হয়ে কলকাতা ফিরে রাগে জ্বলে উঠছেন উল্লাসকর। লীলার ভাই নিরঞ্জনের কাছ থেকে খবর পেয়ে নিজের কাছে সযত্নে গুছিয়ে রাখা সব চিঠিপত্র নিয়ে

সোজা পাড়ি দিচ্ছেন বোম্বাইতে। নৃপেন লীলার কান্দিভালির বাড়ির সামনে গিয়ে তীব্র হাঁকডাক, লীলা! লীলা! তুমি বিয়ে করে ফেললে? এই তোমার কথার দাম? কোথায় সেই নৃপেন। বেরিয়ে আয় ব্যাটা। দেখে নেব তোকে!

লীলা ভয়ে কাঁপছে, কী বলবে, বুঝতে পারছে না। সে তো জানত, উল্লাস মৃত। তার স্বামী নৃপেনের দিকে আগুনচোখে এগিয়ে যাচ্ছেন উল্লাসকর, আমার লীলাকে তুমি বিয়ে করেছ? এত বড় স্পর্ধা..? বিধ্বংসী উল্লাসের তেজ কে না জানে, ভয়ে নৃপেন ঝটিতি ঘরে ঢুকে খিল এঁটে দিচ্ছেন।

উল্লাসকর কিছুক্ষণ করুণ চোখে দেখছেন লীলার শাঁখাপলা, সীমন্তরঞ্জিত সিঁদুর, রাগ ধীরে ধীরে পরিণত হচ্ছে দুঃখে। হাউহাউ করে কাঁদছেন। তারপর ধীরে ধীরে ঝোলা থেকে সব চিঠি বের করছেন। পলকে দেশলাই জ্বেলে জ্বালিয়ে দিচ্ছেন সেগুলো। বলছেন,এগুলোকে তোমার সামনেই পুড়িয়ে যাব।

লীলা ঝরঝর করে কাঁদছেন, শান্ত করার চেষ্টা করছেন, লীলার ভাই নিরঞ্জন বলছে খেয়ে যেতে, কে শোনে কার কথা! সব চিঠি পুড়িয়ে ছাই করে কথা না বাড়িয়ে তক্ষুনি উল্লাসকর বেরিয়ে প।ছেন বাড়ি থেকে। তারপর বোম্বাই থেকে ট্রেন ধরে সোজা বাংলা। না। যে কলকাতায় ছড়িয়ে আছে ওঁর আর লীলার প্রেমের স্মৃতি, সেখানে থাকবেন না আর। সোজা চলে যাচ্ছেন নিজের দেশের বাড়ি, পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কালীকচ্ছ গ্রামে। সেখানে একা একা থাকছেন। অলস জীবন। নৌকো করে ভেসে পড়ছেন নদীতে। কখনো দোকান খুলছেন। কখনো নিজের কারাজীবন নিয়ে লিখছেন বই। এভাবে কেটে গেল আরো অনেক বছর।

কলকাতায় এসে একদিন আবার দেখা নিরঞ্জনের সঙ্গে। এবার নিরঞ্জন সাংঘাতিক কথা বলল। লীলাদিদির স্বামী মারা গেছেন উল্লাসদা! লীলাদিদির দুটো পা-ই প্যারালাইজড হয়ে গেছে নার্ভের অসুখে। বোম্বাইতে চিকিৎসায় কিছু সুবিধে হয়নি, তাই ডাঃ বিধান রায় এখানে পিজিতে ভর্তি করে দিয়েছেন। দেখার কেউ নেই..। কী বলছিস! লীলা কলকাতায়? তারপরের অংশ যে কোন চিরায়ত প্রেমকাহিনীকে হার মানাবে।

পরেরদিনই উল্লাসকর চলে গেলেন পিজি হাসপাতালে। পাঁজাকোলা করে নিজের বুকে তুলে নিলেন ষাটোর্ধ্ব লীলাকে। লীলা স্তব্ধবাক। কয়েকদিন আসা যাওয়া করে সেবা করলেন। তারপর একদিন ঘোষণা করলেন,

আমি লীলাকে বিয়ে করব। করবই..। বন্ধুবান্ধবের শত আপত্তি, বোঝানোতেও টলানো গেল না তাঁকে। উল্টে রেগে গেলেন। লীলা তো তাঁরই, তিনি ওকে দেখবেন না তো কে দেখবেন?

অবশেষে তেষট্টি বছর বয়সে তিনি বিয়ে করছেন তাঁর চেয়ে বছরখানেকের ছোট লীলাকে। বিয়ের রেজিস্ট্রেশনে লীলার বিধবা পরিচয় দেখে তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছেন। তাঁর লীলা তো এখনো তার চোখে কিশোরী, সে উল্লাসের বউ, অন্যের বিধবা হবে কেন? ওই নৃপেনের সঙ্গে বিয়েকে তিনি বিয়ে বলে মানেনই না। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে তাঁকে শান্ত করা হচ্ছে।ততদিনে দেশ স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু ঘৃণাভরে তিনি প্রত্যাখ্যান করছেন স্বাধীনতা সংগ্রামীর পেনশন ভাতা। নিচ্ছেন না সরকারের থেকে কিছুমাত্র সুবিধা। না রাজনীতির কোন পদ, না কোন কিছু। তাঁর ক্ষমতার লোভ, অর্থের লোভ, খ্যাতির লোভ কিছুই নেই। সবার চোখের আড়ালে চলে গেছেন তিনি।বলেছেন, স্বাধীন? এটা স্বাধীন দেশ? যে সরকার দেশভাগ করেছে, মরে গেলেও তাদের থেকে আমি এক পয়সা নেব না..।

বিয়ের পর পক্ষাঘাতগ্রস্থ স্ত্রীকে নিয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, সংসার পাতছেন আসামের শিলচরে। লীলার কোমরের নীচ থেকে সম্পূর্ণ অবশ, তাকে আদর করে খাওয়ানো, স্নান করানো, সমস্ত কিছু করতেন একা হাতে। প্রতিদিন বিকেলে কোলে করে স্ত্রীকে নিয়ে যেতেন ছাদে। দুজনে বসে সূর্যাস্ত দেখতেন চুপ করে। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তাঁর ওভাবেই কেটেছিল। তাঁর মারা যাওয়ার কয়েকবছর আগে মারা গিয়েছিলেন লীলা।

বিলেতফেরত অধ্যাপকের মেধাবী পুত্র, সম্ভ্রান্তবংশীয় বিত্তবান পরিবারের সন্তান হয়েও স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লব তাঁর ও লীলার গোটা জীবনটাকেই ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল। কিন্তু তাতে অনুশোচনা ছিল না বিন্দুমাত্র.যতবার পড়ি, খুঁজে বের করি, ততবার বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে। উল্লাস আনপ্রেডিক্টেবল। উল্লাস একজনই জন্মায়। তিনি যেমন সাহসী বিপ্লবী, তেমনই দামাল পাগল প্রেমিক।

তাঁকে ভুলে যাওয়া আমাদের তীব্র লজ্জা। আমাদের ইতিহাস বইতে স্থান পাননি তিনি, যিনি নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন দেশের জন্য, তিনি আজ বিস্মৃতপ্রায়! আন্দামানের বিমানবন্দর সাভারকরের নামে, সেখানেও নেই তিনি, এই পোড়া বাংলাতেও তিনি নেই। উল্লাসকরের কথা জানাতে হবে। বারবার বলতে হবে। যাতে প্রতিবার একজন করে অন্তত তাকে জানতে পারেন।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে বর্ধমানে শুরু পঞ্চম সৃষ্টিশ্রী মেলা

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ জীবিকা মিশন

(আনন্দধারা)-এর উদ্যোগে ও পূর্ব বর্ধমান আনন্দধারা জেলা কার্যালয়ের পরিচালনায় বর্ধমান শহরের উৎসব ময়দানে শুরু হয়েছে পঞ্চম সৃষ্টিশ্রী মেলা। পূর্ব বর্ধমান জেলা মিশন ম্যানেজমেন্ট ইউনিট, আনন্দধারার আয়োজনে ১০ দিনব্যাপী এই মেলায় জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি নানা ধরনের হস্তশিল্প ও খাদ্যপণ্যের প্রদর্শনী ও বিক্রির ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই মেলা চলবে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত। মেলায় কাঁথা স্টিচের হস্তশিল্প, গোবিন্দভোগ চাল, ব্ল্যাক রাইস, ডোকরা-সহ বিভিন্ন ঐতিহ্যবাহী শিল্পসামগ্রী স্থান পেয়েছে। জেলার ২৩টি ব্লক ও ৬ টি পৌরসভা এলাকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যদের পাশাপাশি বীরভূম ও হুগলি জেলার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও তাদের তৈরি পণ্য নিয়ে মেলায় অংশ নিয়েছেন। এছাড়াও প্রায় ১৭টি সরকারি দপ্তরের স্টল মেলায় রয়েছে। পণ্য বিক্রির পাশাপাশি প্রতিদিন থাকছে নানা বিনোদনমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে মেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন এবং সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের প্রাণিসম্পদ বিকাশ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রানী এ (আইএএস), অতিরিক্ত জেলাশাসক (উন্নয়ন) প্রসেনজিত দাস, বর্ধমান উন্নয়ন সংস্থার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল প্রামাণিক, বর্ধমান পৌরসভার চেয়ারম্যান পরেশ চন্দ্র সরকার, বিধায়ক খোকন দাস ও অলোক কুমার মাঝি, এসবিএসটিসির চেয়ারম্যান সুভাষ মণ্ডল-সহ একাধিক জনপ্রতিনিধি ও আধিকারিকরা। উদ্বোধনী মঞ্চে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের তৈরি কেক কেটে এবং নীল-সাদা বেলুন উড়িয়ে মেলার সূচনা করা হয়। স্বাগত ভাষণ দেন জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রকল্প অধিকারিক রাখী বিশ্বাস। মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার তাঁর বক্তব্যে বলেন, সৃষ্টিশ্রী মেলা শুধুমাত্র পণ্যের প্রদর্শনী নয়, এটি মহিলাদের আত্মবিশ্বাস, পরিশ্রম ও স্বাবলম্বনের প্রতীক। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর আন্দোলন আজ গ্রাম থেকে শহরে এক নীরব বিপ্লব সৃষ্টি করেছে। মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানান, জেলায় মোট ১৩ লক্ষ পরিবারের মধ্যে ৭ লক্ষ ৪৪ হাজার ৮৮৩ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত এবং বর্তমানে প্রায় ৭৫ হাজার ৮৩১টি স্বনির্ভর গোষ্ঠী সক্রিয় রয়েছে। জেলাশাসক আয়েষা রানী এ জানান, গত বছর সৃষ্টিশ্রী মেলায় প্রায় ২২ লক্ষ টাকার কেনাবেচা হয়েছিল। এবছর শহরের মধ্যে মেলা হওয়ায় বিক্রির পরিমাণ আরও বাড়বে বলে তিনি আশাবাদী। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ঋণ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আরও শক্তিশালী করে তোলার কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং বর্ধমানবাসীকে এই মেলায় এসে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর তৈরি সামগ্রী কেনার আহ্বান জানান।

বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলে গভীর রাতে বনদুর্গা পূজা, ৪৫ বছরে পা দিল ঐতিহ্যবাহী উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ শনিবার শিলিগুড়ি সংলগ্ন বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলের গভীরে অবস্থিত দিল্লিভিটা-চাঁদের খাল এলাকায় প্রতি বছরের মতো এবছরও নিষ্ঠা ও ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পালিত হল বনদুর্গা পূজা। সাধারণ মানুষের কাছে এলাকা তেমন পরিচিত না হলেও বনদুর্গা মন্দির হিসেবে এই স্থানের রয়েছে বিশেষ ঐতিহ্য ও ধর্মীয় মাহাত্ম্য। পৌষ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে অনুষ্ঠিত এই বনদুর্গা পূজা এবছর ৪৫ বছরে পদার্পণ করল। উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ২ জানুয়ারি গভীর রাতে বিশেষ পূজা ও আরাধনার মাধ্যমে বনদুর্গা মায়ের আরাধনা সম্পন্ন হয়। পরদিন ৩ জানুয়ারি সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার সহ উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে বহু পুণ্যার্থী বনদুর্গা মায়ের দর্শনে হাজির হন। ভক্তদের বিশ্বাস, জঙ্গলের গভীরে অবস্থিত এই মন্দিরে নিষ্ঠাভরে পূজা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয়। এদিন সকাল থেকেই মন্দির প্রাঙ্গণে প্রসাদ বিতরণ শুরু হয়। উদ্যোক্তা কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুপুর ৩টা পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ চলবে। শান্তিপূর্ণ ও সুশৃঙ্খলভাবে পূজা সম্পন্ন করতে উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি স্থানীয় বাসিন্দারাও সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেন। প্রকৃতির কোলে অনুষ্ঠিত এই বনদুর্গা পূজা আজও প্রাচীন লোকাচার ও বিশ্বাসকে বহন করে চলেছে।

জাপানের কর্পোরেট হাউসগুলি থেকে বরাত পেল কালনার মসলিন শাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কালনা, ৩ জানুয়ারি ঃ জাপান জয় করতে চলেছে বাংলার মসলিন শাড়ি! মসলিন সুতোর থান (কাপড়) দিয়ে জাপানের কর্পোরেট হাউসগুলি তৈরি করছে শাড়ি-সহ বিভিন্ন ধরনের পোশাক। বিশ্ববাংলার পক্ষ থেকে এর আগে কালনার এক সংস্থা বরাত পায়। সেই সংস্থার মাধ্যমে মসলিন এবার বিদেশেও পাড়ি দিচ্ছে। তাই কালনার মসলিন শিল্পের কদর যে বেড়েই চলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। কালনার মসলিনের সুনাম দেশের গন্ডি ছাড়িয়ে বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছে আগেই। এখানকার মসলিন এতটাই নরম যে, এক একটি শাড়ি অনায়াসে হাতের আংটি দিয়েও গলে যায়! যা শুধু দেখতেই নয়, কেনার জন্য দেশ বিদেশ থেকে থেকে ভিড় করেন সাধারণ মানুষজন। উল্লেখ্য, এবারের দুর্গাপুজোয় মসলিন সুতোর কাপড়ের বরাত পায় কালনার কাদিপাড়ায় থাকা কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত কালনা খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কার্যালয়। সেই উপলক্ষ্যে রাজ্য সরকারের বিশ্ববাংলা ও খাদি বোর্ডের কাছ থেকেও কটন থানের বরাত দেওয়া হয় ওই সংস্থাকে। যদিও তার পরপরই জাপানের কয়েকজন প্রতিনিধি ওই সংস্থার মাধ্যমে কালনায় হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে থান তৈরির কাজ দেখতে আসেন। তাঁতশিল্প ও শিল্পীদের সঙ্গে কথাও বলে মুগ্ধ হন তাঁরা। এরপরেই তাঁরা ফিরে যাওয়ার পর থেকে ওই সংস্থার মসলিন কাপড়ের বরাত মিলছে জাপানের কর্পোরেট হাউসগুলির কাছ থেকে। সংস্থার চেয়ারম্যান তপন মোদক বলেন, হস্তচালিত তাঁত বস্ত্র নিয়ে আমাদের দেশের কর্পোরেট হাউসগুলি যেমন কাজ করে, বরাত দেয়, ঠিক তেমনিই জাপানের কর্পোরেট হাউসগুলির কাছ থেকে কালনার মসলিন থান কাপড়ের বরাত মিলছে। এর আগে ৪ বান্ডিল অর্থাৎ ৫০ মিটার মসলিন কাপড়ের থান জাপানে পাঠিয়েছি। আবারও কথা চলছে। কালনা থেকে মুম্বই হয়ে বিমানের মাধ্যমে সেগুলিকে পাঠানো হয়। স্বাভাবিক কারণেই কালনার মসলিন শিল্পের যে ঐতিহ্য রয়েছে তা আবারও বিশ্বের দরবারে প্রমাণিত। সম্প্রতি ৪ বান্ডিল অর্থাৎ ৫০ মিটার মসলিন কাপড়ের বরাত মেলে ওই সংস্থার। এই মসলিন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ৪০ জন মহিলা ও ২০ জন পুরুষ তাঁতশিল্পী। সংস্থার প্রধান কারিগর সুকুমার দাস বলেন, কালনার মসলিন আমাদের কাছে বেশ গর্বের। কারণ মসলিনের সুনাম ও কদরই আলাদা। মহিলা তাঁতশিল্পীরা বলেন, বিদেশে আমাদের তৈরি মসলিন থান যাচ্ছে। সেই কাপড়ের তৈরি পোশাক বিদেশিরা পরছেন - এটা ভীষণ ভালো লাগার।

ফুল চাষে এক নতুন দিগন্ত, জেলায় এবার ফুল গবেষণাগার তৈরি হতে চলেছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, তমলুক, ৩ জানুয়ারি ঃ জেলায় এবার ফুল গবেষণাগার তৈরি হতে চলেছে! যা ফুল চাষে এক নতুন দিগন্ত খুলে দেবে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুল চাষ আজকাল বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। এই জেলার ফুল দেশি-বিদেশি উভয় মহলেই রফতানি হচ্ছে। জেলায় ফুল চাষের জন্য নতুন দিগন্ত উন্মোচন করতে এবার জেলায় একটি গুরুত্বপূর্ণ ফুল গবেষণাগার ও কেন্দ্র স্থাপন করার দাবি তুলল পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুল চাষীরা। পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় ফুল চাষ হলেও ফুল নিয়ে গবেষণার কোনও গবেষণাগার নেই। নেই ফুলের হাব। ফলে ফুল চাষ উন্নত প্রযুক্তির সম্মুখীন হতে পারেনি। তাই জেলায় ফুলের গবেষণাগার ও হাব তৈরি করার জন্য দাবি তুলল ফুল চাষীরা। এতে আরও বেশি কর্মসংস্থান তৈরি হবে বলে অভিমত তাদের। ফুল দিয়ে পাঁশকুড়ার পরিচয়। ফুল থেকেই চাষির ঘরে হাঁড়িতে ফোটে ভাত। এবছর ফুলের মরশুমে প্রথম থেকেই ফুলের দাম ভাল থাকায় পাঁশকুড়ার ফুল চাষিদের ঘরে ঘরে খুশির জোয়ার। ফুল চাষের জন্য বিখ্যাত পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পাঁশকুড়া ব্লক। বছরের প্রায় সারা সময়ের পাশাপাশি, শীতকালে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন ধরনের ফুল চাষ হয় পাঁশকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায়। ফুল ফুটলেই হাসি ফোটে পাঁশকুড়ার ফুলচাষি পরিবারে। পাঁশকুড়ার ফুল লাভজনক চাষ। পাঁশকুড়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় চন্দ্রমল্লিকা গ্যাডিওলাস সহ বিভিন্ন প্রকার শীতকালীন ফুলের চাষ হয়। শুধু পাঁশকুড়া নয় পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কোলাঘাটেও প্রচুর পরিমাণে ফুল চাষ হয়। ফুল চাষিদের সুবিধার্থে আগেই পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় একটি কোল্ড স্টোরেজ তৈরি করেছে প্রশাসন। তাই এবার আরও বেশি কর্মসংস্থান বাড়ানোর লক্ষ্যে চাষীরা জেলায় ফুলের গবেষণাগার ও হাব তৈরি করার দাবি জানাল। এ বিষয়ে সারা বাংলা ফুল চাষী ও ফুল ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়েক জানান, পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ফুল চাষ বর্তমানে বিখ্যাত। এই জেলা থেকে ফুল রফতানি করা হয় দেশের বিভিন্ন বড় বড় বাজারে। সেই সঙ্গে ফুল যাচ্ছে বিদেশের বাজারে। কিন্তু আধুনিক পদ্ধতিতে কী ভাবে আরও ভালভাবে ফুল চাষ করা যায়, তার কোনও গবেষণাগার নেই। গবেষণাগার চালু হলে ফুল নির্ভর কর্মসংস্থান আরও বাড়বে।

করোনেশন সেতুর বিকল্প সেতু তৈরির দরপত্র ডেকেছে

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ উত্তরবঙ্গের সেবকে করোনেশন সেতুর বিকল্প হিসাবে নতুন একটি সেতু তৈরীর জন্য দরপত্র ডেকেছে। ১৯ ফেব্রুয়ারি দরপত্রে অংশ নেওয়ার শেষ দিন। সবকিছু ঠিক থাকলে এপ্রিল মাস থেকে কাজ শুরু করে তিন বছরের মধ্যে কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য প্রায় ৮৮ বছরের পুরনো করোনেশন সেতু দীর্ঘদিন ধরেই দুর্বল হয়ে রয়েছে। সম্প্রতি সেতুর উপরে ভার কমাতে হাইট ব্যারিয়ার বসানো হয়।

মেঘালয়ে প্রথম মালবাহী ট্রেন লোডিংয়ের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের

মালিগাঁও, ৩ জানুয়ারি ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে মেন্দিপাথার রেলওয়ে স্টেশনে প্রথমবারের জন্য একটি সম্পূর্ণ মালবাহী রেক সফলভাবে লোডিং সম্পন্ন করার মাধ্যমে পণ্য পরিবহনে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক অর্জন করেছে। মেন্দিপাথার থেকে জালালগড় পর্যন্ত কয়লা লোডিং-এর কাজ শুরু হয়েছে, যেখানে ৪২টি বডি কভার্ড ওয়াগনের একটি সম্পূর্ণ রেক মাত্র ৮ ঘণ্টা ৩০ মিনিটের মধ্যে লোড করা হয়েছে। এটি রেল কর্মীদের দক্ষ পরিকল্পনা, কো-অর্ডিনেটেড টিমওয়ার্ক এবং অপারেশনাল প্রস্তুতিরই প্রমাণ। মেঘালয় রাজ্যের একমাত্র স্টেশন হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে, মেন্দিপাথার ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে প্রথম মালবাহী ট্রেনের আনলোডিং-এর মাধ্যমে রেলওয়ে পণ্য পরিবহন মানচিত্রে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করেছে। তারপর থেকে স্টেশনটিতে পণ্য আনলোডিং-এ ধারাবাহিক বৃদ্ধি দেখা গেছে, ফেব্রুয়ারি থেকে ডিসেম্বর ২০২৫-এর মধ্যে মোট ২৯টি মিনি রেক ও ৬টি পূর্ণ রেক, যা ২০.৫ টি পূর্ণ রেকের সমতুল্য, আনলোড করা হয়েছে। পণ্য লোডিং শুরু হওয়ার মাধ্যমে, মেন্দিপাথার স্টেশনটি বৃহৎ পরিমাণের মালবাহী পরিবহন পরিচালনার জন্য কার্যকরভাবে প্রস্তুত। মেন্দিপাথারে পণ্য লোডিং ও আনলোডিং, মেঘালয়ের স্থানীয় অর্থনীতিকে গতি প্রদান করবে বলে আশা করা হচ্ছে, এর ফলে

পণ্যের বহির্গামী ও অন্তর্মুখী যাতায়াত সহজ, নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী করবে, বিশেষ করে পাহাড়ি এবং এমন এলাকার জন্য যেখানে সহজে প্রবেশযোগ্য নয়। এই কার্যক্রম আঞ্চলিক শিল্পগুলিকে সহায়তা করবে, এই অঞ্চলে উৎপাদিত পণ্যের জন্য বাজার প্রবেশযোগ্যতা উন্নত করবে এবং অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিবহনের ক্ষেত্রে ব্যয়সাশ্রয়ী ব্যবস্থা নিশ্চিত করবে।

নর্দমা থেকে যুবকের দেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ মালদা নর্দমা থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার। অজ্ঞাত পরিচয় যুবকের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার বিকেল নাগাদ মালদার কৃষ্ণপল্লী সাবওয়ে সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে নর্দমায় মৃতদেহ ভেসে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে মৃতদেহ উদ্ধারের খবর। হৈ চৈ কাণ্ড শুরু হয় এলাকায়। খবর পেয়ে এলাকায় পৌঁছায় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। ততক্ষণে ড্রেনে পড়ে থাকা মৃতদেহ দেখতে এলাকায় জমে গেছে ভিড়। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ভিড় সরিয়ে দেহ উদ্ধার করে। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। মৃতের পরিচয় জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, নেশার ঘোরে অসাবধানতাবশত নর্দমায় পড়ে গিয়ে আর উঠতে পারেনি যুবক। যার ফলে মৃত্যু হয়ে থাকতে পারে। তবে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে যুবকের মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।

নির্বাচন কমিশন আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাপ্তাহিক রিপোর্ট নেবে

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ নির্বাচন কমিশন আগামী সপ্তাহ থেকে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির সাপ্তাহিক রিপোর্ট নেবে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর থেকে আজ এই মর্মে সমস্ত জেলা শাসকের কাছে নির্দেশ পাঠানো হয়েছে। নির্দেশ অনুযায়ী, আগামী সোমবার ৫ জানুয়ারি থেকে প্রতি সপ্তাহে জেলা শাসকেরা আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে পাঠাবেন। সেখান থেকে সেই রিপোর্ট পাঠানো হবে নির্বাচন কমিশন এর কাছে। রাজ্যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতির অঙ্গ হিসাবেই এই রিপোর্ট তলব বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে। শুধু তাই নয়, ভোটের আগে নজরদারি আরও শক্ত করতে ইতিমধ্যেই পঁচিশটি নোডাল এজেন্সি নিয়োগ করা হয়েছে। আগামী সোমবার থেকেই তারা কাজ শুরু করবে। প্রতিটি জেলায় জেলাশাসকের নেতৃত্বে আলাদা কমিটি গঠন করা হয়েছে, যারা এই নোডাল এজেন্সিগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে কাজ করবে। আইনশৃঙ্খলা, প্রশাসনিক প্রস্তুতি ও নির্বাচন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় খতিয়ে দেখাই এই কমিটির দায়িত্ব।

চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ ওয়ার্কস

খোলা জিইএম টেন্ডার

নং. সিওএস/সিআরজে/পিইউবি/ই-টেন্ডার/১৯/০১৬২, তারিখ: ২৫/১২/২০২৬। নিম্নলিখিত ই-টেন্ডারগুলো www.gem.gov.in লিঙ্কে পাওয়া যাবে। এই ধরনের ই-টেন্ডারের জন্য অফারগুলি শুধুমাত্র উপরোক্ত ওয়েবসাইট → লগইন -এ প্রবেশ করে ইলেকট্রনিকভাবে জমা দেওয়া যাবে। বিক্রেতারা কোনো নির্দিষ্ট টেন্ডার বা সংশ্লিষ্ট তথ্য সম্পর্কে কোনো স্পষ্টীকরণের জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তার সাথেও যোগাযোগ করতে পারেন: ডেপুটি সিএমএম/এম-II/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন, মোবাইল নম্বর ৯১৬৩৩৪০৭২৬। **কার্যালয়ের ঠিকানা:পিসিএমএম/ সিএলডব্লিউ/ চিত্তরঞ্জনের কার্যালয়। ক্রম নং: [১]। টেন্ডার নং/জিইএম বিড নং: জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৭৪৭৯৮। আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** আইএস ১৪২৫৫ অনুযায়ী এরিয়াল বাঞ্চড কেবল (কিউ ৩)। [এক্সএলপিই ইনসুলেটেড ১১০০ ভোল্ট গ্রেডের এরিয়াল বাঞ্চ ক্যাবল, আকার ৩সি x ৯৫ + ১সি x ৭০ + ১সি x ১৬ বর্গ মিমি, আইএস:৭০৯৮ (পার্ট ২) **অনুযায়ী] (জিইএম বিড নং জিইএম/২০২৫/বি/৬৯৭৪৭৯৮, তারিখ ২৫-১২-২০২৫ অনুযায়ী)। পরিমাণ: ১১৪০০০ মিটার। বায়না মূল্য জমা (টাকা): ₹ ১৪৮২০০০.০০। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় (আইএসটি): ১৯-০১-২০২৬ তারিখে ১০:৩০ টায়।**

PR1/273 পিসিএমএম/সিএলডব্লিউ/চিত্তরঞ্জন

Like us on : www.facebook.com/clwrailways

ডাকাতির ছক বানচাল গ্রামবাসীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ৩ জানুয়ারি ঃ এগরার জুমকি এলাকায় ভয়াভয় ডাকাতির ছক বানচাল গ্রামবাসীদের। ডাকাত দল মাছ কাটার তরোয়াল দিয়ে কোপালো সোনা দোকানি সহ এক জনকে। ঘটনাস্থলে মহকুমা পুলিশের SDPO ও এগরা থানার IC সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। গতকাল রাত ১০ টা নাগাদ এগরার জুমকি এলাকার সোনা ব্যাবসায়ী যীশু কামিলা দোকান বন্ধ করে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। সেই সময় একটি বাইকে তিন জন হঠাৎ করে যীশু কামিলা তার হাতের ব্যাগ টান মেরে নিয়ে পালায়। যীশু আটকাতে গেলে তার মাছ কাটার তরোয়াল দিয়ে কোপানো হয়। যীশুর চিৎকার শীতের রাতে ফাঁকা সুনসান রাস্তায় কারোর কানে পৌঁছায়নি। অগত্যা যীশু কামিলা তার এক বন্ধুকে ফোন করেন। বন্ধু সান্টু জানা চাটলা বাজারের উপর বাইকটি আটকাতে চেষ্টা করেন। তাকেও তরোয়াল দিয়ে মাথায় আঘাত করে ডাকাতের দল। ততক্ষনে বাজারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা ছুটে আসেন। তিন জন ডাকাত নিজেদের বাইক মাছ কাটার তরোয়াল ও জুতো, জ্যাকেট খুলে পালায়। পাশেই ১ কিলোমিটারের মধ্যেই উড়িষ্যার বর্ডার।এগরা থানায় খবর এলে ঘটনাস্থলে এগরার SDPO এগরা থানার আইসি সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে রাতেই পুলিশ বাহিনী গোটা গ্রাম সহ এলাকায় চিরুনি তল্লাশি শুরু করছে ডাকাত ধরতে। আহত দুজন চিকিৎসা করানো হয়েছে। এই নিয়ে গোটা গ্রামে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

চিতাবাঘ আতঙ্কে তরাই-ডুয়ার্সে পর্যটকদের জন্য ‘লাল সতর্কতা’,গাইড ছাড়া চা বাগানে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৩ জানুয়ারি ঃ সবুজ কার্পেটের মতো বিস্তৃত চা বাগান, পাহাড়ঘেরা প্রকৃতি আর শীতের মনোরম আবহাওয়া-এই সব মিলিয়েই পর্যটকদের কাছে তরাই-ডুয়ার্স দীর্ঘদিন ধরেই এক আকর্ষণীয় গন্তব্য। কিন্তু সেই সবুজের আড়ালেই যে লুকিয়ে রয়েছে মারাত্মক বিপদ, তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে সাম্প্রতিক ঘটনাগুলি। ভরা পর্যটন মরশুমে চিতাবাঘের আতঙ্কে সিঁটিয়ে পড়েছে তরাই ও ডুয়ার্সের বিস্তীর্ণ এলাকা। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে বনদপ্তর, রিসর্ট কর্তৃপক্ষ এবং ট্যুর অপারেটর মহল একযোগে পর্যটকদের জন্য ‘লাল সতর্কতা’ জারি করেছে। স্পষ্ট নির্দেশ-গাইড ছাড়া কোনও পর্যটক যেন চা বাগানের পথে পা না রাখেন। নিজেদের ইচ্ছেমতো ঘোরাফেরা বা চা বাগানে ঢুকে পড়া এখন বিপজ্জনক বলে জানানো হচ্ছে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দে বলেন, বনদপ্তরের পাশাপাশি আমরাও পর্যটকদের বলছি ইচ্ছামতো কেউ যেন চা বাগানে না যান। কারণ, চিতাবাঘ গভীর জঙ্গলে নয়। জঙ্গল লাগোয়া চা বাগানে থাকে। রিসর্ট মালিকদের সংগঠনের তরফে টোটো চালকদেরও বিশেষভাবে সতর্ক করা হয়েছে। কারণ, তরাই-ডুয়ার্সে এসে অনেক পর্যটক টোটো ভাড়া করে আশপাশের চা বাগান ও বনবস্তি ঘুরে দেখেন। সেই প্রবণতাই এখন বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান জানান, জঙ্গল ও সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। পর্যটকদের বলা হচ্ছে গাইড ছাড়া কেউ যেন চা বাগান দেখতে না যায়। চিতাবাঘের হামলার ঘটনা যে নতুন নয়, তার পরিসংখ্যানই যথেষ্ট উদ্বেগজনক। বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে উত্তরের চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় চিতাবাঘের হামলায় ১৮ জন জখম হয়েছেন। শুধুমাত্র ডিসেম্বর মাসেই চারটি হামলার ঘটনা ঘটেছে। পরিসংখ্যান বলছে, জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে লোকালয়ে চিতাবাঘের হামলা তুলনামূলকভাবে বেশি হয়। গত বছরের জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাসে তরাই ও ডুয়ার্স এলাকায় মোট ৯টি চিতাবাঘের হামলার ঘটনা ঘটে, যেখানে মৃত্যু হয় ৩ জনের এবং জখম হন অন্তত ১৫ জন। এই সব ঘটনার মধ্যে কয়েকটি ছিল অত্যন্ত নৃশংস। গত বছরের ১ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার জেলার দলগাঁও চা বাগানে এক মহিলাকে চিতাবাঘ আক্রমণ করে। তার কয়েকদিন পর, ১০ জানুয়ারি বীরপাড়া চা বাগানের ফ্যাক্টরি লাইনে এক কিশোরীর ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার হয়। সেই সব ঘটনার তদন্তে নেমে পরিবেশকর্মী ও বন আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। সাম্প্রতিক ঘটনাও পরিস্থিতির ভয়াবহতা বাড়িয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতের ঘটনার আগেই, ১৭ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় বানারহাট থানার কলাবাড়ি বান্দ লাইনের একটি বাড়ির উঠোন থেকে পাঁচ বছরের এক শিশুকন্যাকে তুলে নিয়ে যায় চিতাবাঘ। এই ঘটনায় এলাকাজুড়ে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

হারানো ব্যাগ মেট্রো যাত্রীর কাছে ফেরত দেওয়া হলো

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ ০২.০১.২০২৬ তারিখে, সকাল ১১.২৫ মিনিটে পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে কর্তব্যরত একজন মহিলা আরপিএফ কর্মী রুটিন টহল দেওয়ার সময় একটি দাবিবিহীন ব্যাগ উদ্ধার করেন এবং সেটি স্টেশন মাস্টারের অফিসে জমা দেন। ব্যাগটি খোলার পর তার মধ্যে কিছু মূল্যবান জিনিস পাওয়া যায়। এরপর, স্টেশন মাস্টার ব্যাগটির মালিককে স্টেশন মাস্টারের অফিস থেকে সেটি সংগ্রহ করার জন্য বারবার ঘোষণা করেন এবং সমস্ত স্টেশনে একটি নিয়ন্ত্রণ বার্তাও পাঠানো হয়। কিছুক্ষণ পর, একজন মহিলা যাত্রী পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনের স্টেশন মাস্টারের অফিসে আসেন এবং উদ্ধারকৃত ব্যাগ ও তার ভেতরের জিনিসপত্রের মালিকানা দাবি করেন। যথাযথ যাচাই-বাছাই এবং সমস্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করার পর, ব্যাগটি অন্যান্য জিনিসপত্রসহ তার কাছে হস্তান্তর করা হয়। তিনি তার হারানো ব্যাগ ও অন্যান্য জিনিসপত্র ফেরত পেতে সাহায্য করার জন্য মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান।

এসআইআর শুনানির স্বচ্ছতা যাচাইয়ে পূর্ব বর্ধমানে নির্বাচন কমিশনের বিশেষ দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্যজুড়ে চলছে বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (SIR) প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার আওতায় ‘নো ম্যাপিং’ ভোটারদের ডেকে শুনানি পর্বে তথ্য ও প্রয়োজনীয় নথি সংগ্রহ করছে নির্বাচন কমিশন।

তবে শুনানি প্রক্রিয়া নিয়ে বিভিন্ন জায়গা থেকে একাধিক অভিযোগ উঠে এসেছে। অনেক ভোটারের অভিযোগ, শুনানির সময় নানা ঝক্কি পোহাতে হচ্ছে তাঁদের। বিশেষ করে বয়স্ক ভোটারদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে বিশেষ নিবি। সংশোধনী প্রক্রিয়ার শুনানি কতটা সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালিত হচ্ছে, তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে শনিবার পূর্ব বর্ধমানে পরিদর্শনে আসে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের বিশেষ দল। এই দলে ছিলেন নির্বাচন কমিশনের প্রধান সচিব শ্রী বি সি পাত্র, সচিব সৌম্যজিত ঘোষ এবং আন্ডার সেক্রেটারি শ্রী বিভোর আগরওয়াল। জেলাপ্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, এদিন প্রথমে কমিশনের প্রতিনিধি দল মেমারী-১ ব্লকে যান। সেখানে একাধিক শুনানি কেন্দ্র ঘুরে দেখে ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন তারা। এরপর মেমারী-২ ব্লক পরিদর্শন করে শুনানি পর্বের বাস্তব চিত্র সরেজমিনে খতিয়ে দেখা হয়। মেমারীর দুটি ব্লক ঘুরে বিকেলে কমিশনের বিশেষ দল বর্ধমান উত্তর মহকুমা শাসক (সদর)-এর কার্যালয়ে উপস্থিত হন এবং সেখানে শুনানি সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। জেলাপ্রশাসনের এক আধিকারিক জানান, শুনানির সময় ভোটাররা নির্বিঘ্নে নিজেদের বক্তব্য রাখতে পারছেন কি না, কোনও অভিযোগ জানাতে গিয়ে তাদের হেনস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে কি না-এই বিষয়গুলিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে খতিয়ে দেখেন কমিশনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকরা নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা ও নিয়ম মেনে কাজ করছেন কি না, সেই বিষয়েও নজর দেওয়া হয়। এছাড়াও শুনানি সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করা হয়। শনিবার জেলা সদর ও মেমারীর দুটি ব্লক পরিদর্শন শেষে ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের এই বিশেষ দল পশ্চিম বর্ধমান জেলার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

OFFICE OF THE PRADHAN
Barameshya-Ramnagar GRAM PANCHAYAT
Vill- Budhpur, P.O.- Menidih , P.S.- Puncha, Dist.- Purulia, Pin.-723151(W.B.)

e-NIT No.- BRGP/07(e)/ 2025-26 & BRGP/10(e)/ 2025-26 & BRGP/11(e)/ 2025-26
NIT NO-08 of 2025-26 & 09 of 2025-26

Offline tenders & online e-tenders are hereby invited by the Pradhan, Barameshya Ramnagar Gram Panchayat. Last date of original draft & original documents submission **16.01.2026 upto 18.00 PM.** Date & Time of technical bid opening **19.01.2026 at 12.30 pm**. For details please visit office of the undersigned or visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Barameshya Ramnagar Gram Panchayat

রবিবার ব্লু লাইনে অতিরিক্ত মেট্রো চলবে

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ যাত্রীদের সুবিধায় মেট্রোরেল চলতি মাসের প্রতিটি রবিবার তাদের দুটি করিডরে অতিরিক্ত ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শহীদ ক্ষুদিরাম দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে ব্লু লাইন করিডরে ১৩০টির পরিবর্তে আপ ডাউনে দিনে মোট ১৬০টি ট্রেন চলাচল করবে বলে মেট্রো রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে হাওড়া ময়দান সেক্টর ফাইভ গ্রীন লাইন করিডরে এই দিনগুলিতে ১০৮ টির পরিবর্তে ১২৪টি ট্রেন চালানো হবে। তবে অরেঞ্জ ও পার্পেল লাইনে রবিবার কোন ট্রেন চলবে না বলে জানানো হয়েছে।

প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান গোবরডাঙ্গার বাওর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর ২৪ পরগনা, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রকৃতি যেন থমকে গেছে এখানে, শীতের মরশুমে

প্রকৃতির কোলে এই জায়গায় আসলে আর ফিরে যেতে ইচ্ছে করে না কোলাহলের জীবনে। তাই প্রকৃতিপ্রেমীদের কাছে জেলার অন্যতম আকর্ষণীয় স্থান গোবরডাঙ্গার এই বাওর। আগে এটি যমুনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। নদীর জোয়ার ভাটার প্রভাব পড়ত এই বাওরে। এরপর যমুনা মজে তৈরি হয় অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ। মহিলাদের হাতের কাঁকনের মতো আকৃতি হওয়ায়, এই বাওরের নাম হয় কঙ্কোনা বাওর বলেন এলাকার মানুষজন। প্রায় ৬০০ বিঘা জমির উপর এই হ্রদ। মূলত গোবরডাঙ্গা ও মেদিয়ার উদ্বাস্তু কলোনির কয়েকটি গ্রাম এই জলাশয় টিকে ঘিরে রেখেছে। হ্রদের একদিকে গোবরডাঙ্গা ও অপরদিকে স্বরূপনগর। বাওরের দুই পাড়ে রয়েছে প্রায় ৩০০ মৎস্যজীবী পরিবার। এই বাওরই তাদের ভাত যোগায়। বর্ষায় এই হ্রদ জলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে, তখন যেন ভরা যৌবনের রূপ বাওরের। শীতে বাওর হয়ে ওঠে ল্যাসময়, দেশ-বিদেশের হাজারও পাখি এই সময় ভিড় জমায় হ্রদে। ইতিমধ্যেই হাজির হয়েছে সাইবেরিয়ান বালি হাঁস, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা, সরালি থেকে আরও নানা প্রজাতি। বাওরের তীরে তাল গাছে বাসা বাঁধে বাবুই। বসন্তের ছোঁয়ায় লাল চোখ কোকিল খুঁজে বেড়ায় তার প্রিয়তমাকে। তাই এখানে ঘুরতে আসা মানুষজন হারিয়ে যান প্রকৃতির কোলে। বর্তমানে এই বাওরকে ঘিরে এলাকার মানুষের দাবি তৈরি হোক একটি ইকো ট্যুরিজম। পরিকল্পনা মাফিক একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে উঠলে বদলে যাবে এলাকার আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপট। পাখিপ্রেমীদের সারাবছরই ভিড় লেগে থাকে কঙ্কণা বাওরে। এই ভিড়কে যদি বাণিজ্যে রূপান্তরিত করা যায়, তাহলে সুখের মুখ দেখতে পারেন এলাকার মৎস্যজীবী থেকে শুরু করে অগুন্তি মানুষ। প্রশাসনের তরফ থেকেও বিষয়টি নিয়ে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। এখন দেখার প্রকৃতির এই সুন্দর রূপকে পর্যটকদের কাছে আরও আকর্ষণীয় করে তুলতে আগামী দিনে কি বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

বুলা চৌধুরীর বাড়িতে আবার চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, হুগলি, ৩ জানুয়ারি ঃ আবার বুলা চৌধুরীর হুগলির হিন্দমোটরের দেবাইপুকুরের বাড়িতে চুরি। গত বছরের ১৫ আগস্ট পদ্মশ্রী সাঁতারু বুলা চৌধুরীর বাড়িতে চুরির ঘটনা ঘটেছিল। খোয়া গিয়েছিল তাঁর একাধিক মেডেল। সেই ঘটনার পরে চার মাসও কাটেনি। শনিবার তিনি ভাইয়ের বাড়িতে একটি পুজোয় অংশ নেওয়ার জন্য হুগলিতে গিয়েছিলেন। পাশেই রয়েছে তাঁর বাড়ি। নিজের বাড়িতে যান তিনি। তিনি জানান, দরজা খুলে তিনি দেখেন, তাঁর বাড়ির সামনের ঘরের জানালার গ্রিল ভেঙে পড়েছিল। গোটা ঘর তছনছ হয়ে ছিল। তবে কী চুরি হয়েছে, তা এখনও জানাননি বুলা। তাঁর কথায়, ‘গত আগস্টে চুরির পরে প্রতি রাতে বাড়ি পাহারা দিত পুলিশ। তার পরেও কী ভাবে চুরির ঘটনা ঘটল, তা বুঝতে পারছি না। কী চুরি গেছে, তা বোঝার মতো অবস্থা এখন নেই।’ ইতিমধ্যেই তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন উত্তরপাড়া থানায়। এ ঘটনা প্রসঙ্গে চন্দননগর কমিশনারেটের ডিসিপি অর্ণব বিশ্বাস বলেন, ‘এই বাড়ি থেকে আগেই তিনি দামি জিনিসপত্র নিয়ে গেছেন। রাতে ওই বাড়িতে পাহারা থাকে। সন্ধ্যায় হয়তো এ ঘটনা ঘটেছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা। সমস্ত দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
PURSURAH DEVELOPMENT BLOCK
HOOGHLY

Tender has Invited by the Block Development Officer, Pursurah Development Block for Construction of PCC Road, Light & others, **NIT NO. 27/PUR/BDO/2025-26** Dt-23.12.2025, Tender ID No **2025_ZPHD_978656_1 to 20**, Last date for submission of Tender: **15/01/26 up to 11.00 A.M**, NIT NO. 28/PUR/BDO/2025-26 Dt- 03.01.2026, Tender ID No **2026_ZPHD_982704_1 to 22,** Last date for submission of Tender: **19/01/26 up to 11.00 A.M.wbtenders.gov.in.**

Sd/- Block Development Officer
Pursurah Development Block, Hooghly

ঝাড়গ্রামে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত একটি বাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঝাড়গ্রাম, ৩ জানুয়ারি ঃ ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর-২ ব্লকের বেলিয়াবেড়া থানার ডাহি গ্রামে শুক্রবার গভীর রাতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে একটি বাড়ি সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে যায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, উর্মিলা পাতরের বাড়িতে হঠাৎ করেই আগুন লাগে। ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও বাড়িটি রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। অগ্নিকাণ্ডে বাড়ির ভেতরে থাকা নগদ টাকা, গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্র ও আসবাবপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের হাতে ত্রাণসামগ্রী তুলে দেওয়া হয়।

খাবার-দাবার

বড়িতে ঝটপট কাবাব বানানোর সহজ রেসিপিঃ ঘরোয়া পার্টির জন্য আদর্শ

সুন্দর ঘরোয়া পার্টি-বিশেষ দিনগুলিতে খাবারের বিশেষ গুরুত্ব থাকে। আর এই খাবারের মধ্যে যদি থাকে সুস্বাদু কাবাব, তবে যেন আনন্দ দ্বিগুণ হয়ে যায়! বর্ষবরণের দিনটিকে আরও স্মরণীয় করতে চাইলে ঘরোয়া পার্টিতে কাবাবের আয়োজনই হবে সেরা উপহার। কাবাব, যা মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা একটি জনপ্রিয় খাবার, এখন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং আজকাল বিভিন্ন রকম কাবাবের রেসিপি রাঁধুনিদের মাঝে অত্যন্ত পছন্দের হয়ে উঠেছে। মাছ, মাংস, এমনকি নিরামিষ কাবাবও আজকাল বিশেষ জনপ্রিয়। তবে এই কাবাব বানানো কখনোই খুব জটিল নয়, বিশেষ করে যদি আপনি একটু সহজ পদ্ধতি অনুসরণ করেন।

ঘরোয়া পার্টিতে চটজলদি কাবাব বানানোর জন্য দুটি দারুণ রেসিপি রইল। যা না শুধু খাবারের রুচি বাড়াবে, বরং অতিথিদের কাছে আপনার রান্নার দক্ষতারও প্রশংসা হবে। যেহেতু এখন ওভেন ব্যবহার করা অনেকের কাছে সহজ নয়, তাই এই কাবাবের রেসিপিগুলো ওভেন ছাড়াই তৈরি করা যাবে, এবং ঝটপট তৈরি হয়ে যাবে।

ছাতু-ধনে চিকেন কাবাবঃ

উপকরণঃ চিকেন কিমা-৫০০ গ্রাম
ধনেপাতা-পরিমাণমতো
রসুন-৪-৫ কোয়া
কাঁচালঙ্কা-২টি
গোটা গোলমরিচ-৪-৫টি
রোস্টেড ছাতু-২ টেবিল চামচ
পিঁয়াজ বাটা-১টি মাঝারি সাইজের
লেবুর রস-১ টেবিল চামচ
নুন-পরিমাণমতো
মিঠে আতর-২-৩ ফোঁটা
গোলমরিচ গুঁড়ো-১২ চা চামচ
সাদা তেল-২ টেবিল চামচ
ঘি-১ টেবিল চামচ।

প্রণালীঃ ১. প্রথমে চিকেন কিমা নিন এবং তা ধনেপাতা, রসুন, লঙ্কা এবং গোলমরিচ একসঙ্গে মিহি পেস্ট করে নিন।

২. এরপর একটি বাটিতে চিকেন কিমা নিয়ে এই পেস্টটি মিশিয়ে দিন। লেবুর রস, নুন, গোলমরিচ গুঁড়ো,

এবং মিঠে আতরও যোগ করুন।

৩. এই মিশ্রণটি ভালোভাবে মাখিয়ে ১ ঘণ্টা ম্যারিনেট করে রাখুন।

৪. এখন একটি প্যানে তেল গরম করে পিঁয়াজ বাটা এবং কাঁচালঙ্কা কুচি দিয়ে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত ভেজে নিন।

৫. তারপর ম্যারিনেটেড চিকেন কিমা যোগ করে সেদ্ধ করুন। এক্ষেত্রে পরিমাণমতো নুন যোগ করবেন।

৬. কাবাব তৈরি হওয়ার পর তাতে মিঠে আতর ছড়িয়ে দিন। বাইন্ডিংয়ের জন্য রোস্টেড ছাতু মাখিয়ে স্টিকের আকারে গড়ে নিন।

৭. এরপর তাওয়ায় ঘি ব্রাশ করে কাবাবগুলো এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। এই কাবাবটি দারুণ মোলায়েম এবং মিষ্টি আতরের সঙ্গে একেবারে অদ্ভুত স্বাদের হবে, যা আপনার অতিথিদের মন জয় করবে।

আফগানি চিকেন কাবাব-

উপকরণঃ চিকেন (লেগ পিস) - ৫০০ গ্রাম
হলুদ গুঁড়ো - ১২ চা চামচ
গোলমরিচ গুঁড়ো- ১ চা চামচ
গরম মশলা গুঁড়ো- ১ চা চামচ
আমন্ড - ৪-৫টি
কাঁচা লঙ্কা - ২-৩টি
পরিমাণমতো জল
টক দই - ৩ টেবিল চামচ
আদাবাটা - ১ চা চামচ
রসুনবাটা - ১ চা চামচ
নুন - পরিমাণমতো
ফ্রেশ ক্রিম - ৩ টেবিল চামচ
কসৌরি মেথি - ১ চা চামচ
সাদা তেল - ২ টেবিল চামচ
গলানো মাখন - ১ টেবিল চামচ

প্রণালীঃ ১. প্রথমে চিকেন লেগ পিসগুলো ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিন। মাংসের গায়ে কিছুটা চিরে দিন যাতে মশলা ভিতরে ঢুকে ভালোভাবে মিশে যেতে পারে।

২. আমন্ডগুলো কিছু সময়ের জন্য জলে ভিজিয়ে রাখুন, পরে খোসা ছাড়িয়ে পেস্ট তৈরি করুন।

৩. একটি বড় বাটিতে টক দই, আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, গরম মশলা গুঁড়ো, আমন্ড-লঙ্কার পেস্ট, ফ্রেশ ক্রিম, কসৌরি মেথি, নুন এবং সাদা তেল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন।

৪. এই মশলা মিশ্রণটি চিকেন পিসগুলোতে ভালোভাবে মাখিয়ে ৩ ঘণ্টার জন্য ফ্রিজে রেখে দিন।

৫. তাওয়ায় ঘি ব্রাশ করে চিকেন পিসগুলো ঢেকে এপিঠ-ওপিঠ ভেজে নিন। মাঝে মাঝে গলানো মাখন দিয়ে মাংসের গায়ে ব্রাশ করতে ভুলবেন না।

৬. মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে মজাদার আফগানি কাবাব তৈরি।

এই কাবাবের বিশেষত্ব হলো এর মোলায়েম মাংস এবং মশলার অদ্ভুত মিশ্রণ, যা খাবারের স্বাদকে একদম অন্য স্তরে নিয়ে যায়।

পার্টির জন্য উপযুক্ত কাবাবের সাজেশন-

বর্ষবরণের পার্টি বা যেকোনো ঘরোয়া উৎসবে সেরা খাবার হিসেবে কাবাব সবসময় মনোযোগ আকর্ষণ করে। বিশেষ করে ছাতু-ধনে চিকেন কাবাব এবং আফগানি চিকেন কাবাবের মতো রেসিপি আপনার অতিথিদের মধ্যে এক নতুন স্বাদের অনুভূতি তৈরি করবে। এছাড়া, কাবাব পরিবেশন করার সময়ে একটু স্যালাড বা মাংসের সঙ্গে মিষ্টি আতরের ছোঁয়া দিতে পারেন, যাতে খাবারের স্বাদ আরও বেড়ে যায়।

এছাড়া, কাবাবের সঙ্গে ঠান্ডা পানীয় এবং কিছু পিঠে-তাওয়া খাবারের সংমিশ্রণ আরও বেশি উত্তম। ভাজা পাঁপড় বা ধনে-লেবুর রায়তা কাবাবের সাথে পরিবেশন করলে সারা দিনটির আনন্দ এবং মজা বাড়বে। বাড়িতে কাবাব তৈরি করার সহজ পদ্ধতি এবং রেসিপি অনুসরণ করে, আপনি নিজেই পার্টির সেরা শেফ হয়ে উঠতে পারেন। শুধু এই রেসিপিগুলির সঠিক উপকরণ এবং সময়ের মিশ্রণ আপনাকে একধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই আরও অনেক বিশেষ মুহূর্তের জন্য রান্না করুন, আর কাবাবের মতো খাবারের স্বাদ উপভোগ করুন!

এগুলো হল ঝটপট কাবাব তৈরির দুটি সহজ রেসিপি যা আপনি যেকোনো সময় বাড়িতে বানিয়ে অতিথিদের মন জয় করতে পারবেন।

মোমো থেকে মটন নিহারি-শীতের কলকাতায় পেটপুজোর মহাযজ্ঞ, রইল সেরা ফুডের ঠিকানা

শীত এলেই কলকাতার রাস্তাঘাট, অলিগলি আর পাড়ার মোড় যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। হালকা কুয়াশা, ভোরের শিশির, বিকেলের রোদ আর রাতের হিমেল হাওয়া-সব মিলিয়ে এই শহরের শীত মানেই জমিয়ে খাওয়াদাওয়া। সারাবছর যতই ডায়েট, ক্যালোরি কাউন্ট বা ' একটু কম খাব' চলুক না কেন, উসব আর শীতের মরশুমে সেই সব নিয়ম কার্যত জানলা দিয়ে উধাও হয়ে যায়। কারণ শীত মানেই পেটপুজোর আদর্শ সময়। এবছর বড়দিনের আগেই কলকাতায় শীত বেশ জাঁকিয়ে বসেছিল। তাপমাত্রা নামছে, সন্ধ্যা নামলেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। এমন সময়ে শরীর আর মন-দু'জনেই একটু উষ্ণতার খোঁজ করে। আর সেই উষ্ণতার সবচেয়ে সহজ রাস্তা অবশ্যই খাবারের প্লেট। গরম ধোঁয়া ওঠা স্যুপ, ঝাল-ঝাল চাটনি, কাবাবের ধোঁয়া, কচুরির ভাজা গন্ধ বা দীর্ঘক্ষণ ধরে রান্না করা ঘন ঝোল-সব মিলিয়ে শীতের কলকাতা যেন এক বিশাল ওপেন-এয়ার ফুড ফেস্টিভ্যাল। শীতের রাতে রাস্তায় বেরিয়ে গরমাগরম স্ট্রিট ফুড দেখলে না চেখে ফিরে আসা কার্যত অসম্ভব। সাধ আর সাধ্যের মেলবন্ধন ঘটিয়ে কোথায় কী খাবেন, কোন জায়গায় গেলে মিলবে সেরা স্বাদ-এই প্রশ্নই এখন শহরের প্রতিটি ভোজনরসিকের মাথায়। সেই ভাবনা থেকেই রইল শীতের কলকাতার সেরা খাওয়াদাওয়ার হদিশ-মোমো থেকে শুরু করে ঐতিহ্যবাহী মটন নিহারি পর্যন্ত।

শীত মানেই মোমো-স্যুপঃ পাহাড়ি স্বাদের খোঁজেঃ

শীতকালে মনটা একটু গরম স্যুপ আর নরম, রসালো মোমোর দিকেই ছুটে যায়। পাহাড়ি এই খাবারটি এখন আর শুধু পাহাড়েই সীমাবদ্ধ নয়। বহুদিন ধরেই মোমো কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় স্ট্রিট ফুড। বছরভর শহরের প্রায় প্রতিটি মোড়ে মোমোর দোকান দেখা গেলেও, শীতের সময়ে এই খাবারের আবেদন যেন কয়েকগুণ বেড়ে যায়। তবে কলকাতায় বসে যদি খাঁটি পাহাড়ি মোমোর স্বাদ নিতে চান, তাহলে আপনাকে যেতেই হবে ময়দানে। বাঁশ আর কাঠের সাজে তৈরি এই রেস্তরাঁয় ঢুকলেই মনে হবে আপনি

শহর ছেড়ে সোজা সিকিমে চলে গিয়েছেন। গরম স্যুপের সঙ্গে স্টিমড মোমো বা ফ্রাইড মোমো-স্বাদে একেবারে পাহাড়ের ছোঁয়া। এছাড়াও রিনচেন মোমো কিংবা লেপচা মোমোপ্রেমীদের কাছে বহুদিনের পরিচিত। চিকেন, পোর্ক কিংবা ভেজ-সব ধরনের মোমোই এখানে সমান জনপ্রিয়। সবচেয়ে বড় কথা, পকেটেও খুব বেশি চাপ পড়ে না। মাথাপিছু খরচ পড়ে আনুমানিক ১৬০ থেকে ২০০ টাকার মধ্যেই।

রোল-চাউমিনের চিরকালীন প্রেমঃ কলকাতার সঙ্গে রোল আর চাউমিনের সম্পর্কটা যেন রক্তের। সারাবছরই এগুলো খাওয়া হয়, কিন্তু শীতের সন্ধ্যায় হাঁটতে হাঁটতে গরম রোল বা ধোঁয়া ওঠা চাউমিনের স্বাদ আলাদা। এই সময় শহরের চেনা চাইনিজ দোকানগুলো যেন নতুন করে ভিড় জমাতে শুরু করে। যাদবপুরের চায়না গ্রিন, কলেজ স্ট্রিটের দিলখুশা কেবিন বা গুঞ্জন চাইনিজ ফুড, শোভাবাজারের মিত্র কাফে, কিংবা পার্ক স্ট্রিটের বিখ্যাত হটকাটি রোল-এই জায়গাগুলোতে গেলে খাঁটি কলকাতার চাইনিজ আর রোলের স্বাদ মিলবেই। ডিম, চিকেন বা মাটন রোলের সঙ্গে হাক্কা নুডলস কিংবা চিলি চিকেন-শীতের সন্ধ্যার জন্য একেবারে পারফেক্ট কম্বিনেশন। সবচেয়ে ভালো দিক, মাথাপিছু খরচ মাত্র ৫০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যেই।

কাবাবপ্রেমীদের স্বর্গঃ শীত এলেই কাবাবের কথা না বললে চলে না। ধোঁয়া ওঠা শিক কাবাব, রসালো বটি কাবাব বা নরম গালাউটি-এই সময় মোঘলাই খাবারের স্বাদ যেন আরও গভীর লাগে। আর কলকাতায় উৎকৃষ্ট কাবাবের খোঁজে গেলে চোখ বন্ধ করে যেতেই পারেন জাকারিয়া স্ট্রিটে। এই এলাকার অলিগলিতে সারি সারি কাবাবের দোকান। সন্ধ্যা নামলেই চারপাশে ভেসে আসে মশলা আর ভাজার গন্ধ। এক প্লেট কাবাবেই মন-প্রাণ-পেট সব জুড়িয়ে যায়। সবচেয়ে বড় কথা, স্বাদের তুলনায় দাম একেবারেই সাধ্যের মধ্যে। একজনের জন্য গড়ে ১০০ টাকার মধ্যেই জমিয়ে কাবাব খাওয়া সম্ভব।

কচুরি-সিঙাড়ার চিরন্তন টানঃ কচুরি আর সিঙাড়া মুখে রোচে না-এমন ভোজনরসিক খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। শীতের সকালে চারটে ফুলকোচুরি আর ভাঙা ভাঙা আলুর ঝাল-ঝাল তরকারি-এই স্বাদ যেন নস্টালজিয়ার সঙ্গে মিশে থাকে। সকালের ঠান্ডায় এমন জলখাবার শরীর মন দুটোই গরম করে দেয়। এই স্বাদ পেতে হলে চলে যান কলেজ স্ট্রিটের পুঁটিরাম, বউবাজারের ভীম নাগ বা হাতিবাগানের নকুড়ের দোকানে। বহু দশক ধরে এই জায়গাগুলো কলকাতার জলখাবারের ঐতিহ্য বহন করে চলেছে। দামও অত্যন্ত কম-মাথাপিছু ২৫ থেকে ৪৫ টাকার মধ্যেই পেটভরে কচুরি-তরকারি বা সিঙাড়া উপভোগ করা যায়।

শীতের রাজাঃ মটন নিহারিঃ সবশেষে যে খাবারটির কথা না বললেই নয়, তা হল শীতের কলকাতার আসল রাজা-মটন নিহারি। দীর্ঘক্ষণ ধরে ধীরে ধীরে রান্না করা মাংস, এতটাই নরম যে চামচ ছোঁয়ালেই গলে যায়। তার সঙ্গে বাছাই করা মশলার ঘন ঝোল-এই পদ শুধু খাবার নয়, একেবারে অভিজ্ঞতা। কলকাতার খাদ্য ইতিহাসে নিহারি একটি অত্যন্ত পুরনো এবং সম্মানজনক রেসিপি। শীতের সকালে বা রাতে এই খাবারের স্বাদ সত্যিই অতুলনীয়। খাঁটি নিহারি খেতে চাইলে আপনাকে আসতেই হবে চাঁদনি চকের পুরনো রেস্তরাঁগুলোতে। এখানে রান্নার পদ্ধতি আজও প্রায় অপরিবর্তিত। অবশ্য বাজেট একটু বেশি-মাথাপিছু ২০০ থেকে ২৫০ টাকা খরচ হতে পারে। কিন্তু এমন স্বাদের সঙ্গে কখনওই সমঝোতা চলে না। শেষ কথা-শীতের কলকাতা মানেই শুধু ঠান্ডা নয়, শীত মানেই অফুরন্ত স্বাদ আর পেটভরে খাওয়ার আনন্দ। মোমোর নরম কামড় থেকে শুরু করে নিহারির গভীর ঝোল-এই শহর প্রতিটি ভোজনরসিককে কিছু না কিছু উপহার দেয়। তাই এই মরশুমে এসব স্বাদ যদি না চেখে দেখেন, তাহলে সত্যিই অনেক কিছু মিস করবেন। শীতের আমেজে বেরিয়ে পড়ুন, শহরকে চেনুন তার খাবারের হাত ধরেই।

সপ্তাহে ১৪টি উড়ানে পুদুচেরির সঙ্গে সংযোগ ইন্ডিগোর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ বিমান সংস্থা ইন্ডিগো কেঃদ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতে তাদের পরিষেবা আরও জোরদার করেছে। বর্তমানে সপ্তাহে ১৪টি উড়ান চালু থাকায় পুদুচেরির সঙ্গে আকাশপথে যোগাযোগ উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত হয়েছে।ইন্ডিগো ২০২৪ সালের ২০ ডিসেম্বর থেকে পুদুচেরি রুটে পরিষেবা শুরু করে এবং এক বছরে এই অঞ্চলে তাদের উপস্থিতি আরও সুদৃঢ় করেছে। বর্তমানে পুদুচেরি থেকে বেঙ্গালুরু ও হায়দরাবাদ-এর সঙ্গে নিয়মিত উড়ান চালানো হচ্ছে, যার ফলে যাত্রীদের যাতায়াত অনেকটাই সহজ হয়েছে।শনিবার সংস্থার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উন্নত বিমান সংযোগের ফলে পুদুচেরির বাসিন্দা, ছাত্রছাত্রী, পেশাজীবী ও পর্যটকরা উপকৃত হচ্ছেন। বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবা ও উচ্চশিক্ষার জন্য বড় শহরে যাতায়াত এখন আরও স্বাচ্ছন্দ্যপূর্ণ হয়েছে। উন্নত সংযোগ আঞ্চলিক উন্নয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট-ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপের কৌশলগত জোট

মুম্বই, ৩ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ ফারহান আখতার এবং রিতেশ সিধওয়ানির প্রযোজনা সংস্থা এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট আন্তর্জাতিক বিনোদন দুনিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে চলেছে। বিশ্বখ্যাত ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপের সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বে যাচ্ছে সংস্থাটি, যা ভারতীয় বিনোদন শিল্পে নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলবে বলে মনে করা হচ্ছে। শনিবার জানা গেছে , এই চুক্তির মাধ্যমে ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপ ভারতীয় বাজারে আরও শক্ত অবস্থান গা।তে চাইছে, অন্যদিকে এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট তাদের কনটেন্ট প্রযোজনা ও আন্তর্জাতিক বিস্তার বা।।তে প্রস্তুত। প্রস্তাবিত চুক্তিতে ইউনিভার্সাল মিউজিক গ্রুপ এক্সেলে সীমিত অংশীদারিত্ব পাবে, তবে সৃজনশীল ও নীতিগত নিয়ন্ত্রণ থাকবে ফরহান আখতার ও রিতেশ সিদ্ধওয়ানির হাতেই।২৫ বছর পূর্তির বছরে এই আন্তর্জাতিক জোট এক্সেল এন্টারটেইনমেন্টের যাত্রায় নতুন অধ্যায় হিসেবে ধরা হচ্ছে।

ঝোড়ো হাওয়ার তাণ্ডব মাউন্ট বাল্ডিতেঃ তীব্র বাতাসে ভারসাম্য হারিয়ে মৃত্যু অন্তত ৩ পর্বতারোহীর

৩ জানুয়ারিঃ দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার পাহাড়ে ফের মর্মান্তিক দুর্ঘটনা। প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার দাপটে ভারসাম্য হারিয়ে ঢাল থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে অন্তত তিন জন পর্বতারোহীর। ঘটনাটি ঘটেছে সান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালায় অবস্থিত মাউন্ট বাল্ডিতে-যা ক্যালিফোর্নিয়ার অন্যতম বিপজ্জনক শৃঙ্গ হিসেবে পরিচিত। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন মাত্র ১৯ বছর বয়সি এক তরুণ। দুর্ঘটনার পর প্রবল বাতাসের কারণে উদ্ধারকাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয় বলে জানিয়েছেন প্রশাসনিক আধিকারিকরা। পুলিশ ও উদ্ধারকারী দল সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার (স্থানীয় সময়) সকালে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার একটি পাহাড়ি ট্রেইলের কাছে এক পর্বতারোহী ঢাল থেকে পড়ে গুরুতর আহত হয়েছেন-এমন একটি খবর আসে সান বার্নার্ডিনো কাউন্টি শেরিফের দপ্তরে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেয়। অনুসন্ধান চালাতে গিয়েই উদ্ধারকারীরা আরও ভয়াবহ পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। সোমবার সন্ধ্যায় লস অ্যাঞ্জেলেসের পূর্বে অবস্থিত প্রায় ৩,০৪৮ মিটার উচ্চতার মাউন্ট বাল্ডি এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে তিন জন পর্বতারোহীর দেহ উদ্ধার করা হয়। আধিকারিকদের মতে, প্রবল ঝোড়ো হাওয়া এবং দুর্গম পাহাড়ি ভূখণ্ডের মধ্যেও জিপিএস লোকেশন ট্র্যাক করে মৃতদের অবস্থান চিহ্নিত করা সম্ভব হয়। যদিও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে উদ্ধার অভিযান ছিল অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ও সময়সাপেক্ষ। নিহতদের মধ্যে ১৯ বছর বয়সি এক তরুণ মাউন্ট বাল্ডির কুখ্যাত ডেভিলস ব্যাকবোন ট্রেইল থেকে প্রায় ৫০০ ফুট নিচে পড়ে যান বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তাঁর সঙ্গে একটি জিপিএস-যুক্ত মোবাইল ফোন ছিল, যার মাধ্যমেই উদ্ধারকারীরা তাঁর অবস্থান শনাক্ত করতে সক্ষম হন। তবে ততক্ষণে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর প্রথমে হেলিকপ্টারের মাধ্যমে উদ্ধারকাজ চালানোর পরিকল্পনা করা হয়। কিন্তু পাহাড়চূড়ায় তীব্র বাতাস বইতে থাকায় হেলিকপ্টার সেখানে নামতে পারেনি। পরে আরও একবার একই চেষ্টা করা হলেও প্রবল ঝোড়ো হাওয়ার

কারণে সেই উদ্যোগও ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত স্থলপথে বিপজ্জনক পরিস্থিতির মধ্যেই উদ্ধারকারীরা দেহগুলি উদ্ধার করেন।সান বার্নার্ডিনো কাউন্টি শেরিফের অফিস জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া তিন জনের পরিচয় এখনও প্রকাশ করা হয়নি। তাঁদের পরিবারের সদস্যদের জানানো না পর্যন্ত এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে আধিকারিকরা জানান, উদ্ধার ও তল্লাশি অভিযান এখনও পুরোপুরি শেষ হয়নি। আশপাশের এলাকায় আর কেউ বিপদে পড়েছেন কি না, তা নিশ্চিত করতে অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে। এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, সান গ্যাব্রিয়েল পর্বতমালার মাউন্ট বাল্ডি দীর্ঘদিন ধরেই আমেরিকার সবচেয়ে মারাত্মক শৃঙ্গগুলির মধ্যে একটি হিসেবে পরিচিত। আকর্ষণীয় ট্রেইল এবং প্রাকৃতিক সৌন্টর্যের জন্য বহু পর্বতারোহী ও ট্রেকারের পছন্দের জায়গা হলেও, আবহাওয়ার হঠাৎ পরিবর্তন এখানে বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে শীত ও বসন্তের সন্ধিক্ষণে এই অঞ্চলে ঝোড়ো হাওয়া, তুষারপাত এবং কুয়াশা পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তোলে। আধিকারিকদের মতে, দুর্ঘটনার সময় ওই অঞ্চলের কয়েকটি অংশে ঘণ্টায় প্রায় ১১০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইছিল। এমন পরিস্থিতিতে পাহাড়ি ট্রেইলে হাঁটা বা চূড়ায় ওঠা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। ডেভিলস ব্যাকবোন ট্রেইল বিশেষভাবে বিপজ্জনক হিসেবে পরিচিত, কারণ সরু পথের দু'পাশেই রয়েছে খাড়া ঢাল। এই দুর্ঘটনার পর ফের একবার পর্বতারোহীদের সতর্ক থাকার বার্তা দিয়েছে প্রশাসন। আবহাওয়ার পূর্বাভাস ভালোভাবে দেখে তবেই পাহাড়ে ওঠার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি উপযুক্ত নিরাপত্তা সরঞ্জাম, অভিজ্ঞ গাইড এবং জরুরি যোগাযোগ ব্যবস্থা সঙ্গে রাখার ওপর জোর দিয়েছেন আধিকারিকরা। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের টানে মানুষ বারবার পাহাড়ের দিকে ছুটে যায়, কিন্তু মাউন্ট বাল্ডির মতো শৃঙ্গে প্রকৃতি যে কতটা নির্মম হয়ে উঠতে পারে, এই দুর্ঘটনা তারই আরও এক করুণ উদাহরণ। তীব্র বাতাসের এক ঝাপটাই যে জীবন-মৃত্যুর ব্যবধান গড়ে দিতে পারে, তা আবারও মনে করিয়ে দিল ক্যালিফোনিয়ার এই পাহাড়ি ট্র্যাজেডি।

রাতভর বিস্ফোরণে আতঙ্ক ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে, আমেরিকার ভূমিকা ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে

৩ জানুয়ারি ঃ ভোররাত জুড়ে একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠল ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাস। শনিবার ভোর থেকে আচমকা এই বিস্ফোরণ ঘিরে ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায় শহরজুড়ে। স্থানীয় সময় অনুযায়ী, গভীর রাত পেরিয়ে ভোরের দিকে পরপর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় বলে সংবাদ সংস্থা সূত্রে খবর। কী কারণে এই বিস্ফোরণ, তার নেপথ্যে

কারা-তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে ঘটনার পর থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন উঠছে, এর পিছনে কি আমেরিকার কোনও ভূমিকা রয়েছে? এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, বিস্ফোরণের পর কারাকাসের দক্ষিণ দিকের একটি বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই অঞ্চলের কাছেই রয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক কেন্দ্র। ফলে বিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে সামরিক পরিকাঠামোর কোনও যোগ রয়েছে কি না, তা নিয়েও শুরু হয়েছে জল্পনা। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই জানিয়েছেন, শব্দ এতটাই তীব্র ছিল যে মনে হচ্ছিল ভূমিকম্প হচ্ছে। ঘটনার পরপরই সোশ্যাল মিডিয়ায় একাধিক ভিডিও ছড়িয়ে পড়ে। সেই সব ভিডিওতে বিস্ফোরণের আলো এবং বিকট শব্দের মুহূর্ত ধরা পড়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে এই ভিডিওগুলির সত্যতা এখনও স্বাধীনভাবে যাচাই করা হয়নি। ফলে প্রশাসনের তরফে নিশ্চিত করে কিছু বলা হয়নি।

বিস্ফোরণের কারণ ঘিরে ধোঁয়াশাঃ এই বিস্ফোরণ ঠিক কীভাবে ঘটল, তা নিয়ে এখনও কোনও স্পষ্ট তথ্য সামনে আসেনি। এটি কি মিসাইল হামলা, বোমা বিস্ফোরণ, নাকি কোনও প্রযুক্তিগত বা দুর্ঘটনাজনিত ঘটনা-সে বিষয়ে নিশ্চিত করে কিছু জানানো হয়নি। ভেনেজুয়েলা সরকার এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক বিবৃতি দিয়ে বিস্ফোরণের প্রকৃত কারণ ব্যাখ্যা করেনি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, যেহেতু বিস্ফোরণের এলাকা একটি সামরিক ঘাঁটির কাছাকাছি, তাই দুর্ঘটনাজনিত বিস্ফোরণের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আবার অন্য একটি অংশের ধারণা, পরিকল্পিত হামলার সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রশাসনের তরফে তদন্ত শুরু হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তমূলক তথ্য প্রকাশ্যে আসেনি।

সিআইএ ও ড্রোন হামলার প্রসঙ্গঃ এই বিস্ফোরণের ঘটনার মাঝেই নতুন করে আলোচনায় উঠে এসেছে আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ-এর নাম। সিএনএন-এর একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, কয়েকদিন আগেই ভেনেজুয়েলার উপকূলে একটি বঃদরে ড্রোন হামলা চালানো হয়েছিল। অভিযোগ অনুযায়ী, ওই হামলার পিছনে ছিল সিআইএ। আমেরিকার দাবি ছিল, ওই বন্দরটি আন্তর্জাতিক মাদক পাচারকারীরা ব্যবহার করছিল। সেই সংক্রান্ত গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতেই ওই ড্রোন হামলা চালানো হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে ভেনেজুয়েলার তরফে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে বলে বিভিন্ন সূত্রে খবর। এই ঘটনার পর থেকেই ভেনেজুয়েলা ও আমেরিকার মধ্যে উত্তেজনা আরও বেড়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই দুই দেশের সম্পর্ক তলানিতে ঠেকেছে। অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং পারস্পরিক কূটনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্যে এই নতুন বিস্ফোরণের ঘটনা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

রাজধানীতে আতঙ্ক, সাধারণ মানুষের উদ্বেগঃ রাতভর বিস্ফোরণের শব্দে সাধারণ মানুষের মধ্যে চরম আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অনেকেই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। কেউ কেউ আবার সোশ্যাল মিডিয়ায় লাইভ ভিডিও করে পরিস্থিতির কথা জানান। বিদ্যু চলে যাওয়ায় বহু এলাকায় অন্ধকার নেমে আসে, যার ফলে আতঙ্ক আরও বেড়ে যায়।

স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরেই দেশটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে। তার উপর এই ধরনের বিস্ফোরণের ঘটনা মানুষের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। অনেকেই আশঙ্কা করছেন, পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে।

আজ দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইয়ের ৮২ তম শুভ জন্মদিনে ভক্তরা শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিদর্শন রেলমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি (হি.স.)ঃরেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব শনিবার দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেন পরিদর্শন করেছেন। সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় বৈষ্ণব বলেন, ট্রেনটি রাতারাতি এবং দীর্ঘ দূরত্বের যাত্রার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। মন্ত্রী জানান, সম্পূর্ণ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত এই স্লিপার পরিষেবাটি এই মাসের দ্বিতীয়ার্ধে গুয়াহাটি ও কলকাতার মধ্যে চালু করা হবে, যা ভারতীয় রেলওয়ের অধীনে দীর্ঘ দূরত্বের রেলযাত্রায় একটি বড় অগ্রগতি চিহ্নিত করবে। তিনি আরও বলেন, বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনটি ভারতের সেমি-হাই-স্পিড রেল রূপান্তরের পরবর্তী পর্যায়কে দিশানির্দেশ করে, যা দ্রুত ভ্রমণ, আরাম এবং আধুনিক সুরক্ষা ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেয়। বৈষ্ণব উল্লেখ করেন, ট্রেনটি আরামদায়ক স্লিপার বার্থ, স্বয়ংক্রিয় দরজা এবং আধুনিক শৌচাগার-সহ অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা দিয়ে সজ্জিত।

পার্সেল ব্যবসায় উন্নতি

গোরখপুর, ৩ জানুয়ারিঃ ভারতীয় রেলওয়েতে পার্সেল ব্যবসা সম্প্রসারণ ও প্রচারের জন্য, ব্যবসায়ী এবং কৃষকদের স্বস্তি প্রদানের জন্য পূর্ববর্তী নীতিগুলি সংশোধন করা হয়েছে, একটি সমষ্টিগত হিসাবে নিবন্ধনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখযোগ্যভাবে শিথিল করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সহ সমস্ত আঞ্চলিক রেলওয়েতে এই ছাড় দেওয়া হচ্ছে, যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ এর সুবিধা পেতে পারে। পার্সেল ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য, পার্সেল স্পেস লিজের ই-নিলামের জন্য টার্নওভার, ব্যালেন্স শিট, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদির মতো প্রবেশ বাধাগুলি অপসারণ করা হয়েছে এবং জয়েন্ট পার্সেল প্রোডাক্ট-র‍্যাপিড কার্গো সার্ভিস স্কিমের অধীনে আর্থিক মানদণ্ড শিথিল করা হয়েছে। লজিস্টিকস, কার্গোকুরিয়ার হ্যান্ডলিং এবং পরিবহন ব্যবসার জন্য পূর্ববর্তী আর্থিক বছরে ৫০ লক্ষ টাকার নিট টার্নওভারের প্রয়োজনীয়তা অপসারণ করা হয়েছে। যেসব ব্যবসায়ী বা কৃষক ফ্রেইট ফরোয়ার্ডারট্রান্সপোর্টারদের অ্যাগ্রিগেটর হিসেবে তালিকাভুক্ত করতে চান, তাদের জন্য নিবন্ধন ফি ২০,০০০ টাকা জিএসটি থেকে কমিয়ে ১০,০০০ টাকা জিএসটি এর তালিকাভুক্তি ফি অর্ধেক করা হয়েছে। পার্সেল কার্গো এক্সপ্রেস ট্রেন (পিসিইটি) পরিচালনার জন্য যোগ্যতার মানদণ্ড উন্নত করা হয়েছে। গত তিন আর্থিক বছরে ১০ কোটি টাকার বার্ষিক টার্নওভার সহ নিবন্ধিত ইজারাদার এবং অন্যান্যদের জন্য প্রয়োজনীয়তা অপসারণ করা হয়েছে। এখন, সমস্ত নিবন্ধিত ইজারাদাররা উন্মুক্ত দরপত্রে অংশগ্রহণের যোগ্য হবেন। এটি পার্সেল ব্যবসাকে উৎসাহিত করবে।

CHANGE OF NAME

I HOSSAIN MOLLICK S/O RAFIKUL MOLLICK MY NAME HAS BEEN RECOARDED IN MY BIRTH CERTIFICATE AS HOSSIEN MALLICK AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 9/12/2025 I HOSSAIN MOLLICK AND HOSSIEN MALLICK, HOSSAIN MALLICK AND MY FATHER RAFIKUL MOLLICK AND RAFI KUL MALLICK MY MOTHER NARGIS KHATUN MALLIK AND NARGIS KHATUN MLLICK ALL ARE SAME PER SON R/O Vill+ P. O CHRATALA P.S CHAPRA NADIA.

CHANGE OF NAME

I ,RAIHENA BEGAM W/O SHAFIUDDIN AHAMED MY NAME HAS BEEN RECORDED IN WEST BENGAL VOTER LIST 2002 AS RAHELA MONDAL AFFIDAVIT BY JUDICIAL MAGISTRATE ALI PORE COURT ON 31-12-2025 RAIHENA BEGAM AND RAHELA MONDAL BOTH ARE SAME PERSON. R/O ,VILL PANCHKHELA P.O PLASSEY P/S KALIGANJ NADIA MY ACTUAL NAME IS RAIHENA BEGAM.

CHANGE OF NAME

I ,Lakshmi Debnath, W/o -Narayan Debnath, resident of Village Ukhura, P.O. Ukhura Sarangpur, P.S. Purbasthall, Dist. Purba Bardhaman, W.B., Pin Code No. 713512, India, do hereby declare that 1 have changed my name from Lakshmi Debnath to Laxmi Debnath and henceforth I shall be known as Laxmi Debnath in all purpose, vide affidavit no. 49 sworn before the Notary Public at Kalna Court on 02/01/2026 Laxmi Debnath and Lakshmi Debnath, both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I FIROJA BEGAM JAMADAR AFFIDAVIT BY EXECUTIVE MAGISTRATE HOWRAH COURT ON 24-12-2025 I FIROJA BEGAM JAMADAR AND FIROJA BEGUM IS SAME IDENTICAL PERSON. AFFAN JAMADAR IS MY SON. R/O VILL BELDUBI (JAMA DAR PARA) P-O BELDUBI , P. S - PANCHLA, DIST - HOWRAH.

CHANGE OF NAME

I, ASHRAF HUSSAIN (OLD NAME) SON OF LATE GHANSOO MISTRY RESIDING AT 43, ISMAIL STREET, KOLKATA-700014, WEST BENGAL, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD ASHRAF HUSSAIN (NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA VIDE AN AFFIDAVIT DATED 08/12/2025. ASHRAF HUSSAIN (OLD NAME) AND MD ASHRAF HUSSAIN (NEW NAME) BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

নাম পদবী পরিবর্তন

আমি AFRUTAJ KHATUN MOLLA WO ALAMGIR MOLLA গ্রাম ছোট আজগারা পোস্ট এফ এস হাট থানা ন্যাজাট উঃ২৪ পরগনা আমার আধার নাম্বার ৬১১৩ ৬৬৯০ ৮৫০৫ আমার ভোটার কার্ড নাম্বার NVY0909077 আমার পুত্র AFIK HASAN MOLLA র জন্ম সার্টিফিকেটে AFRUTAJ BIBI হয় আমি basirhat judicial magistrate first class দ্বারা AFRUTAJ KHATUN MOLLA এবং AFRUTAJ BIBI এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম।

CHANGE OF NAME

I, Pradip Dey S/o Lt Nagendra Nath Dey residing at 4, Sirish Ch. Chowdhury Lane, Kolkata(M. Corp), Kolkata-700002 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name PRADIP DEY instead of UJJAL DEY(Nick name) and my father's actual name LT. NAGENDRA NATH DEY instead of LT N N DEY which is wrongly recorded in my Driving License No. WB01 1986 0309080, vide an affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 20/12/2025. UJJAL DEY(Nick name) S/o LT N N DEY and Pradip Dey S/o Lt Nagendra Nath Dey all are same and identical person.

ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়ার উদ্যোগে শুরু হল গজ উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ হাতি ও মানুষের সহবস্থানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পশ্চিমবঙ্গে গজ উৎসব শুরু করল ওয়াইল্ড লাইফ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে রবীন্দ্রভানু মঞ্চে অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে গজ উৎসব শুরু হয়। উপস্থিত ছিলেন বনদফতরের সিসিএফ বালা মুরুগন, সংগঠনের সহ সভাপতি ডঃ সন্দীপ কুমার তিওয়ারি, অজয় সিং এডিআরএম কাঠিহার ডিভিশন সহ অন্যান্যরা। এদিন অনুষ্ঠানে বন দফতর, রেল, বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক বিভাগ অংশগ্রহণ করে। সংগঠনের তরফে জানা গিয়েছে, মানুষের সঙ্গে হাতির সংযোগ কিভাবে করা যায় সেই লক্ষ্যে সকল সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে এই গজ উৎসব করা হচ্ছে। জঙ্গল বাঁচানোর পাশাপাশি হাতি ও মানুষের জীবন রক্ষা করাও এই উৎসবের লক্ষ্য। গজ উৎসব অভিযান হল এশীয় হাতিদের জন্য চলাচলের অধিকার সুরক্ষিত করা।

অঙ্কুর ক্যারাটে অ্যাকাডেমির আয়োজনে সফল ক্যারাটে মহোৎসব - সিজন ৩

সোমনাথ চক্রবর্তী,হাওড়া, ৩ জানুয়ারি ঃ অঙ্কুর ক্যারাটে অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দাসনগরের আলমোহন দাস ইনডোর স্টেডিয়ামে জাতীয় স্তরের 'ক্যারাটে মহোৎসব - সিজন ৩' সাফল্যের সঙ্গে সম্পন্ন হয়েছে। দেশের

বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রতিভাবান ক্যারাটেকারা অংশ নিয়েছেন। অঙ্কুর ক্যারাটে অ্যাকাডেমি এই আয়োজনের মাধ্যমে ভারতীয় ক্যারাটে উন্নয়ন ও যুব প্রজন্মের চরিত্র গঠনে নিজেদের অগ্রণী ভূমিকা আবার প্রমাণ করল। প্রধান অতিথি ছিলেন মন্ত্রী অরূপ রায়, দেবাংশু দাস, শ্যামল মিত্র সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। তাঁদের উপস্থিতি অনুষ্ঠানকে আরও মর্যাদাপূর্ণ করেছে। আগামী সিজনে আরও বড় আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আয়োজকরা সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

শিলিগুড়িতে ভর্তির ফি বাড়তি নেওয়ার অভিযোগে উত্তাল স্কুল চত্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়িতে আবার ভর্তির ফি বাড়তি নেওয়ার অভিযোগে উত্তাল স্কুল চত্বর। আজ শিলিগুড়ির শক্তিগড় বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তির ফি বেশি নেওয়ার অভিযোগে ছাত্রীরা ও অভিভাবকরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী ভর্তির ফরমের নির্ধারিত মূল্য ২৪০ টাকা হলেও স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই নিয়ম মানছে না এবং অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা হচ্ছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করেই শনিবার সকাল থেকে শক্তিগড় গার্লস স্কুলের সামনে বিক্ষোভে সামিল হন অভিভাবকরা। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ছাত্রীরাও। বিক্ষোভকারীদের দাবি, শিক্ষা দপ্তরের নির্ধারিত ফি কাঠামো উপেক্ষা করে স্কুল কর্তৃপক্ষ অভিভাবকদের উপর আর্থিক চাপ সৃষ্টি করছে, যা সম্পূর্ণ অনৈতিক এবং নিয়মবিরুদ্ধ। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে অল ইন্ডিয়া ডেমোক্রেটিক স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন (AIDSO)-এর সদস্যরাও স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন। সংগঠনের পক্ষ থেকে অবিলম্বে বাড়তি টাকা আদায় বন্ধ করা এবং অতিরিক্ত নেওয়া অর্থ ফেরত দেওয়ার দাবি জানানো হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার স্কুল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। তাঁদের দাবি, দ্রুত প্রশাসনের হস্তক্ষেপ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন তাঁরা। যদিও এই বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। প্রশাসনের নজরদারির দিকেই এখন তাকিয়ে অভিভাবক ও ছাত্রীরা।

ভোটার তালিকা হিয়ারিংয়ে উদ্বেগে মৃত্যু বিএলওর, ক্ষুব্ধ পরিবারের পাশে তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ কোচবিহারের ইছামাড়ি বানেশ্বরের ১০৩ নম্বর বুথের বিএলও আশিস ধর শনিবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আচমকা মৃত্যুবরণ করেন। পরিবার এবং স্থানীয় সূত্রের খবর অনুযায়ী, মৃত্যুতে ভোটার তালিকার বিশেষ সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ার চাপ মূল কারণ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আশিস ধর, যিনি তার বুথের দায়িত্ব পালন করছিলেন, শুক্রবার রাত থেকেই ভোটার হিয়ারিং প্রক্রিয়া নিয়ে গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। শিসবাবুর পরিবারের সদস্যরা জানাচ্ছেন, শুক্রবার রাত থেকে হিয়ারিং প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তায় ছিলেন বিএলও। শুক্রবার রাতেই হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তাতেই মৃত্যু হয় আশিসবাবুর। এই মৃত্যুতে এসাআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ফের ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছে তৃণমূল। মৃতের পরিবারের অপর এক সদস্য জানাচ্ছেন, এসআইআর নিয়ে খুব চিন্তায় ছিল। সারাক্ষণ বলত এই প্রক্রিয়া শেষ হলে বাঁচবে। একমাত্র ছেলে ছিল। পরিবারের কী হবে তা নিয়ে চিন্তায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছেন এবং সমবেদনা জানিয়েছেন। প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন। রাজ্যজুড়ে ভোটার তালিকা সংশোধনের এই বিশেষ প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে একের পর এক বিএলও ও ভোটারের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ্যে এসেছে। কেউ কেউ এই প্রক্রিয়ার চাপের কারণে অসুস্থ হয়ে মারা যাচ্ছেন। কেউ কেউ আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। তৃণমূল কংগ্রেস দাবি করছে, প্রশাসনের তাড়াহুড়ো এবং এসআইআর প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করার চাপেই এই ধরনের ঘটনা অতিরিক্ত হারে ঘটছে।

৬ জানুয়ারি রামপুরহাটে অভিষেকের জনসভা, সোনালি বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, রামপুরহাট, ৩ জানুয়ারি ঃ বছরের শুরু থেকেই রণংদেহী মেজাজে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যাচ্ছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয়

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রণসংকল্প সভার কর্মসূচি অনুযায়ী দলের কার্যক্রম তদারকি করছেন। আগামী ৬ জানুয়ারি তাঁর সভা অনুষ্ঠিত হবে রামপুরহাটে। সেই একই দিনে তিনি সম্ভাব্য সাক্ষাৎ করতে পারেন বাংলাদেশ থেকে ফিরে আসা সোনালি বিবির সঙ্গে। বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে সোনালি বিবি ও তাঁর পরিবারকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করে দিল্লি পুলিশ। পরে সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্টের নির্দেশে সোনালি ও সন্তানকে ফিরিয়ে আনা হয় দেশে। সেই সোনালি বিবির সঙ্গে দেখা করবেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন অভিষেক। তৃণমূল সূত্রের খবর, ৬ তারিখ তিনি দেখা করবেন সোনালির সঙ্গে। পরিকল্পনা অনুযায়ী, ৫ জানুয়ারি সোনালি রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল-এ ভর্তি হবেন। ৬ জানুয়ারি তাঁর সন্তান প্রসবের সম্ভাবনা রয়েছে। তৃণমূল সূত্র জানাচ্ছে, সন্তানকে কোলে নিয়ে সোনালি বিবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন অভিষেক। তবে তৃণমূলের জেলা কোর কমিটির চেয়ারম্যান আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এখনও চূড়ান্ত সফরসূচি কিছু আসেনি। সোনালি বিবি বলেন, আমার স্বামী-সহ চারজন এখনও কেন্দ্রের চক্রান্তে বাংলাদেশে আটক আছে। অভিষেকবাবু এলে তাদের ফিরিয়ে আনার আবেদন জানাব। ৬ জানুয়ারি রামপুরহাটের বিনোদপুর মাঠে জনসভা অনুষ্ঠিত হবে। শুক্রবার স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব এবং পুলিশ প্রশাসনের কর্মকর্তারা মাঠ পরিদর্শন করেছেন। সভার প্রস্তুতি তদারকি করা হচ্ছে যাতে নিরাপত্তা ও জনসাধারণের সুবিধা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে।

শৌচাগার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক মহিলাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা, মুর্শিদাবাদে গ্রেপ্তার বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৩ জানুয়ারি ঃ রাজ্য সরকারের তরফ থেকে দেওয়া শৌচাগার পাইয়ে দেওয়ার নাম করে এক মহিলাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা এবং শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল এক বিজেপি পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের ফরাক্কার একটি পঞ্চায়েতে। পুলিশ ইতিমধ্যে অভিযুক্ত পঞ্চায়েত সদস্য দীপঙ্কর দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ধৃতের বিরুদ্ধে ধর্ষণের চেষ্টা, শ্লীলতাহানি, জোর করে আটকে রাখার মতো মারাত্মক অভিযোগ রয়েছে। ধৃত ওই পঞ্চায়েত সদস্যকে শনিবার জঙ্গিপুর আদালতে পেশ করা হচ্ছে। ফরাক্কার তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, অত্যন্ত নিন্দাজনক এই ঘটনা। আমরা পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছি সঠিক তদন্ত করে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ফরাক্কার নয়নসুখ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা নির্যাতিতা ওই মহিলা শুক্রবার দুপুর নাগাদ দীপঙ্কর দাস নামে ওই পঞ্চায়েত সদস্যের একটি লজে গিয়েছিলেন। দুপুরবেলায় ওই লজে কেউ না থাকার সুযোগ নিয়ে দীপঙ্কর ওই মহিলাকে ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে আরও গেছে , বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্যের প্যান্ডেল তৈরির ব্যবসা রয়েছে। মাত্র কয়েক মাস আগে বিবাহিতা এক মহিলার সঙ্গে পালিয়ে গিয়ে নতুন করে তাঁকে বিয়ে করেছেন দীপঙ্কর। নির্যাতিতা ওই মহিলা বলেন, ফরাক্কা ব্লকের নয়নসুখ পঞ্চায়েতের যে গ্রামে আমার বাড়ি বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য তার কাছাকাছি থাকেন। সেই কারণে তিনি আমার পূর্ব পরিচিত। ওই মহিলা বলেন, পঞ্চায়েতের তরফ থেকে শৌচাগারের টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য আমাকে জানিয়েছিলেন। শৌচাগারের টাকা পাওয়ার জন্য উনি শুক্রবার দুপুরে আমাকে ব্যাঙ্কের পাস বই এবং আধার কার্ড নিয়ে নিজের লজে দেখা করতে বলেছিলেন। পঞ্চায়েত সদস্যকে আমি জানিয়েছিলাম আমার কাছে ব্যাঙ্কের পাসবই সেই মুহূর্তে নেই। তা শুনে বিজেপির ওই পঞ্চায়েত সদস্য শুধু আমার আধার কার্ড নিয়ে তার সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। নির্যাতিতা ওই মহিলা জানান, শুক্রবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ যখন আমি ওই ব্যক্তির লজে যাই সেই সময় হঠাৎ করে আমাকে ভেতরে ঢুকিয়ে পঞ্চায়েত সদস্য লজের শাটার বন্ধ করে দেন। এরপর উনি জোর করে আমার সঙ্গে শ্লীলতাহানি করেন এবং ধর্ষণ করার চেষ্টা করেন। আমি বাধা দিতে গেলে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি পর্যন্ত দেন। আমি কোনওরকমে চিৎকার চেঁচামেচি করে সেখান থেকে পালিয়ে আসি। শুক্রবার রাতে নির্যাতিতা ওই মহিলা ফরাক্কা থানায় বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ ইতিমধ্যেই বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দীপঙ্কর দাসকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ইতিমধ্যেই নির্যাতিতা ওই মহিলার মেডিক্যাল টেস্ট করানো হয়েছে। বিজেপির জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা সহ-সভাপতি অয়ন ঘোষ বলেন, আমাদের দল কোনও অন্যায়কে বরদাস্ত করে না। মহিলাদের সঙ্গে কোনও অন্যায় হলে তিনি যে দলেরই হোক না কেন তাঁর বিরুদ্ধে আমরা কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার দাবী করছি প্রশাসনের কাছে। আমাদের ভরসা রয়েছে পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করে গোটা বিষয়টির সঙ্গে যারা যুক্ত তাদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করবে।

চোরাশিকারী রুখতে জলদাপাড়ার জঙ্গলে রেডিও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা উদ্যান কর্তৃপক্ষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আলিপুরদুয়ার, ৩ জানুয়ারি ঃ নতুন বছরে আরও জোরদার জলদাপাড়া জঙ্গলের সুরক্ষা। বিট অফিস থেকে শুরু করে অ্যান্টি পোচিং টাওয়ারে এবারে টহলরত বনকর্মীদের হাতে আরও অত্যাধুনিক যন্ত্র তুলে দিল জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ। এবার জাতীয় উদ্যানের সব কটি বিটেই অত্যাধুনিক জিপিএস ডিভাইস পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ৫০ টির বেশি অ্যান্টি পোচিং টাওয়ারে রেডিও টেলিকমিউনিকেশন ব্যবস্থা সক্রিয় করা হয়েছে। প্রতিটি টাওয়ারের কর্মীদের হাতে এবারে তুলে দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট শক্তিশালী ওয়াকিটকি। প্রতিটি অ্যান্টি পোচিং টাওয়ারের সঙ্গে এবার থেকে সবচেয়ে কাছের বিট অফিসের যেমন নিবিড় যোগাযোগ থাকবে পাশাপাশি মাদারিহাটের মূল কন্ট্রোল রুমের সঙ্গেও বিট থেকে টাওয়ার যোগাযোগ আরও নিবিড় হবে। অরণ্যের গভীরে মোবাইল নেটওয়ার্ক থাকে না এক্ষেত্রে যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম শক্তিশালী ওয়াকিটকি। এর ফলে সবচেয়ে বেশি সুবিধা হয়েছে রাতের বেলায, বিট বা রেঞ্জ অফিসের সঙ্গে টহলরত বনকর্মীদের যোগাযোগ হচ্ছে শীঘ্রই। যার রেকর্ড থাকছে বলে বন দফতরের তরফে জানানো হয়েছে। বন্যপ্রাণী উদ্ধার, মানুষ বন্যপ্রাণী সংঘাত মোকাবিলায় যুক্ত রেপিড রেসপন্স টিমগুলি কেও ওয়াকিটকি দেওয়া হয়েছে ফলে জরুরি পরিস্থিতিতে সমন্বয় উল্লেখযোগ্য ভাবে উন্নত হয়েছে। এদিকে নজরদারি ব্যবস্থাকে আরও জোরদার করতে হাতি করিডোর ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এলাকায়

৩০ টি জি এস এম ভিত্তিক, সৌরশক্তি চালিত লাইভ রিলে ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। ওই ক্যামেরায় ইতিমধ্যেই হাতির গতিবিধি আগাম টের পাওয়ার ফলে গত একমাসে লোকালয়ে হাতির আক্রমণের সংখ্যা কমেছে বলে দাবি বনকর্তাদের। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও প্রবীণ কাসওয়ান ফোনে জানান, জঙ্গলের ভিতরে ট্র্যাপ ক্যামেরা সক্রিয় রয়েছে। মার্চ-এপ্রিল মাস পর্যন্ত ক্যামেরায় ট্র্যাপিং চলবে। রিয়েল টাইম নজরদারিকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে।

সিকিমে ৩.৯ তীব্রতার ভূমিকম্প, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্যাংটক, ৩ জানুয়ারি ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল সিকিম। শনিবার ভোর প্রায় ৫.৫৮ মিনিটে সিকিমের সোরেং এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আতঙ্কে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৯। তবে এখনও পর্যন্ত বড় ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর মেলেনি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল ২৭.২১ ডিগ্রি উত্তর অক্ষাংশ ও ৮৮.২৪ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভ থেকে প্রায.৫ কিলোমিটার গভীরে। মাত্র কয়েক সেকেন্ডের জন্যই কম্পন অনুভূত হয় বলে জানা গেছে। কম্পনে আতঙ্ক ছড়ায় স্থানীয়দের মধ্যে।

কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃজলপাইগুড়ির ফুলবাড়িতে এক কিশোরের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন বাবা-মা। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কাঞ্চনবাড়ি এলাকায়। এদিন সকালে শোওয়ার ঘর থেকে অষ্টম শ্রেণির ছাত্র বিপ্লবের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবার সূত্রে জানা গেছে, বিপ্লবের সঙ্গে পরিবারের কারও কোনও ঝামেলা ছিল না। কেন সে এমন চরম সিদ্ধান্ত নিল, তা বুঝে উঠতে পারছেন না কেউই। শুক্রবার রাতে পরিবারের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করে স্বাভাবিকভাবেই ঘুমোতে গিয়েছিল বিপ্লব। শনিবার সকালে দীর্ঘ সময় ডাকাডাকির পরেও কোনও সাড়া না মেলায় পরিবারের সদস্যরা ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে দেখতে পান তার ঝুলন্ত দেহ। খবর পেয়ে এনজেপি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়।

ওড়িশায় 'বাংলাদেশী সন্দেহে খুন বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিক, জুয়েল রানার পরিবারের পাশে হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৩ জানুয়ারি ঃ ওড়িশার সম্বলপুরে বাঙালি পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর লাগাতার অত্যাচার ঘটছে বলে অভিযোগ উঠেছে। বাংলাদেশি সন্দেহে স্থানীয় দুষ্কৃতীদের হামলার ফলে মুর্শিদাবাদের জুয়েল রানার মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। এই উত্তেজনার মাঝেই জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীর পৌঁছে গিয়েছেন নিহত শ্রমিক জুয়েল রানার বাড়িতে। নিহত জুয়েল রানার পরিবারের পাশে দাঁড়াতে শনিবার তাঁর বাড়িতেই পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ তাঁর মায়ের সঙ্গে কথা বলেন। পাশপাশি পরিবারের হাতে তিনি আর্থিক সহযোগিতা তুলে দেন তিনি। জুয়েলের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন হুমায়ুন কবীর। তিনি বলেন, এমন ধরনের ঘটনা ঘটানো নিঃসন্দেহে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সরকারের উচিত কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এহেন দুষ্কৃতী হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, উড়িষ্যায় প্রতিনিয়ত পশ্চিমবঙ্গের বাংলাভাষী পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর অত্যাচার চালানো হচ্ছে। তাঁদের বাংলায় কথা বলার কারণে যদি বাংলাদেশি সন্দেহে আক্রমণ করা হয়, তাহলে এটি একটি বিপজ্জনক প্রবণতা। এই ধরনের অত্যাচার অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত। পরবর্তীতে, তিনি রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে বলেন, এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য রাজ্য সরকারকে উদ্যোগ নিতে হবে এবং এই ধরনের বর্বরতার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। ঘটনার পটভূমি অনুযায়ী, চলতি বছরের ২০ ডিসেম্বর জুয়েল রানা সহ কয়েকজন যুবক ওড়িশার সম্বলপুরে যান। তারা দিন মজুরের কাজ করতেন। বুধবার রাত ৮.৩০ মিনিট নাগাদ জুয়েল স্থানীয় একটি চায়ের দোকানে যান। সেখানে ছিলেন সহকর্মী আরিক ও পলাশ। তারা বাংলায় কথা বলছিলেন। অকস্মাৎ পাঁচজন দুষ্কৃতীর দল এসে তাদের ওপর হামলা চালায়। অভিযোগ, দুষ্কৃতীরা তাদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করে মারধর করে। শুধুমাত্র বাংলায় কথা বলার কারণে এই ঘটনার সূত্রপাত হয়। এই হামলা সম্বলপুর এলাকায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ঘটনার পর, ২৬ ডিসেম্বর জুয়েল রানারের মৃতদেহ নিয়ে আসা হয় সুতি থানার চক বাহাদুরপুর গ্রামের বাড়িতে। জুয়েল রানার মায়ের দাবি, যদি তাঁর পরিবারের একজন সদস্যের চাকরির ব্যবস্থা করা হয়, তবে তাদের জীবনে কিছুটা স্বস্তি আসতে পারে।

গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে অভিনব উদ্যোগ জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব বর্ধমান, ৩ জানুয়ারি ঃ গ্রামবাংলার হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে নতুন করে ফিরিয়ে আনতে এক অভিনব উদ্যোগ পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের। যান্ত্রিক সভ্যতার আগ্রাসনে আজ প্রায় স্তব্ধ গ্রাম বাংলার চিরচেনা সেই 'ধুপধাপ' শব্দ। কিন্তু বেশ কিছু গ্রামে এখনও কান পাতলে শোনা যায় ঢেঁকির সেই শব্দ। পৌষ সংক্রান্তি এলেই প্রত্যন্ত গ্রাম মনে করিয়ে দেয় সেই প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা। সেই ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে এবং গ্রামীণ সংস্কৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করতে বর্ধমান শহরের সৃষ্টিশ্রী মেলায় দেখা মিলল ঢেঁকির। আর ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান জানাতে ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের উৎসাহিত করত ঢেঁকিতে পা দিলেন খোদ জেলাশাসক। শুধু পৌষ পার্বণ বলে নয়, মাঝে মাঝেই গ্রামগঞ্জের একাধিক বাড়ি থেকে ভেসে আসত ঢেঁকির শব্দ। তবে বর্তমানে ঢেঁকির জায়গা দখল করেছে আধুনিক যন্ত্রপাতি আর তাতেই তৈরি হচ্ছে সহজলভ্য চালের গুঁড়ো। আধুনিক যন্ত্রপাতির ভিড়ে হারিয়ে যেতে বসেছে ঢেঁকি আর তার বিশুদ্ধ স্বাদ। কিন্তু পুরোনো ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনতে ও গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন। বর্ধমানে শুরু হয়েছে পঞ্চম জেলা সৃষ্টিশ্রী মেলা। যা চলবে আগামী ১২ জানুয়ারী পর্যন্ত। এই মেলায় পূর্ব বর্ধমান জেলা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী জেলা থেকেও নিজেদের হাতের তৈরি জিনিস নিয়ে এসেছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা। মোট ৯০টি স্টল রয়েছে মেলায়। আর এই মেলায় নজর কেড়েছে রায়না ২ নম্বর ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর একটি স্টল। আধুনিক মেশিনের ভি।ে সেখানে সগৌরবে জায়গা করে নিয়েছে সাবেকি ঢেঁকি। ক্রেতাদের চোখের সামনেই সেই ঢেঁকিতে চাল কুটে তৈরি করা হচ্ছে বিশুদ্ধ চালের গুঁড়ো। যা বিক্রি করা হচ্ছে মেলাতেই। এতে একদিকে যেমন বাড়ছে ক্রেতাদের আগ্রহ তেমনই চোখের সামনে

দেখতে পাচ্ছেন তারা কেমন করে তৈরি হচ্ছে এই চালের গুড়ো। একজন বলেন, আমরা বর্তমানে যে জিনিসগুলো খাচ্ছি সেগুলির মধ্যে ভেজাল থাকছে তাই খাঁটি জিনিস সকলের কাছে পৌঁছে দিতে ও পুরোনো ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে এমন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কারখানায় যে চালের গুড়ি হয় সেখানে স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়া হয় না কিন্তু আমরা ঢেঁকিতে স্বাস্থ্যের দিন বিবেচনা করি এবং ভেজাল ছাড়া চালের গুঁড়ো তৈরি করি।' স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নাসিমা খাতুন বলেন, ' আমরা ব্যবসা করতাম কিন্তু সেভাবে লাভ হত না। বর্তমানে সরকারি উদ্যোগে ট্রেনিং নিয়ে ব্যবসা ভাল হচ্ছে। আমরা ঢেঁকির মাধ্যমেই চালের গুড়ো তৈরি করি।' হারিয়ে যাওয়া ঢেঁকির শব্দ আজ স্বনির্ভরতার নতুন গান শোনাচ্ছে বর্ধমানের এই মেলা প্রাঙ্গণে। একদিকে ঐতিহ্যের সংরক্ষণ আর অন্যদিকে ভেজালমুক্ত খাদ্যের নিশ্চয়তা দুই লক্ষ্যেই সফল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসনের এই অভিনব উদ্যোগ। আর নাসিমা খাতুনদের মতো হাজারো নারীর হাতের ছোঁয়ায় বেঁচে থাকুক গ্রামবাংলার হৃতগৌরব।

সরকারি জমি দখল করে বাজার তৈরির অভিযোগে পুরপ্রধান গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, এগরা, ৩ জানুয়ারি ঃ সরকারি জমি হস্তান্তর না করে বেআইনিভাবে পুরসভার দখলে নিয়ে বাজার নির্মাণের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত এগরা পুরসভার পুরপ্রধান স্বপন নায়ককে গ্রেফতার করল পুলিশ। শুক্রবার রাতে কলকাতা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে এগরা থানার পুলিশ। শনিবার তাঁকে কাঁথি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। যদিও এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন স্বপন নায়ক। প্রসঙ্গত, দলীয় নির্দেশ অমান্য করে পুরপ্রধানের পদ থেকে ইস্তফা না দেওয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনে তৃণমূলেরই একাংশ পুরপ্রতিনিধি। সেই ঘটনার পরপরই স্বপন নায়কের বিরুদ্ধে সরকারি জমি দখল সংক্রান্ত এই মামলা দায়ের হয়। তাঁর গ্রেফতারিকে কেন্দ্র করে এগরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অশান্তির আশঙ্কায় শুক্রবার রাত থেকেই এগরা থানা ও শহরের একাংশ এলাকায় পুলিশ ১৬৩ ধারা জারি করেছে। শহরজুড়ে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে এবং পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে। স্বপন নায়কের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে শাসকদলের অন্দরেও রাজনৈতিক টানাপোড়েন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

উন্নয়ন তহবিলের টাকা খরচে বাধার অভিযোগে ২৩ জানুয়ারি অনশনের ডাক বিধায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ বিধায়কের উন্নয়ন তহবিলের অর্থ সাধারণ মানুষের উন্নয়নমূলক কাজে খরচ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে- এই অভিযোগ তুলে আগামী ২৩ জানুয়ারি অনশনে বসার ডাক দিলেন শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ। শনিবার শিলিগুড়িতে এক সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি এই কর্মসূচির কথা ঘোষণা করেন। বিধায়কের অভিযোগ, শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকার একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের জন্য বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল (এমএলএ ল্যাডস) থেকে অর্থ বরাদ্দ করা হলেও প্রশাসনিক স্তরে ইচ্ছাকৃতভাবে তা আটকে রাখা হচ্ছে। এর ফলে রাস্তা সংস্কার, পানীয় জল, নিকাশি ও অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ উন্নয়নের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন বলেও দাবি তাঁর। শংকর ঘোষ বলেন, এই তহবিল কোনও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, এটি সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য। কিন্তু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমাকে কাজ করতে বাধা দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও জানান, একাধিকবার প্রশাসনের কাছে লিখিতভাবে জানানো হলেও কোনও সদর্থক সাড়া মেলেনি। এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদের পথ হিসেবে অনশন কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান বিধায়ক। আগামী ২৩ জানুয়ারি শিলিগু।তিতে শান্তিপূর্ণভাবে এই অনশন কর্মসূচি পালিত হবে। তাঁর দাবি, যতক্ষণ না উন্নয়ন তহবিলের টাকা ছাড় করা হচ্ছে, ততক্ষণ আন্দোলন চলবে। এই ঘোষণাকে ঘিরে শিলিগুড়ির রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে তীব্র চাপানউতোর।

তালাবন্দি তৃণমূল কার্যালয়, দোগাছিয়ায় প্রকাশ্যে গোষ্ঠীকোন্দল

প্রসেনজিৎ দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৩ জানুয়ারি ঃ প্রকাশ্যে তৃণমূলের বড়সড় গোষ্ঠীকোন্দল। প্রায় আড়াই বছরের উপরের সময়য় ধরে দোগাছিয়া অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস কার্যালয় তালা বন্ধ। একটি তালা নয়.দুটি গোষ্ঠীর দুটি তালা লাগানো, যাতে কোন গোষ্ঠীর লোকই পার্টি অফিসের মধ্যে ঢুকতে না পারে! এমনই চিত্র সামনে এসেছে আজ শনিবার। পার্টির বিভিন্ন কাজ করতে হয় কখনো শিব মন্দিরে, আবার কখনো মাঠের মধ্যে, আবার কখনো অন্য কারোর বারান্দায় অসুবিধা করে করতে হয়। পার্টি অফিস থাকা সত্ত্বেও শাসকদলের কর্মীদের কেন এ অবস্থা? এই প্রশ্নের উত্তরে সরাসরি দলের গোষ্ঠীকোন্দলকেই সামনে নিয়ে এসেছে দুই পক্ষই। এক পক্ষের দাবি প্রাক্তন ব্লক সভাপতি নবকুমার করের গোষ্ঠীর লোকেরা প্রথমে তালা দিয়ে দেয় পার্টি অফিসে। তারপর তারাও যেন আর ঢুকতে না পারে পার্টি অফিসে, তার জন্য এখন তারাও আরেকটি তালা লাগিয়েছে। স্থানীয় পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায় এবং রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথকে জানিও কোন ফল হয়নি বলে দাবি তৃণমূল কর্মীদের। তৎকালীন ব্লক সভাপতি ও বর্তমানে বর্ধমান জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক নবকুমার কর তিনি বলেন, এখানে সর্বশক্তিমানরা রাজনীতি করছেন। যারা ভগবান হিসাবে প্রতিষ্ঠিত তারা একটা তালা

খুলতে পারছেন না, কটাক্ষ ছুঁড়ে দিয়েছেন নেতৃত্বের দিকেই প্রাক্তন ব্লক সভাপতি। যদিও এই নিয়ে বিজেপির দাবি কাটমানির ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গন্ডগোল। আর জেরে এই তালা। পাশাপাশি তার আরও দাবি দোগাছিয়ায় তৃণমূল বলতে কিছুই নেই।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ১। পলাশ পাল, ২। প্রভাষ পাল, উভয়ের পিতা- জয়দেব পাল, সাং- নলদা, পোলগুস্তিয়া, জগৎবল্লভপুর, হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ২০২৪ সালে বড়গাছিয়া রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৮০১৬৯৯ নং সাফ বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা ভরত বিশ্বাস ওরফে ভরত চন্দ্র বিশ্বাস পিতা- ননী গোপাল বিশ্বাস দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার জগৎবল্লভপুর থানার অধীন নলদা মৌজায় জে. এল.-৬৯ নং ভুক্ত, এল, আর, ৫৮৫ /১, ১০৫৭, ১০৫৮, ৪৩৪ নং খতিয়ানে এল. আর. ৪০৮, [illegible] করিবেন।

Rimo Bhakta
Advocate
Judges Court Howrah

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: কেআইআর/ইএনজি/৭৫ অব ২০২৫, তারিখ ৩০-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : **টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের তেলতা (টিইটিএ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৮২,৪২,৩৪৫.১৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৪১,২০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের আদিনা (এডিএফ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৭২,৫৭,৫৫০.৯৩ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৩৬,৩০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের সুধানী (এসইউডি) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৪৬,০৫,৫৫৫.০৫ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,২৩,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের আজমনগর রোড (এজেডআর) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৮০,০১,৫৪৩.৩৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৪০,০০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৫। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার ডিভিশনের ওল্ড মালদা (ওএমএলএফ) স্টেশনে র‍্যাম্প সহ ৬ মিটার প্রশস্ত এফওবির ব্যবস্থা এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেন্ডার মূল্য: ৭,৮৭,৪২,৫০০.০৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ৫,৪৩,৭০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নং. ৬। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** কাটিহার-মহানন্দী-ডিএইচআর-কার্সিয়াং-মহানদীতে অফিস-কাম-ব্যারাক নির্মাণ। টেন্ডার মূল্য: ২,১১,৩১,২১১.৮৭ টাকা; বিড সিকিউরিটি: ২,৫৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং **খুলবে** ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ৩০-০১-২০২৬ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বাংলা-বিহার সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়নের কাজ শুরু, খুশি এলাকাবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের প্রাক্কালে অবশেষে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন কয়েক হাজার মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা বাংলা-বিহার সংযোগকারী রাস্তার উন্নয়নের কাজ শুরু হলো মালদা জেলার চাঁচল বিধানসভার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁপাই চন্ডী এলাকায়। এই রাস্তার দুরবস্থার কারণে শুধু বাংলার নয়, বিহারের বাসিন্দারাও প্রতিদিন চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছিলেন। গ্রামবাসীদের অভিযোগ, এতদিন সাংসদ ও বিধায়কের কাছে একাধিকবার জানানো হলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অবশেষে জেলা পরিষদের উদ্যোগে এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার উন্নযনের প্রক্রিয়া শুরু হলো। ফিতে কেটে ও নারিকেল ফাটিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাস্তার কাজের শিলান্যাস জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবিউল ইসলাম। জানা গেছে, ফিফটিন ফিন্যান্সের প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই রাস্তার নির্মাণকাজ শুরু হয়েছে। রাস্তার কাজ শুরু হতেই খুশির হাওয়া এলাকাজুড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, এই রাস্তা চালু হলে যাতায়াত যেমন সহজ হবে, তেমনই ব্যবসা-বাণিজ্য ও দৈনন্দিন জীবনেও বড়সড় স্বস্তি মিলবে। তবে গ্রামবাসীরা আরও জানিয়েছেন, বিজেপির সাংসদ থাকলেও কাজ তো দূরের কথা, এলাকায় একদিনও দেখা মেলে না। বিধায়ককে জানিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। তাঁদের দাবি,এলাকার বেশিরভাগ উন্নযনমূলক কাজই জেলা পরিষদের উদ্যোগেই বাস্তবায়িত হচ্ছে। সব মিলিয়ে, দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর রাস্তার কাজ শুরু হওয়ায় খুশি সাধারণ মানুষ, আর ভোটের আগে এই উন্নয়ন ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর আরও তীব্র হলো।

রঙিন অনুষ্ঠানের মধ্যে শুরু হয় ওর্য়াড উৎসব সংকল্পের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি পৌর নিগমের উদ্যোগে ও ২৮ নম্বর ওর্য়াড কমিটির সহযোগিতায় এক রঙিন অনুষ্ঠানের মধ্যে শুরু হয় ওর্য়াড উৎসব সংকল্পের। প্রদীপ জ্বালিয়ে পাঁচদিন ধরে চলা ২৮ নম্বর ওর্য়াড উৎসবের যাত্রা শুরু করে মেয়র গৌতম দেব। সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মেয়র পারিষদ মানিক দে বোরো চেয়ারম্যান আলম খান কাউন্সিলর সাথী দাস ও ২৮ নম্বর ওর্য়াড কাউন্সিলর সম্প্রীতা দাস। ৮টি দল নিয়ে ক্রিকেট প্রতিযোগিতা দিয়ে শুরু হয়ে শেষ হবে আগামী ৫ তারিখ। এছাড়াও বিভিন্ন ক্রীড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রয়েছে এই উৎসবে।

চার-ছক্কার ঝড়, মাত্র ৬২ বলে সেঞ্চুরি, 'বুড়ো হাড়ে ভেল্কি' রোহিতের

৩ জানুয়ারি ঃ শতরানের মধ্যে মোট ৮০ রান রোহিত চার, ছয় মেরেই করেছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি কতটা আগুনে মেজাজে ব্যাট করেছেন। রোহিত শর্মা ফুরিয়ে যানি, তা তিনি ফের প্রমাণ করলেন। বিশ্বের এক নম্বর ওয়ানডে ব্যাটার রোহিত শর্মা সিকিমের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে জয়পুরে ঝড় তোলেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই ৩৮ বছর বয়সী ব্যাটারের বিধ্বংসী সেঞ্চুরি দেখে নিঃসন্দেহে চোখ কপালে উঠবে জাতীয় দলের নির্বাচকদের। মুখে তালা লেগে গিয়েছে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরেরও। মাত্র ৬২ বলে আক্রমণাত্মক মেজাজে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন তিনি। যে ইনিংসে ছিল ৮টি করে চার ও ছক্কা। শতরানের মধ্যে মোট ৮০ রান তিনি চার ছয় মেরেই করেছেন। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে, তিনি কতটা আগুনে মেজাজে ব্যাট করেছেন। রোহিত প্রথম উইকেটে অঙ্গকৃষ রঘুবংশীর সঙ্গে ১৯.৪ ওভারে ১৪১ রান যোগ করেন। রঘুবংশী ৫৮ বলে ৩৮ রান করে সাজঘরে ফেরেন। রোহিত অবশ্য নিজের মেজাজে ব্যাট করে চলেন। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক, যিনি শেষ বার ২০১৮ সালে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলেছিলেন, তিনি এর আগে মাত্র ২৭ বলে তাঁর অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। ছক্কা হাঁকিয়েই হাফসেঞ্চুরি করেন রোহিত। এর পর পরবর্তী ৩৫ বলে তিনি সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। শেষমেশ হিটম্যান ৯৪ বলে ১৫৫ করে সাজঘরে ফেরেন। সে ইনিংসটি সাজানো ছিল ১৮টি চার এবং ৯টি ছক্কায়। অর্থা মোট ১২৬ রান তিনি চার-ছয় হাঁকিয়ে করেছেন। সোয়াই মানসিং স্টেডিয়ামে রোহিতকে ব্যাট করতে দেখতে হাজির ছিলেন ১০,০০০-এরও বেশি দর্শক, এবং কিংবদন্তি ব্যাটার তাঁদের নিরাশ করেননি। শুরু থেকেই তিনি আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন এবং সিকিমের বোলিং আক্রমণকে উপহাসে পরিণত করেন। সিকিমের বিরুদ্ধে রোহিতের এই ৬২ বলে শতরান তাঁর ৫০ ওভারের ফরম্যাটে দ্রুততম সেঞ্চুরি। এই ম্যাচের আগে বিজয় হাজারে ট্রফিতে রোহিতের নামে মাত্র একটি সেঞ্চুরি ছিল, যা তিনি করেছিলেন তাঁর বিজয় হাজারে ট্রফি অভিষেক ম্যাচে ২০০৮ সালে। রোহিত শর্মা বিজয় হাজারে ট্রফিতে খেলছেন নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের প্রস্তুতির জন্য। এই টুর্নামেন্টে তিনি মাত্র ২টি ম্যাচই খেলবেন। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ODI সিরিজ শুরু হবে ১১ জানুয়ারি থেকে, যেখানে তিনটি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখযোগ্য, BCCI টিম ইন্ডিয়ার সব খেলোয়াড়কে বিজয় হাজারে ট্রফিতে অন্তত ২টি ম্যাচ খেলতে নির্দেশ দিয়েছে। সেই কারণেই রোহিত এই টুর্নামেঃট অংশ নিচ্ছেন। তাঁর জন্যও এটি ভালো, কারণ এতে তিনি যথেষ্ট ম্যাচ প্র্যাকটিস পাচ্ছেন।

অভাবকে হার মানিয়ে বাবার স্বপ্ন বুকে বেঁধে লড়াই তুফান রায়ের

৩ জানুয়ারি ঃ অভাব কখনও প্রতিভার পথে সবচেয়ে বড় বাধা হয়ে দাড়ায়, আবার কখনও সেই অভাবই হয়ে ওঠে লড়াইয়ের শক্তি। নিউ জলপাইগুড়ির কিশোর তুফান রায়ের জীবনে দ্বিতীয়টিই সত্যি। বাবা একজন রাজমিস্ত্রি, সংসারে টানাটানি নিত্যদিনের সঙ্গী-তবু সেই বাস্তবতাকে পেছনে ফেলে বাংলার ক্রিকেটে নিজের জায়গা করে নেওয়ার স্বপ্ন দেখছে বছর পনেরোর এই তরুণ ব্যাটার। আর সেই স্বপ্নের পথে বড় এক ধাপ হয়ে থাকল বিজয় মার্চেন্ট ট্রফিতে তাঁর দুরন্ত ডবল সেঞ্চুরি। কটকে মণিপুরের বিরুদ্ধে সেই ইনিংসের পর থেকেই বঙ্গ ক্রিকেট মহলে তুফান রায়কে নিয়ে আলোচনা তুঙ্গে। শেষ ম্যাচে বোনাস-সহ জয় পেলেও বাংলা পরের রাউন্ডে যাবে কি না, তা আলাদা প্রশ্ন। কিন্তু ওই ম্যাচে তুফানের ব্যাট থেকে যে অনবদ্য ইনিংস বেরিয়েছে, তা অনেকের চোখেই ভবিষ্যতের বড় ক্রিকেটারের ইঙ্গিত।

৫৬ বলে ঝোড়ো সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে নজির রিঙ্কুর, বড় চাপে ফেললেন গৌতম গম্ভীরকে

৩ জানুয়ারি ঃ বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, বৈভব সূর্যবংশী আর ঈশান কিষান বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম ম্যাচেই তাঁদের ঝোড়ো ব্যাটিং যেন ঝড় তুলে দিয়েছে দর্শকদের হৃদয়ে। আলোচনার মঞ্চে বারবার উঠে আসছে এই তারকাদের নাম। কিন্তু এই আলোচনার ভিড়ের মাঝেই জাতীয় দলের আর এক যোদ্ধা নিজের দাপট দেখিয়ে দিয়েছেন বিজয় হাজারেতেই। তিনি রিঙ্কু সিং। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা করে নেওয়া রিঙ্কু টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার আগেই ফর্মের আগুনে ঝলসে দিলেন প্রতিপক্ষকে। তাঁর ব্যাট থেকে বের হলো এক বিস্ফোরক শতরান। উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক রিঙ্কু মাত্র ৫৬ বলে সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে গড়ে ফেললেন নজির। এটি তাঁর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ স্কোর। মাঠে তাঁর প্রতিটি শট ছিল দর্শকদের জন্য এক একটি উল্লাসের বিস্ফোরণ। বিজয় হাজারে ট্রফির এই ইনিংস শুধু রেকর্ড নয়, বরং রিঙ্কুর অদম্য লড়াই তাঁর বিস্ফোরক মেজাজের প্রতীক হয়ে উঠল।

শুক্রবার (২৬ ডিসেম্বর) রাজকোটে অনুষ্ঠিত বিজয় হাজারে ট্রফির এলিট গ্রুপ ' ম্যাচে রিঙ্কু সিং চণ্ডীগড়ের বোলারদের বিরুদ্ধে ঝড় তুলেছিলেন। এই ম্যাচে প্রথমে ব্যাট

করতে নেমে উত্তরপ্রদেশকে ওপেনার আর্যন জুয়াল এবং তিন নম্বরে নামা ধ্রুব জুরেল ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন। এর পর অধিনায়ক রিঙ্কু এমন এক ঝড় তোলেন, যাতে চণ্ডীগড়ের পুরো দলই ভেসে যায় এবং তিনি দুর্দান্ত শতরান করেন। পাঁচ নম্বরে ব্যাট করতে নেমে রিঙ্কু কোনও সময় নষ্ট না করে চার-ছক্কার বৃষ্টি শুরু করেন এবং মাত্র ৩৫ বলে অর্ধশতরান পূর্ণ করেন। আগের ম্যাচেও তিনি ৪৮ বলে ৬৭ রান করেছিলেন। তবে এ বার তিনি ইনিংসকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়ে শতরান সম্পূর্ণ করেন। বাঁহাতি ব্যাটসম্যান রিঙ্কু মাত্র ৫৬ বলে সেঞ্চুরি পূর্ণ করেন। এটি তার লিস্ট ' কেরিয়ারের দ্বিতীয় শতরান এবং তিনি শেষ পর্যন্ত অপরাজিত থাকেন। তিনি ৬০ বলে অপরাজিত ১০৬ রান করেন, যেখানে ছিল ১১টি চার ও ৪টি ছক্কা।

এটি রিঙ্কুর কেরিয়ারের সর্বোচ্চ স্কোর। এর আগে তিনি ১০৪ রান করেছিলেন। এই ইনিংসে তিনি ওপেনার আর্যন জুয়ালের সঙ্গে মিলে চতুর্থ উইকেটে ১৩৪ রানের জুটি গড়েন। তরুণ ওপেনার আর্যন তাঁর লিস্ট ' কেরিয়ারের পঞ্চম শতরান করেন এবং ১১৮ বলে ১৩৪ রান করে আউট হন। এ ছাড়া ধ্রুব জুরেল টানা দ্বিতীয় ম্যাচে অর্ধশতরান করেন এবং ৬৭ করে আউট হন। এই সব ইনিংসের জোরে উত্তরপ্রদেশ ৪ উইকেট হারিয়ে ৩৬৭ রানের বিশাল স্কোর করে। রিঙ্কুর এই পারফরম্যান্সের পর টিম ইন্ডিয়ার থিঙ্ক ট্যাঙ্ক কিন্তু চিন্তায় পড়বে। একাদশে কত জন প্লেয়ারকে জায়গা দেবে তারা? হয়তো ঘুম উড়ে গিয়েছে ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের?

২০২৬ সালে কোহলির সামনে যেসব মাইলফলক রয়েছে

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি(হি.স.)ঃ ২০২৫ সালটা দুর্দান্তভাবে কাটিয়েছেন বিরাট কোহলি। ব্যক্তিগত সাফল্যের পাশাপাশি পেয়েছেন দলীয় সফলতাও। ২০২৬ সালটা কোহলির জন্য স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই বছর কোহলির সামনে আছে তিনটি রেকর্ড ভাঙার হাতছানি। আসন্ন আইপিএলে আর মাত্র ৩৩৯ রান করলেই টুর্নামেন্টের ইতিহাসে প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৯ হাজার রানের মাইলফলক স্পর্শ করবেন কোহলি। এখনও পর্যন্ত ২৫৯ ইনিংসে তার রান ৮৬৬১, যা আইপিএলের সর্বোচ্চ। দ্বিতীয় স্থানে থাকা রোহিত শর্মার রান ৭০৪৬ (২৬৭ ইনিংস)। পুরো আইপিএল কেরিয়ারজুড়ে কোহলি খেলেছেন একমাত্র রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়েই। ওয়ানডে ক্রিকেটে

শচীন টেন্ডুলকারের পর দ্বিতীয় ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার রান পূর্ণ করার সুযোগ রয়েছে কোহলির সামনে। টেন্ডুলকার ৪৫২ ইনিংসে ১৮,৪২৬ রান করে এখনও একমাত্র ব্যাটার, যিনি এই মাইলফলক অতিক্রম করেছেন। কোহলি বর্তমানে ২৯৬ ইনিংসে ১৪,৫৫৭ রান নিয়ে ওয়ানডে ইতিহাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান করেছেন তিনি । এই কীর্তি গ।তে তার দরকার আর মাত্র ৪৪৩ রান। এই জানুয়ারিতে নিউ জিল্যান্ড আসছে ভারত সফরে। নিউ জিল্যান্ডের বিপক্ষে বছরের প্রথম ম্যাচেই আরেকটি ঐতিহাসিক রেকর্ড স্পর্শ করতে পারেন কোহলি। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৬২৩ ইনিংসে তার মোট রান ২৭,৯৭৫। মাত্র ৪২ রান করলেই তিনি কুমার সাঙ্গাকারার ২৮,০১৬ রানের রেকর্ড পেছনে ফেলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক হয়ে উঠবেন।

বিশ্বকাপের দল ঘোষণা করলো জিম্বাবুয়ে

হারারে, ৩ জানুয়ারি(হি.স.)ঃ ২০২৬ টি-২০ বিশ্বকাপের দল শুক্রবার ঘোষণা করেছে জিম্বাবুয়ে। ভারত ও শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া আসরে সিকান্দার রাজার নেতৃত্বে খেলবে তারা। বিশ্বকাপে জিম্বাবুয়ে আছে ' গ্রুপে। তাদের গ্রুপে আছে আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওমান ও শ্রীলঙ্কা। আসর শুরু হবে ৭ ফেব্রুয়ারি। জিম্বাবুয়ের প্রথম ম্যাচ তার দুদিন পর।

জিম্বাবুয়ে স্কোয়ার্ডঃ সিকান্দার রাজা (অধিনায়ক), ব্রায়ান বেনেত, রায়ান বার্ল, গ্রায়েম ক্রেমার, ব্রাডলি ইভান্স, ক্লাইভ মাদান্দ, তিনোতেন্দা মাপোসা, তাদিওয়ানাশে মারুমানি, ওয়েলিংটন মাসাকাদজা, টনি মুনিওঙ্গা, তাশিঙ্গা মুসেকিওয়া, ব্লেসিং মুজারাবানি, ডিওন মেয়ার্স, রিচার্ড এনগারাভা ও ব্রেন্ডন টেলর।

শুভমান গিলের কামব্যাক আটকে দিল কে, জল্পনায় ইতি টানলেন পাঞ্জাব কোচ

৩ জানুয়ারি ঃ ঘরোয়া ক্রিকেটে চোখে পড়ার মতো প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্য নিয়েই মাঠে নামার কথা ছিল শুবমান গিলের। আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের জন্য ভারতীয় দলে জায়গা না পাওয়ার পর জাতীয় দলে ফেরার রাস্তা হিসেবে ঘরোয়া ক্রিকেটকেই বেছে নিয়েছেন তিনি। সেই পরিকল্পনারই অংশ হিসেবে বিজয় হাজারে ট্রফিতে পাঞ্জাবের হয়ে খেলার কথা ছিল তাঁর। কিন্তু শনিবার সিকিমের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে মাঠে নামলেন না শুবমান। পাঞ্জাবের প্রথম একাদশে তাঁর নাম না থাকায় স্বাভাবিকভাবেই শুরু হয় জল্পনা-চোট, অসুস্থতা নাকি অন্য কোনও সমস্যা? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে অবশেষে মুখ খুলল পাঞ্জাব শিবির। দলের কোচ সন্দীপ শর্মার বক্তব্যে পরিষ্কার হয়েছে, শুবমানের না খেলার পিছনে একাধিক কারণ কাজ করেছে-কুয়াশাজনিত বিমান বিভ্রাট থেকে শুরু করে ম্যাচের ঠিক আগে অসুস্থতা। ম্যাচ খেললেন না শুবমান, কিন্তু জিতল পাঞ্জাবঃ শনিবার জয়পুরে সিকিমের বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচ খেলতে নামে পাঞ্জাব। শুবমান গিল ছাড়াই প্রথম একাদশ ঘোষণা করা হয়। যদিও তাঁর অনুপস্থিতি দলের পারফরম্যান্সে কোনও প্রভাব ফেলেনি। অর্শদীপ সিংয়ের দুরন্ত বোলিংয়ে একাই পাঁচ উইকেট তুলে নেন তিনি। ব্যাট হাতে ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরি করেন প্রভসিমরন সিং। দুই তারকার দাপটে সহজ জয় তুলে নেয় পাঞ্জাব। তবে ম্যাচের ফলের থেকেও বেশি আলোচনায় চলে আসে শুবমান গিলের না খেলা। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে ক্রিকেট মহলে প্রশ্ন উঠতে থাকে-তিনি কি আবার চোট পেয়েছেন? নাকি দীর্ঘ সফর আর চাপের কারণে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে? শুবমানের অনুপস্থিতির প্রথম কারণ হিসেবে উঠে আসে বিমান বিভ্রাটের কথা। পাঞ্জাব ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের এক কর্তা একটি জনপ্রিয় ইংরেজি দৈনিককে জানান, মোহালি থেকে জয়পুরে যাওয়ার পথে বড় সমস্যার মুখে পড়েন গিল। তিনি বলেন,যে ফ্লাইটে শুভমানের যাওয়ার কথা ছিল, সেটি কুয়াশার কারণে দু'বার বাতিল হয়। উত্তর ভারতে এই সময়ে ঘন কুয়াশা খুবই সাধারণ বিষয়। সব ঝামেলা কাটিয়ে শুক্রবার রাত প্রায় দুটো নাগাদ জয়পুরে পৌঁছন ও। টানা সফর আর গভীর রাতে গন্তব্যে পৌঁছনোর ফলে ম্যাচের প্রস্তুতির জন্য পর্যাপ্ত সময় পাননি শুবমান। এই কারণেই তাঁর খেলা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। এর মধ্যেই সামনে আসে আরও একটি রিপোর্ট। প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দাবি করা হয়, ফুড পয়জনিংয়ের কারণে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন শুবমান গিল। ম্যাচের আগেই শারীরিক অস্বস্তির কথা টিম ম্যানেজমেন্টকে জানান তিনি।

এক ওভারে ৫ ছক্কা, ৬৮ বলে সেঞ্চুরি, ফর্মে হার্দিক

৩ জানুয়ারি ঃবিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে জ্বলে উঠলেন এই তারকা অলরাউন্ডার। চোট সারিয়ে ভারতীয় দলে ফিরেই টি-টোয়েঃটি বিশ্বকাপের স্কোয়াডে জায়গা পেয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়া। কেন জাতীয় দলে গুরুত্বপূর্ণ তিনি, আরও একবার সেটা প্রমাণ করলেন শনিবার। ঘরোয়া ক্রিকেটে ব্যাট হাতে জ্বলে উঠলেন এই তারকা অলরাউন্ডার। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে বরোদার হয়ে ৬৮ বলে সেঞ্চুরি করলেন হার্দিক। লিস্ট ' ক্রিকেটে এটাই প্রথম সেঞ্চুরি তাঁর। সময় নিয়ে ইনিংস গড়ার পরে শেষে রানের গতি বাড়ানোয় কতটা পারদর্শী তিনি, তা বোঝালেন আরও একবার। হার্দিকের দাপটে বিদর্ভের বিরুদ্ধে প্রথম ব্যাট করে ২৯৩ রানে পৌঁছল বরোদা। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয় বিদর্ভ। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে একটা সময়ে যথেষ্ট চাপে ছিল বরোদা। ৭১ রানে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল তারা। এই অবস্থা থেকে দলের হাল ধরেন হার্দিক পান্ডিয়া। কঠিন পরিস্থিতিতে সময় নিয়ে ইনিংস গড়েন। হাফ সেঞ্চুরিতে পৌঁছতে নিয়েছেন ৪৪ বল। উইকেটে থিতু হওয়ার পরেই গিয়ার পাল্টান এই মারকুটে ব্যাটার। ২৪ বলে পূর্ণ করেন বাকি ৫০ রান। সবচেয়ে বেশি নজর কাড়েন ৩৯তম ওভারে। পার্থ রেখাড়ের ওই ওভারে তোলেন ৩৪ রান। প্রথম পাঁচ বলে ছক্কা মারার পরে শেষ বলে আসে বাউন্ডারি। অবশেষে ৬৮ বলে পূর্ণ করেন শতরান। সেখানেই থামেননি হার্দিক। সেঞ্চুরির পরেও একই গতিতে রান তুলতে থাকেন। অবশেষে ৯২ বলে ১৩৩ রান করে আউট হন তিনি। হার্দিকের এই ইনিংসে ছিল আটটি বাউন্ডারি ও ১১টি ছক্কা। স্ট্রাইক রেট প্রায় ১৪৫। তাঁর দাপটেই নয় উইকেটে ২৯৩ রান তোলে বরোদা।

বাইশ গজে প্রত্যাবর্তনের দোরগোড়ায় শ্রেয়স আইয়ার!

৩ জানুয়ারি ঃ মৃত্যুঞ্জয়ী প্রত্যাবর্তনের গল্প লিখতে চলেছেন শ্রেয়স আইয়ার। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভয়ংকর চোট পাওয়ার পর যাঁকে নিয়ে আশঙ্কা ছিল অন্তত তিন মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে, সেই শ্রেয়সই মাত্র দু'মাসের মধ্যেই নিজেকে ফিট করে তুলেছেন। বাইশ গজে ফেরার কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। সব কিছু ঠিকঠাক চললে ৬ জানুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে মুম্বইয়ের জার্সিতে তাঁকে ফের মাঠে দেখা যেতে পারে। আর সেখান থেকেই শুরু হয়েছে ব। প্রশ্ন-নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজে কি শেষ মুহূর্তে জায়গা পেয়ে যাবেন শ্রেয়স? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজ চলাকালীন অ্যালেক্স ক্যারির একটি কঠিন ক্যাচ ধরতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হন শ্রেয়স আইয়ার। ক্যাচ নিতে ঝাঁপ দেওয়ার সময় তাঁর প্লীহায় গুরুতর আঘাত লাগে। পরিস্থিতি এতটাই আশঙ্কাজনক ছিল যে তাঁকে তৎক্ষণা অস্ট্রেলিয়ার হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। চিকিসকদের মতে, সময়মতো চিকিৎসা না পেলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারত। প্রায় তিন দিন হাসপাতালে কাটানোর পর তাঁকে ছাড়া হয়। এই চোটের পর প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছিল, অন্তত তিন মাস ক্রিকেটের বাইরে থাকতে হবে শ্রেয়সকে। সেই সঙ্গে তাঁর আন্তর্জাতিক কেরিয়ার নিয়েও তৈরি হয়েছিল বড় প্রশ্নচিহ্ন। কিন্তু এখানেই শুরু হয় এক ল।কু ক্রিকেটারের কামব্যাকের গল্প। দেশে ফেরার পরই শ্রেয়স আইয়ার শুরু করেন দীর্ঘ রিহ্যাব প্রক্রিয়া। বিসিসিআইয়ের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সে ভর্তি হন তিনি। সেখানে বোর্ডের মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে চলে তাঁর চিকিসা ও ফিটনেস ট্রেনিং। প্লীহার চোটের কারণে শরীরে ব্যাপক ধকল যায় তাঁর। মাত্র এক মাসের মধ্যে প্রায় ছ'কেজি ওজন কমে যায় শ্রেয়সের। স্বাভাবিকভাবেই কমে গিয়েছিল শক্তি ও স্ট্যামিনা। তবু হাল ছা।নেনি তিনি। ধাপে ধাপে ফিটনেস বা।।নোর দিকে নজর দেন। ডিসেম্বরের শেষের দিকেই নেটে ব্যাটিং শুরু করেন শ্রেয়স। ধীরে ধীরে শরীর সাড়া দিতে শুরু করে। আর সেখান থেকেই জন্ম নেয় আশার আলো। একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, শুক্রবার শ্রেয়স আইয়ার মাঠে নেমে খেলেছেন ' টু প্লে' ম্যাচ সিমুলেশনে। ৫০ ওভারের এই অনুশীলন ম্যাচে তাঁকে খেলানো হয় ম্যাচ পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য। এই ম্যাচে কোনও অস্বস্তি বা নতুন চোটের সমস্যা দেখা যায়নি। যা ভারতীয় টিম ম্যানেজমেঃট এবং নির্বাচকদের জন্য নিঃসন্দেহে স্বস্তির খবর। তবে এখানেই শেষ নয়। সম্পূর্ণ ফিট ঘোষণার আগে আরও একটি ম্যাচ খেলতে হবে তাঁকে। সেই পরীক্ষাটাও খুব কাছেই। সব ঠিক থাকলে ৬ জানুয়ারি বিজয় হাজারে ট্রফিতে হিমাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে মুম্বইয়ের হয়ে খেলবেন শ্রেয়স আইয়ার। এই ম্যাচে খেলার জন্য তাঁকে প্রাথমিক ছা।পত্র দেওয়া হয়েছে। ওই ম্যাচে যদি কোনও রকম শারীরিক সমস্যা ছা।ই পুরো ম্যাচ খেলতে পারেন শ্রেয়স, তবেই তাঁকে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের জন্য সম্পূর্ণ ফিট ঘোষণা করা হবে। এই ম্যাচটিই তাই এখন শ্রেয়সের কামব্যাকের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা। এদিকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের ওয়ানডে দল ঘোষণা হওয়ার কথা শনিবারই। ১১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ। এমন পরিস্থিতিতে পুরোপুরি ফিট না হলেও কি শ্রেয়সকে দলে রাখা হবে? একটি সম্ভাবনা জোরালো হচ্ছে-নির্বাচকরা হয়তো শ্রেয়সকে রেখেই দল ঘোষণা করতে পারেন। যুক্তি একটাই। শ্রেয়স মূলত ওয়ানডে ফরম্যাটের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাটার। মিডল অর্ডারে তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আর এই সিরিজের পর ভারতের পরবর্তী ওয়ানডে ম্যাচ সরাসরি জুলাই মাসে। ফলে নিউজিল্যান্ড সিরিজে সুযোগ না পেলে শ্রেয়সকে আবার দেখা যাবে আইপিএলে। এই কারণেই নির্বাচকরা চাইতে পারেন, ফিটনেসের শেষ পরীক্ষাটা পেরোলেই যেন তিনি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলতে পারেন। এই গোটা কামব্যাক প্রক্রিয়ায় সবচেয়ে নজরকাড়া দিক হল শ্রেয়স আইয়ারের মানসিক দৃ।তা। ভয়ংকর চোট, হাসপাতালের বিছানা, দ্রুত ওজন কমে যাওয়া-সব বাধা পেরিয়ে তিনি নিজেকে আবার মাঠে ফেরানোর জন্য প্রস্তুত করেছেন। শারীরিক দিক থেকে পুরোপুরি ছন্দে ফিরতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু ল।ইয়ের মানসিকতা যে অটুট, তা স্পষ্ট। সব মিলিয়ে শ্রেয়স আইয়ারের কামব্যাক এখন আর কল্পনা নয়, বাস্তবের খুব কাছাকাছি। বিজয় হাজারে ট্রফির ম্যাচই ঠিক করে দেবে তাঁর আন্তর্জাতিক ভবিষ্য। যদি সব ঠিক থাকে, তবে নিউজিল্যান্ড সিরিজেই শেষ মুহূর্তের ' এন্ট্রি' হতে পারে তাঁর। আর তা হলে বাইশ গজে ফের এক লড়াকু শ্রেয়সকে দেখার জন্য মুখিয়ে থাকবে গোটা ক্রিকেটপ্রেমী ভারত।

বাংলাদেশি পেসারকে ছাড়তেই কি হবে নাইটদের? কী বলছে বিসিসিআই নিয়ম

৩ জানুয়ারি ঃ বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের মালিকানাধীন আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজি কলকাতা নাইট রাইডার্স এই মুহূর্তে তীব্র বিতর্কের কেন্দ্রে। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর বারবার হিংসাত্মক ঘটনার অভিযোগ সামনে আসার পরই কেকেআর দলে থাকা বাংলাদেশি পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে বাদ দেওয়ার দাবি জোরালো হয়েছে। বিতর্ক এতটাই বেড়েছে যে, সূত্রের খবর অনুযায়ী, এবার ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড-ও নাকি নাইট রাইডার্সকে মুস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে-গগঙ-এর হাতে কি আদৌ কোনও বিকল্প পথ খোলা রয়েছে? চলতি আইপিএল নিলামে মুস্তাফিজুর রহমানকে ৯.২০ কোটি টাকায় কিনেছিল কলকাতা নাইট রাইডার্স। এই অঙ্কই আইপিএলের ইতিহাসে কোনও বাংলাদেশি ক্রিকেটারের জন্য সর্বোচ্চ দাম। ডেথ ওভারে কার্যকর বাঁহাতি পেসার হিসেবে পরিচিত মুস্তাফিজ দীর্ঘদিন ধরেই টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে একটি পরিচিত নাম। আটটি আইপিএল মরশুম খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে বাংলাদেশের জার্সিতে ২৫৭টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। তবে নিলামে এত বড় অঙ্কে কেনা হলেও, বাস্তবে গগঙ-এর প্রথম একাদশে মুস্তাফিজ নিয়মিত জায়গা পেতেন কি না, তা নিয়েই শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। নাইটদের বোলিং আক্রমণে পেস বিভাগে যথেষ্ট গভীরতা রয়েছে। ফলে মুস্তাফিজকে ঘিরে এত বিতর্ক হলেও, ক্রিকেটীয় দিক থেকে তাঁকে হারালে দলের উপর খুব বড় প্রভাব পড়বে না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞদের একাংশ। মুস্তাফিজ বিতর্কের সূত্রপাত করেন বিজেপি নেতা সঙ্গীত সোম। বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর হামলার অভিযোগের প্রেক্ষিতে তিনি মুস্তাফিজের আইপিএলে অন্তর্ভুক্তি নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলেন। মিরাটে এক জনসভায় তিনি শাহরুখ খানকে ' বলে আক্রমণ করেন এবং দাবি করেন, আইপিএলে সব বাংলাদেশি ক্রিকেটারের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হোক। এই মন্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়। রাজনৈতিক বিতর্কের জেরে বিষয়টি আর শুধু ক্রিকেটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। যদিও এই পুরো ঘটনায় এখনও পর্যন্ত KKR, BCCI কিংবা IPL কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। বিভিন্ন সূত্রের দাবি, পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে BCCI নাকি KKR-কে মুস্তাফিজকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। যদি এই নির্দেশ কার্যকর হয়, তবে নাইট রাইডার্সের হাতে কার্যত আর কোনও রাস্তা থাকবে না। এমন অবস্থায় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-মুস্তাফিজকে ছাড়লে কি তাঁকে পুরো ৯.২০ কোটি টাকা দিতে হবে? আইপিএলে একটি বহুলচর্চিত নিয়ম হল ' প্লে, নো পে'। অর্থাৎ, কোনও খেলোয়াড় যদি একটিও ম্যাচ না খেলেন, তবে তিনি টাকা পান না-এমনকি সেটা চোটের কারণেও হলে। এই নিয়মের ভিত্তিতে অনেকেই মনে করছেন, মুস্তাফিজ যদি একটিও ম্যাচ না খেলেন, তাহলে KKR-কে টাকা দিতে হবে না। কিন্তু বাস্তবটা এতটা সহজ নয়। নিলামের পর ফ্র্যাঞ্চাইজি এবং খেলোয়াড়ের মধ্যে একটি আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। যদি খেলোয়াড় সুস্থ থাকেন এবং খেলতে প্রস্তুত থাকেন, তবে তাঁকে টাকা দিতে হয়-যদি তাঁকে একটিও ম্যাচে না নামানো হয়। অর্থাৎ, শুধুমাত্র ম্যাচ না খেলানোর কারণে ফ্র্যাঞ্চাইজি অর্থপ্রদান এড়াতে পারে না। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল-মুস্তাফিজ নিজে সরে দাঁড়াচ্ছেন, নাকি তাঁকে ছাঁটাই করছে KKR? যদি মুস্তাফিজ নিজেই মরশুম শুরুর আগে কোনও কারণে (ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত, ফিটনেস বা অন্য সমস্যা) সরে দাঁড়ান, তাহলে KKR তাঁকে টাকা দিতে বাধ্য থাকবে না। কিন্তু যদি ফ্র্যাঞ্চাইজি বা BCCI-এর নির্দেশে তাঁকে বাদ দেয়, তবে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী পুরো বা আংশিক টাকা দিতে হতে পারে। নিয়ম অনুযায়ী, কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজি খেলোয়াড়কে টাকা না দিয়েই চুক্তি বাতিল করতে পারে। এই ধরনের ক্ষেত্রে ফ্র্যাঞ্চাইজির কোনও আর্থিক দায় থাকে না। কিন্তু মুস্তাফিজের ক্ষেত্রে এমন কোনও অভিযোগ নেই। ফলে এই পথও KKR-এর জন্য খোলা নয়। এই ধরনের পরিস্থিতিতে অনেক সময় পারস্পরিক সম্মতির মাধ্যমে চুক্তি বাতিল করা হয়, যাতে দু'পক্ষই আর্থিক ও আইনি ঝামেলা এড়াতে পারে। KKR এবং মুস্তাফিজের ক্ষেত্রেও এমন সমাধানই সবচেয়ে বাস্তবসম্মত পথ বলে মনে করছেন ক্রিকেট প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের একাংশ। সব মিলিয়ে, মুস্তাফিজ বিতর্ক শুধু ক্রিকেটীয় নয়, রাজনৈতিক ও আর্থিক দিক থেকেও KKR-এর জন্য বড় মাথাব্যথা হয়ে উঠেছে। শেষ পর্যন্ত নাইট রাইডার্সকে পুরো ৯.২০ কোটি টাকা দিতে হবে কি না, তা নির্ভর করছে এই জটিল পরিস্থিতির কীভাবে নিস্পত্তি হয় তার উপরই।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com